LTC Lakemba Travel Centre
Amer Yassine
Manager
Lakemba Travel Centre
8/61-67 Haldon Street
Lakemba NSW 2195
Sydney, Australia
P +61 29750 5000
F +61 2950 5500
e info@lakembatravel.com.au
w www.lakembatravel.com.au

সুপ্রভাত সিডনি™
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper
সত্যের সাথে সব সময়
Suprovat Sydney

Your family Chemist
BASSAM DIAB, B.Pharm. M.P.S.
*Agent for Diabetes Australia *Health care Monitoring machinery *Blood Pressure Machine, Blood Glucose Machine *Huge collection of perfumes and other cosmetics
*We have experienced and professional phamacists
90 years of Chemist Ecperience
New branch in Punchbowl
Open now, Address: 757 Punchbowl Road, Punchbowl, NSW 2195, Tel: 0297902377
62 Haldon street, Lakemba Nsw 2195, Ph: 0297591013

The only Bangladeshi Newspaper in Australia
Suprovat Sydney, November-2022, Volume-14, No-11 ISSN 2202-4573 www.suprovatsydney.com

অস্ট্রেলিয়ায় নতুন বছরের সরকারী বাজেট

অর্থনীতির গতি কোন দিকে?

ড. ফারুক আমিন

গত ২৫ অক্টোবর ২০২২ মঙ্গলবার অস্ট্রেলিয়ান ফেডারেল সংসদে সরকারের ট্রেজারার জিম চালমার্স এমপি নতুন বছরের বাজেট ঘোষণা করেন। দশ বছরেরও বেশি সময় ক্ষমতার বাইরে থাকার পর নতুন লেবার সরকারের প্রথম এই বাজেটের দিকে দৃষ্টি ছিলো পুরো দেশের সচেতন মানুষদের। কারণ এ বাজেটের মাধ্যমেই বুঝা যাবে বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকারের নীতিমালা এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা।

বাংলাদেশের মতো দেশে সরকারী বাজেট মূলত অর্থহীন কিছু ঘোষণা। প্রকৃতপক্ষে সরকারের নেতা, অনুগত আমলা ও সকল অপকর্মের সহযোগী ধনী ব্যবসায়ীদের জন্য লুটপাটের নতুন সুযোগ তৈরি করতে বাংলাদেশের বাজেট ব্যবহৃত হয়। তদুপরি যেহেতু তথ্যের স্বচ্ছতা এবং যথার্থতা যাচাইয়ের কোন সুযোগ নেই এবং কোন জবাবদিহীতাও নেই, বাজেটে ইচ্ছামতো মিথ্যা তথ্য-উপাত্ত ও হিসাব দাখিল করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতারণা করাই একটি নিয়মিত চর্চা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশে সাধারণ জনগণের জন্য বাজেটের মোদ্দা অর্থ হলো কিছু জিনিসের দাম বাড়ানো যার দাম আর কখনোই কমবে না।

অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশে বাজেটের গুরুত্ব অনেক। যেহেতু মিথ্যা তথ্য দেয়ার সুযোগ নেই, সুতরাং বাজেটের মাধ্যমে সরকারের জবাবদিহীতা প্রকাশ পায়। বাজেটের পর প্রচুর আলোচনা ও সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয় সরকারের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরকে। দীর্ঘসময় ধরে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন কিংবা অবনমন এবং একই সাথে সামগ্রিক অর্থনীতির উর্ধ্বগতি কিংবা অবনতির সাথে বাজেটের তুলনামূলক আলোচনা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া হিসেবে চলমান থাকে এইসব দেশগুলোতে।

এ বছরের বাজেটে এমন কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে যা সম্প্রতি অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনের বিজয়ী হওয়া লেবার পার্টির নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিগুলোরই অনুরণণ করেছে।

বিশ্লেষকদের মতে, এই বাজেটে ইতিবাচক পরিবর্তন দেখতে যাচ্ছে পারিবারিক খরচ, রিনিউয়েবল এনার্জি, এনবিএন ইন্টারনেট কাঠামো, পরিবেশ, নারীদের নিরাপত্তা, *৪-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

RSS LAWYERS
Solicitors & Barristers
Lakemba: Suite 2A, Level 1, 108 Haldon Street, Lakemba NSW 2195
Minto: Suite 3, 10 Redfern Road, Minto NSW 2566 (By appointment only)
T: 02 871 27913 M: 0468 683 138,
E: info@rsslawyers.com.au W: rsslawyers.com.au
AREAS OF PRACTICE
- Conveyancing of Residential & Commercial Property
- Traffic & Criminal Law
- Family Law - Wills & Probate
- Business & Commercial Law

Rubel Miah
Principal Solicitor
All posted correspondence to PO Box: 1209, Lakemba NSW 2195

EXTRA CRISPY CHICKEN-LAKEMBA
সম্পূর্ণ বাংলাদেশী মালিকানায়

Wednesday	11am–12:30am
Thursday	11am–12:30am
Friday	11am–02am
Saturday	11am–02am
Sunday	11am–12:30am
Monday	11am–12:30am
Tuesday	11am–12:30am

TASTE NO COMPROMISE!
Hand Slaughtered Chicken
হাতে জবাই করা মুরগি!
Address: 153 Haldon St. Lakemba NSW 2195. Mbl: 0432 180 247

সুপ্রভাত সিডনি®
সত্যের সাথে সব সময়
Trade Marked & Registered by Australian Government
ACN- 600 352 716 ABN- 93 600 352 716
Registration: BN 98533502
TM:1391330
Bangladesh Community Leading Newspaper In Australia

Suprovat Sydney Family

Legal Advisor: **Mr Hamad Zreika** (Special Counsel)
Editor in Chief: **Md Abdullah Yousuf**
Editor: **Dr Faroque Amin**
Special Division Editor: **Ahmed Raju**
Distribution: **Arif Rahman**
Webmaster: **Golam Mostafa**
Assist Webmaster: **Mahmud chowdhury**
Graphic Designer: **Mizanur Rahman**
Composer: **Sumon Islam**
Delivery: **Apostolo**

Reporter
Habib Hasan, Abul Bashar, Dr Fakir Munshi, Javed kawser, Iqbal Mahmud

SStv Live Streaming
Noman Masum

Address
P.O Box- 398, Lakemba, NSW 2195, Australia.

MBL: 0423 031 546

E-mail
suprovat.ceo@gmail.com

Bank Details
Suprovat Sydney, BSB: 032 065 A/C 247 887

Like Us On Facebook
www.facebook.com/suprovatpage
Tweet : @SuprovatSydney

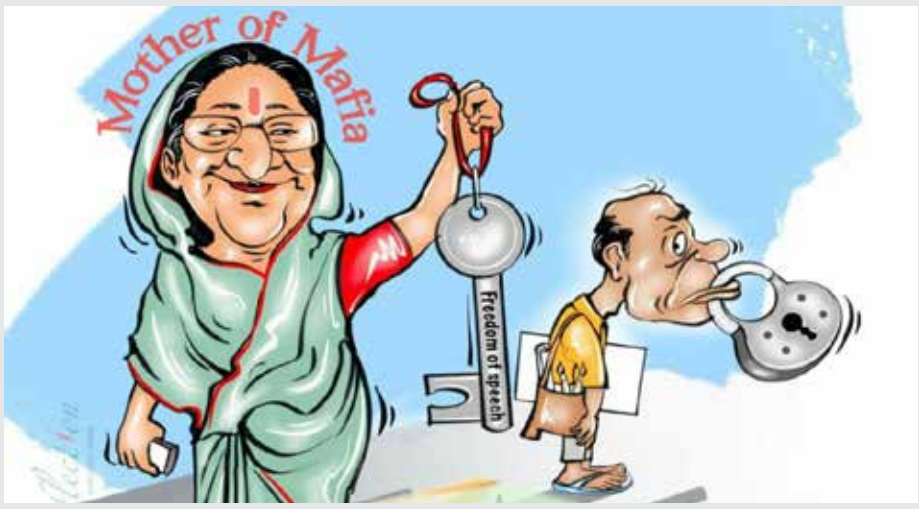

চলতি বছরের প্রায় শেষের দিকে আমরা এসে পৌছেছি সময়ের স্বাভাবিক পরিক্রমায়। দক্ষিণ গোলার্ধের্বর দেশ অস্ট্রেলিয়ায় শীত শেষে গ্রীষ্ম আসি আসি করছে, একই সময়ে সাত হাজার কিলোমিটার দূরে অবস্থিত দেশ বাংলাদেশে এসেছে শীতের আগমনী বার্তা। বছরের এই সময়টাতে নানা মৌসুমী শাকসবজি ওঠে বাজারে। সাধারণ মানুষ একটু ভালোমন্দ খাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষকে এখন শুনতে হচ্ছে দুর্ভিক্ষের বার্তা। ক্ষমতা দখল করে রাখা ও লুটপাট করা সরকার প্রধান থেকে শুরু করে তার অনুগত ভৃত্যের দল বাংলাদেশের জনগণকে 'সংযমী' হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছে। তারা বলছে, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ের মতো আবার 'একটু' কষ্ট করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ব্যবহার করে ক্ষমতা দখল করা এই অপশক্তির মূল অর্জন এটাই। পুরো পৃথিবী যখন নিউক্লিয়ার যুগ পেরিয়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে প্রবেশ করছে, এই তথাকথিত দেশপ্রেমিক সরকার লুটপাট করতে করতে বাংলাদেশকে অর্ধ-শতাব্দী আগের 'ভেন্নার তেলে জ্বালানো কুপি'র যুগে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে।

তবে লোডশেডিং, ক্রয়ক্ষমতার ঘাটতি, পুষ্টিহীনতা এসব সমস্যা কেবল সাধারণ জনগণের জন্য। সাধারণ বাংলাদেশীদের জন্য। দেশ শাসনের নামে যথেচ্ছা লুটপাট চালানো এই মাফিয়াদেরকে এসব সমস্যা স্পর্শ করেনা। ধনী-দরিদ্রের সম্পদ বৈষম্য বাংলাদেশে ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌছেছে। যখন কোটি কোটি মানুষ বাধ্য হয়ে এক বেলা খাবার বাদ দিচ্ছে, যখন বিপুল পরিমাণ জনগণ কয়েক মাসেও একবার গোশত খেতে পারেনা এবং সপ্তাহে একবার বা দুইবার কোন রকমে একটা ডিম খাওয়ার টাকা যোগাড় করতে পারে, তখন সিঙ্গাপুরের সবচেয়ে বেশি ধনীদের তালিকায় স্থান করে নিচ্ছে এই মুক্তিযুদ্ধ ব্যবসায়ী শাসকদের একজন। সুইস ব্যাংকে গোপন একাউন্ট খোলা ধনীদের মাঝে বড় একটা অংশ হলো বাংলাদেশী ব্যাবসায়ী ও রাজনীতিবিদরা। উন্নয়নের অর্থনীতির নামে পুরো দেশকে ফাঁপা ও তলাবিহীন ঝুড়িতে পরিণত করার এই মহাযজ্ঞ শুধু বর্তমান সময়ের জনগণকেই ভোগান্তির শিকার বানাচ্ছে না, বরং বাংলাদেশের ভবিষ্যত অনেকগুলো প্রজন্মের জন্যও সম্পূর্ণ আশাবিহীন ও সম্ভাবনাহীন একটি সমাজ তৈরি করেছে। কোন ভাবে যদি এই মাফিয়া সরকারের পতনও হয়, পরবর্তী শাসকদের জন্য এই গর্ত থেকে দেশকে উদ্ধার করা কোন সহজসাধ্য কাজ হবে না। এই অন্তবিহীন অধঃপতনের শিকার দেশের জনগণ এখন মুক্তি চায়। সম্প্রতি দেশজুড়ে বিএনপি'র মহাসমাবেশগুলোতে মানুষের ঢল দেখে ক্ষমতা দখল করে রাখা মাফিয়ার দল প্রমাদ গুনছে।

বিএনপি আয়োজিত মহাসমাবেশগুলোকে ঘিরে আওয়ামী লীগ যে ন্যাক্কারজনক ও স্বভাবসুলভ নীচতা প্রদর্শন করে যাচ্ছে, বাংলাদেশকে এই হীন রাজনৈতিক সংস্কৃতির উর্ধ্বে উঠতে হবে। পরিবহন ও যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়া, হোটেল ব্যবসায়ীদেরকে ভীতিপ্রদর্শন সহ নানা ছোটলোকি ও অপরাধসুলভ পদক্ষেপের মাধ্যমে তারা জনসমাগমকে বন্ধ করার চেষ্টা করছে। কিন্তু মানুষ এখন এতোটাই অতিষ্ঠ যে তাদের অনেকে মাইলের পর মাইল দিনের পর দিন হেঁটে এসে এই মহাসমাবেশগুলোতে যোগ দিচ্ছে, রাস্তায় রাস্তায় রাত্রি যাপন করছে। গ্রেফতার ও নির্যাতনের শিকার হয়েও তারা পিছপা হচ্ছে না। আমরা আশা করি সাধারণ মানুষের অভ্যুত্থানেই বাংলাদেশে ফ্যাসিবাদের পতন হবে। সাধারণ মানুষের এই ত্যাগ স্বীকারের যথার্থ প্রতিদান হবে ফ্যাসিবাদী মাফিয়া লুটেরাদের যথার্থ বিচার নিশ্চিত করা। চলমান সমস্ত অপকর্মের যথাযথ বিচার না হলে, ক্ষমতা দখল করে রাখা লুটেরা অপরাধীদেরকে শাস্তি দেয়া না হলে এই দেশ কখনোই একটি সুস্থ ও স্বাভাবিক সমাজ দেখবে না।

নিউ সাউথ ওয়েলসের আরো ১০,০০০ স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

নিউসাউথওয়েলস সরকারের পরিকল্পনার অংশ হিসাবে রাজ্য জুড়ে কমপক্ষে ১০,০০০ অস্থায়ী শিক্ষক এবং সহায়ক কর্মীদের স্থায়ী পদে নিয়োগ দেওয়া হবে বলে জানা গেছে।

শিক্ষা ও প্রারম্ভিক শিক্ষাবিষয়ক মন্ত্রী সারাহ মিচেল নিশ্চিত করেছেন যে আগামী বছরের শুরু থেকে চাহিদা রয়েছে এমন এলাকায় অস্থায়ী শিক্ষকদের আবারও স্থায়ী পদে নিয়োগ দেওয়া হবে।

মিসেস মিচেল বলেছেন, "এটি এমন একটি সমস্যা যা আমাদের অ্যাম্বাসেডর স্কুলের প্রিন্সিপালরা সহশিক্ষক এবং অধ্যক্ষরা একইভাবে আমার কাছে উত্থাপিত করেছিলেন যখন আমরা এই বছরের শুরুতে দেখা করেছিলাম, এবং আমি স্পষ্ট করে দিয়েছি যে আমি স্থায়ী পদে আরও শিক্ষক রাখতে চাই।"

"যেমন, ডিপার্টমেন্ট অব এডুকেশন অস্থায়ী পদে নিয়োগ প্রাপ্ত শিক্ষক এবং সহায়ক কর্মীদের সনাক্তকরার জন্য কাজ করছে যারা স্থানান্তরিত হতে পারে। কমপক্ষে ১০,০০০টি পদ সনাক্ত করা হয়েছে এবং ডিপার্টমেন্ট আরও সনাক্ত করতে অধ্যক্ষদের সাথে সরাসরি কাজ চালিয়ে যাবে।

"মহামারীদায়িত্বশীল উপায়ে অতিরিক্ত অস্থায়ী শিক্ষকদের স্থায়ী পদে রূপান্তর করার জন্য আমাদের বিদ্যমান নিয়োগ চুক্তিকে এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ দিয়েছে।

"আমাদের নিউ সাউথ ওয়েলসের পাবলিক স্কুলগুলিতে আগের চেয়ে অনেক বেশি শিক্ষক কাজ করছেন, এবং আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যে যেখানে তাদেরকে আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সেখানে তারা জায়গায় কাজ করছে।

মিসেল মিচেল অস্থায়ী স্টুডেন্ট লার্নিং সাপোর্ট অফিসারদের (SLSO) স্থায়ী পদে রূপান্তর করার পরিকল্পনাও নিশ্চিত করেছেন।

"আমাদের স্টুডেন্ট লার্নিং সাপোর্ট অফিসাররা অতীব গুরুত্বপূর্ণ- তারা আমাদের শিক্ষকদের পাশাপাশি আমাদের স্কুলগুলিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, এবংপ্রায়শই আমাদের আরও সুবিধাবঞ্চিত এবং অতিরিক্তচাহিদাসম্পন্নশিক্ষার্থীদেরসাথে কাজ করেন।

এই সর্বশেষ পদক্ষেপটি আমাদের স্কুলে আরও শিক্ষককে আকৃষ্ট করতে এবংতাদেরকে চাকরিতে ধরে রাখার জন্য নিউ সাউথওয়েল সসরকারের চলমান ১২৫ মিলিয়ন ডলারের শিক্ষক সরবরাহ কৌশলের বাইরে।

সরকার ইতিমধ্যেই উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন স্নাতক এবং অভিজ্ঞ পেশাদারদের আমাদের শ্রেণীকক্ষে দ্রুত নিয়োগ দেয়া এবংবিদেশ থেকে আরও শিক্ষক নিয়োগ করার কর্মসূচি ঘোষণা করেছে, এবং আমাদের সেরা শিক্ষকদের শ্রেণি কক্ষে ধরে রাখার জন্য উচ্চ বেতন দিয়ে পুরস্কৃত করার পরিকল্পনা করেছে।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

ক্যাম্পাসিতে একটি সফল ফান্ড রেইজিং ডিনার সম্পন্ন

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

মাল্টিকালচারাল ইয়ুথ ওয়েলফেয়ার ইনকর্পরেটেড' (MYW) গত ২২শে অক্টোবর ২০২২ শনিবার ক্যাম্পাসি ওরিয়ন ফাংশণ সেন্টারে ফান্ড রেইজিং ডিনারের আয়োজন করে।

ক্যাম্পাসি এবং এর আশে পাশের এলাকা গুলোর মুসলমানদের ইসলামিক এবং সামাজিক কালচার কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি ক্যাম্পাসিতে একটি প্রপার্টি খরিদ করা হয়। উক্ত প্রপার্টির সেটেলম্যান্ট সম্পন্ন করার জন্য ফান্ডের প্রয়োজনে আয়োজকবৃন্দ একটি সফল ফান্ড রেইজিংএর আয়োজন করেন।

উক্ত অনুষ্টানে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সহ সিডনির বিভিন্ন এলাকা থেকে নারী-পুরুষসহ প্রায় চারশত অতিথির সমাগম হয়েছিল। হাফেজ উর্ভ হাকিমের সুরেলা কণ্ঠে পবিত্র কোরান তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে অনুষ্টান শুরু হয়। প্রধান অতিথি শেখ সাদি আল সুলাইমান ইসলামিক প্রেক্ষাপটে এরকম একটি বিষয়ে মুক্তহস্তে দান করা সৃষ্টিকর্তার নিকট কত ফজিলত তার গুরুত্ত তুলে ধরেন। তিনি দৃঢ়তার সাথে ক্যাম্পাসিতে ইসলামিক সেন্টার ইনশাআল্লাহ হবে বলে উল্লেখ করেন। তিনি আরো বলেন, এটা আমাদের সিদ্ধান্ত আমরা এই মহৎ কাজে শরিক হব কি না।

ব্রিসবেন থেকে আগত বিশেষ অতিথি সেখ আকরাম বকস তার মনোমুগ্ধকর ইসলামিক মটিভেশন্যাল বক্তব্যের মাধ্যমে উপস্থিত মেহমানদের বিমোহিত করেন। তার বক্তব্যের পরপরই উপস্থিত সবাই মুক্তহস্তে দান করার জন্য এগিয়ে আসেন। পরবর্তিতে অকশনের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের ব্যবহারিক ও ইসলামিক জিনিষপত্র বিক্রি করেও ফান্ড রেইজ করা হয়। অনুষ্টানের মাধ্যমে আনুমানিক প্রায় দুই লাখ ডলারেরমত ফান্ড রেইজ করা হয়। অন্যান্যের মধ্যে আরোও

বক্তব্য রাখেন ব্রিজবেন থেকে আগত অতিথি সাইম খলিল। সংগঠনের সভাপতি সাইয়াজ হোসেন উক্ত সংগঠনের গগুরুত্ব এবং এর ভবিষ্যত সকলের কাছে তুলে ধরেন।

বাংলাদেশী সিনিয়র সিটিজেন অব অস্ট্রেলিয়া (BSCA) এ ধরনের মহতী উদ্যেগের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে দুটি টেবিল (২০ জন) নেয়। উক্ত দুটি টেবিল থেকে পঞ্চাশ হাজার ডলার অনুদান উঠেছে। বাংলাদেশী সিনিয়র সিটিজেন অব অস্ট্রেলিয়ার একজন নব্য সদস্য সর্ব প্রথম বিশ হাজার ডলার অনুদান দেন একই রাতে। তারপর, ৬ ও ৯ নাম্বার টেবিল থেকেই বাংলাদেশী সিনিয়র সিটিজেন অব অস্ট্রেলিয়ার সদস্য ও মেহমানরা একে একে সকলেই তাদের হাত প্রসারিত করেন এবং অন্যদেরকে অনুপ্রাণিত করেন। বাংলাদেশী সিনিয়র সিটিজেন একমাত্র সংগঠন যারা অস্ট্রেলিয়াতে আমাদের কমিউনিটিতে জনহীতকর কর্মকান্ডে সকলের শীর্ষে।

এখানে উল্লেখ্য যে ২০১৮ সালে এই ক্যাম্পাসি মাল্টিকালচারাল ইয়ুথ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি নামক সংগঠনটি আত্মপ্রকাশক করলেও কোরোনা মহামারীর কারনে এর কার্যক্রম এতদিন প্রায় স্থবির ছিল। উক্ত সংগঠনের সুরা কমিটির সভাপতি সাইয়াজ হোসেন এবং বাকী সদস্যবৃন্ধ ড. হাবিবুর রহমান, ড. হুমায়ের চৌধুরী রানা, মাসুদুর রহমান, রাজ্জাকুল হায়দার, নাবিল সাবউনি, আব্দুল্লা মামুন (প্রকৌশলী) উক্ত অনুষ্টানের সফলতায় সন্তুষ্ট প্রকাশ করেন এবং মহান আল্লাহ পাকের দরবারে শুকরিয়া আদায় করেন। এছাড়াও নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অনেকে এ প্রজেক্টের সাথে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন বলে জানা গেছে।

উক্ত মাল্টিকালচারাল ইয়ুথ ওয়েলফেয়ার ইনকর্পরেটেড (MYW) বা ক্যাম্পসি মসজিদে মুক্ত হস্তে দান করুন।

ক্যাম্পসি মাল্টিকালচারাল ইয়ুথ ওয়েলফেয়ার ইনক
Commonwealth Bank, BSB: 062133, A/C: 11590051

ক্যাম্পবেলটাউন মিন্টো এলাকায়
চলমান মুদির দোকান বিক্রি হবে

শুধুমাত্র প্রকৃত ক্রেতা যোগাযোগ করতে পারেন
মোবাইল: 0404 257 620

অর্থনীতির গতি কোন দিকে?

১ম পৃষ্ঠার পর

গৃহায়ণ এবং শিক্ষার মতো খাতগুলো। অন্যদিকে অর্থনৈতিক শক্তি, কর্মসংস্থান, কৃষি ও সেচের মতো গুরুত্বপূর্ণ কিছু খাত চলতি বাজেটে পর্যাপ্ত অর্থায়নের অভাবে পড়তে পারে বলেও তারা ধারণা করছেন।

লেবার পার্টির নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি এবং এই বাজেটের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হলো আগামী চার বছরে চাইল্ডকেয়ার সেক্টরে ৪.৭ বিলিয়ন ডলার খরচের পরিকল্পনা। এই কার্যক্রমের ফলে শিশু পরিচর্যা বা চাইল্ডকেয়ারের জন্য পরিবারগুলো বিপুল পরিমাণ টাকা পাবে। এই খাতে শতকরা নব্বই শতাংশ ভর্তুকী দেয়ার কথা ঘোষণা করেছে লেবার সরকার। একই সাথে আগামী বছরের জুলাই মাস থেকে নবজাতক শিশুর জন্য পিতা-মাতাকে যৌথভাবে দেয়া মাতৃত্বকালীন ও পিতৃত্বকালীন ছুটির মেয়াদ বাড়িয়ে ২৬ সপ্তাহে উন্নীত করা হচ্ছে। শুধুমাত্র এই পরিবর্তনের অর্থনৈতিক খরচই হলো ৫৩০ মিলিয়ন ডলার। একই সাথে এই খাতে শিশুদের খেলার মাঠ, খেলনা লাইব্রেরী, স্বাস্থ্যসেবা, নবজাতকদের জন্য স্ক্রিনিং উন্নয়ন ইত্যাদি অবকাঠামোগত কাজও যোগ করা হয়েছে।

চলতি বাজেটে লেবার সরকার নবায়নযোগ্য শক্তি বা রিনিউয়েবল এনার্জিতেও বাড়তি ফান্ড বরাদ্দ দিয়েছে। ইলেকট্রিক গাড়ির জন্য শুল্কছাড় ও সোলার প্রযুক্তি ব্যবহারে সহায়তা সহ নানা পদক্ষেপের মাধ্যমে এই খাতে সরকার সহায়তা করতে চায়। একই সাথে পরিবেশের উন্নয়ন যেমন বিলুপ্ত হওয়ার হুমকির শিকার প্রাণীদের রক্ষা ও পরিবেশের সুরক্ষার নানা কাজে সরকার বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করেছে। পাশাপাশি ২০২৪ থেকে পাঁচ বছর সময়কালে নতুন এক মিলিয়ন বাড়ি তৈরির মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাতপদ জনগোষ্ঠীর জন্য ***১৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন***

সিডনিবাসীর জন্য কবর অতি স্বল্প মূল্যে!

Muslim Lawn

Kemps Creek Memorial Park has
a dedicated lawn for the Muslim
community with peaceful rural vistas.

Located only 25 minutes' drive from Blacktown and 35 minutes from Auburn.
Single and double burial graves available.

ব্ল্যাকটাউন থেকে মাত্র ২৫ মিনিট ও ওবার্ন থেকে ৩৫ মিনিট দূরত্ব
সিঙ্গেল এবং ডাবল কবর এর ব্যবস্থা

Part of the local community

Call us on **02 9826 2273** from 8.30am-4pm
Visit www.kempscreekcemetery.com.au

Kemps Creek
Memorial Park

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper I সত্যের সাথে সব সময়

Tony Burke's increased support for the families

Photo Credit: Facebook page of Tony Burke MP

Photo courtesy: The Conversation.

Photo courtesy: Tony Burke MP Facebook page.

Media Release

While reviewing the 2022 Federal Budget, pundits have identified 'families' as one of the major winners. This was evident as the Albanese Government introduced laws to help cut out-of-pocket costs for families with children in early education and care.

Hon Tony Burke MP, Member for Watson, Minister for Employment and Workplace Relations and Minister for Arts, said, "Not only will this help families with cost-of-living pressures by cutting the cost of childcare, it will help get thousands of skilled workers into our economy."

He has announced that approximately 6,800 local families will be better off under Labor's affordable Childcare plan.

Childcare cost has been a significant issue most families have faced in recent years. This cost has skyrocketed, increasing 41 per cent in the past eight years. It's a high cost for families and a massive disincentive for parents that are looking for more paid work.

Hon Tony Burke MP said, "This is an important economic reform that the Albanese Government promised to deliver at the election. Legislation introduced today will implement this promise. It means children get access to early education, and parents, especially mums, can do more paid work if they want to."

These new laws mean that around 96% of local families with children in early education and care will be better off. For example, a family earning $120,000 with one child in early education and care will be more than $1,700 better off. The changes to the childcare subsidy will commence on 1 July 2023.

From Tony Burke MP's social media platforms

On 26 October 2022

This budget is all about delivering for Australians.

We're delivering on our election commitments, as well as ending the waste and rorts from the previous government.

We're delivering on providing targeted cost of living relief by making childcare and medicines cheaper, by expanding Paid Parental Leave to six months, by making more affordable housing and by getting wages moving again.

And this is just the start.

On 23 October 2022

After 40 years a good number of the children who have benefited from CASS Family Day Care had parents who went there too.

CASS has been a foundation of the community for Campsie and well beyond the Canterbury Bankstown area.

So Happy 40th Birthday to everyone involved.

Early childhood education changes lives.

On 5 October 2022

Had the great pleasure of catching up with legendary Australian director George Miller on the set of the new Mad Max movie a couple of weeks ago.

Mad Max: Furiosa will be one of the biggest films ever produced in Australia. This is a production that is creating thousands of local jobs - and it'll showcase their talents and skills to the world.

The Federal Government supports Australian feature films through the Producer Offset. The previous government tried to cut the film offset last year but Labor fought to keep it. If they'd had their way this movie - and all the jobs it generates - may never have been filmed in Australia.

Photo courtesy: Tony Burke MP Facebook page.

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper। সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, November-2022
Year-14

বাংলাদেশী সিনিয়র সিটিজেন অব অস্ট্রেলিয়ার বিশেষ মধ্যাহ্ন ভোজ ও আলোচনা সভা

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

বাংলাদেশী সিনিয়র সিটিজেন অব অস্ট্রেলিয়া ইন্ক্ (BSCA) এর এক বিশেষ মধ্যাহ্ন ভোজ ও আলোচনা সভা ২ অক্টোবর ২০২২ রবিবার অনুষ্ঠিত হয়। এ বিশেষ প্রাণচঞ্চল অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করা হয় ইঙ্গেলবার্নের জনপ্রিয় থাই রেস্তোরাঁ "থাইবার্ন" এ। শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তিলাওয়াত করেন ফাহাদ খান।

সংগঠনের উদ্দেশ্যে তুলে ধরে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন হোসেন আরজু। গত পিকনিকে অত্যন্ত পরিশ্রম করে যারা পিকনিককে সাফল্য মণ্ডিত করেছেন, তাদেরকে উৎসাহিত করার জন্যে সনদপত্র প্রদান করা হয়। নবপ্রজন্মের যারা উৎসাহের সাথে কাজ করে বিগত দিনে সংগঠনকে সহযোগিতা করেছেন, তাদেরকে উৎসাহিত করার জন্যে প্রত্যেককে সনদপত্র দিয়ে সম্মানিত করা হয়। যারা এ বিশেষ সনদপত্র পেয়েছেন, তারা হচ্ছেন ফাহাদ খান, ফারদিন আলম ভূঁইয়া, নাবিহা রাব্বি, ফারজান বিন বোরহান, এন,এম ফজলে রাব্বি, সাদ্দাম বিন নাহিদ।

পিকনিককে সাফল্য মন্ডিত করার জন্যে আরো তিনজনকে বিশেষভাবে সমানিত করা হয়। তারা হলেন, ডক্টর ফজলে রাব্বি, রানা শরীফ ও ইফতেখার দেওয়ান ফয়সল। তিনজনই চমৎকার বক্তব্যে বাংলাদেশী সিনিয়র সিটিজেন অব অস্ট্রেলিয়ার ভূয়সী প্রশংসা করেন। বক্তারা আমরণ এ অসাধারণ সংগঠনের সাথে কাজ করার মত ব্যক্ত করেন এবং সংগঠনের উত্তরোত্তর উন্নতিকল্পে যে কোন কাজ করতে প্রস্তুত বলে জানান।

বিগত পিকনিকের আহ্বায়ক মনজুরুল আলম বুলু সকলকে ধন্যবাদ জানান। পিকনিক সফল ও সার্থক করার জন্যে ডক্টর ফজলে রাব্বি, রানা শরীফ ও ইফতেখার দেওয়ান ফয়সলের ভূমিকা ছিল অনেক প্রশংসনীয়-তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ধন্যবাদ জানান।

সিডনির সংগঠন জগতের মধ্যমনি, বিশেষ করে বাংলাদেশী মসজিদ কমিটিগুলোর সুপরিচিত, কমিউনিটির জনপ্রিয় মুখ মোফাজ্জাল ভূঁইয়া সংগঠনের সকল ভালো দিকগুলো তুলে ধরেন। তিনি ইসলামিক দৃষ্টি কোন থেকে সমাজসেবার বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যালোচনা করেন। তিনিও বাংলাদেশী সিনিয়র সিটিজেন অব অস্ট্রেলিয়ার সকল সমাজসেবামূলক কাজের সাথে সব সময় থাকবেন বলে মত প্রকাশ করেন।

বিদায়ী সভাপতি দেলোয়ার হোসেন খানকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। তাছাড়া সংগঠনের পক্ষ থেকে এক বিশেষ ক্রেস্ট উপহার দেয়া হয়।

অল্প সময়ে তিনি আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়েন। সিডনির সুদীর্ঘ প্রায় ৪০ বছরের বিভিন্ন কর্মকান্ডের কিছুটা ফ্লাশ ব্যাক দেবার চেষ্টা করেন। তিনি বলেন, আমার দরজা সবার জন্যে উন্মুক্ত।

সবশেষে ডাবল কোর্সের সুস্বাদু থাই বাফেট অত্যন্ত সুশৃংখলভাবে প্রত্যেকে যার যার প্লেটে তুলে নেন। পর্যাপ্ত খাবারের সাথে রকমারি কোমল পানীয় খাবারের স্বাদ মনে হয় আরেক ভিন্ন মাত্রা যোগ হয়েছিল। দিনটি ছিল খুব সুন্দর, আবহাওয়া চমৎকার। ডে লাইট সেভিংসের প্রথম দিনে জমজমাট এ মধ্যাহ্নভোজ ছিল সকলের কাছে অতি প্রশংসনীয়।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে এমপি ড.মাইক ফ্লিন্ডারের সাথে বিএনপির বৈঠক

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

অস্ট্রেলিয়ার ক্ষমতাসীন লেবার এমপি ড. মাইক ফ্লিন্ডারের সাথে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির নেতৃবৃন্দ খুন, গুম বন্ধ এবং বিএনপির চেয়ারপার্সন দেশমাতা বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি অস্ট্রেলিয়ার নেতা মো. মোসলেহ উদ্দিন হাওলাদার আরিফ, মো. কুদরত উল্লাহ লিটন, এএনএম মাসুম, ইনজিনিয়ার কামরুল ইসলাম শামীম ও যুবদলের সভাপতি খাইরুল কবির পিন্টু।

বৈঠকে বাংলাদেশের বর্তমান গুম খুনের চিত্র তুলে ধরে গত কয়েক দিন যাবৎ বিএনপির বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আওয়ামী সরকার দলীয় পুলিশ কর্তৃক দেশব্যাপী গুম, খুন, হামলা ও হত্যার বিচার এবং বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা বাতিল করে মুক্তির জন্য অস্ট্রেলিয়া সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা করা হয়।

সরকার দলীয় সিনিয়র এমপি ডক্টর মাইক ফ্লিন্ডার অস্ট্রেলিয়া শাখা বিএনপি নেতাদের আশ্বস্ত করেন, শিগ্রই বাংলাদেশের গণতন্ত্র, সুষ্ঠু নির্বাচন, মানবাধিকার ও অন্যান্য বিষয়ে অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী পেনী ওয়াং এর নিকট অবহিত করে যথাযত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

এছাড়া দেশনায়ক তারেক রহমানের বিরুদ্ধে দায়ের করা সকল মিথ্যা -বানোয়াট মামলার প্রত্যাহারের জন্য জোর দাবি জানানো হয়।

Community Youth and Citizen Development Organisation Incorporated (CYCDO)

Registration Number: INC 1901241

We're a multi-award-winning non-profit org that offers a variety of free community services.
Individuals and community-based organisations benefit from the assistance.
On a daily basis, we provide the following services:

Medical	Interpreting	Social Justice for a variety of groups, including refugees, new migrants in Australia, asylum seeker, and those on boats.

Among other things, we assist the aforementioned demographic with medical requirements, interpreting, and career possibilities.
We provide them with food and medical essentials, as well as energy bills, phone bills, partial rent, Woolworth-Coles coupons, and other necessities during times of distress and crisis.

We've also worked for, and continue to work for, social justice.
We aim to resolve a problem between two partners in their personal or business lives before resorting to court.

Despite the fact that we went to court on occasion, problems were frequently addressed.
We have a lot of success with the Covid-19 crisis and helping Australian COVID-19 victims. Please locate the following report:

https://ausbulletin.com.au/cycdos-initiative-to-assist-australian-covid-victims-p444-117.htm

We also collaborate with the Australian government on national days with various events.
Visit: https://www.amust.com.au/2022/02/why-we-love-australia-day/ for more information.

https://www.youtube.com/watch?v=es5 jaT3N g | https://www.facebook.com/Multicultural-Australia-100847185835819/?ref=py c&rdr

Contact us: Po Box 398, Lakemba, NSW 2195 Mbl: 0423 031 546cycdo.au@gmail.com, www.cycdo.com.au

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, November-2022
Year-14

Multicultural Mawlid Concert 2022

Resilience, Rejoice, Reverie in the Way of Life of Prophet Muhammad (Peace be upon Him)

Suprovat Sydney report

"Bringing together in peace, joy and friendship," Her Excellency, the Honourable Margaret Beazley's (Governor of NSW) words defined the ethos of Mawlid 2022: The Story of Prophet Muhammad, A Way of Life on Sunday the 16th of October at Sydney Olympic Park Quay Centre.

Over five thousand people from all different walks of life came together to celebrate the birth of Prophet Muhammad (peace be upon him), in one of the largest Mawlid celebrations, all chanting together this year's slogan – "The life Story of Prophet Muhammad, A Way of life".

His Eminence Professor Sheikh Salim Alwan the Chairman of Darulfatwa represented by Dr Sheikh Ibrahim El Shafie,; Mr. Mohammad Mehio, President of ICPA; Her Excellency the Honourable Margaret Beazley AC KC, Governor of NSW; The Hon Dominic Perrottet MP, Premier of NSW represented by the Hon Mark Coure MP Minister for Multiculturalism; *Continue on page 9*

খিলগাঁয়ে অত্যাধুনিক ফ্ল্যাট বিক্রয়

মালিক প্রবাসে থাকেন, রীতিমতো দেখাশোনার লোকের অভাবে নির্ভেজাল ফ্ল্যাট বিক্রি করা হবে। শুধুমাত্র জেনুইন ক্রেতারা যোগাযোগের অনুরোধ।

আটতলা বিল্ডিংয়ের ২,৩ ও ৫ তলায় মোট তিনটি ফ্ল্যাট বিক্রি হবে। প্রতিটি ফ্ল্যাট ১৮০০ স্কয়ার ফিট এবং ২০ হাজার টাকা ভাড়া আসে প্রতিটি ফ্ল্যাট থেকে।

খিলগাঁও কমিউনিটি সেন্টারের পাশে উক্ত বিল্ডিংয়ে লিফটসহ বিভিন্ন সুবিধা আছে।

Suprovat Sydney Copy Right Protected

যোগাযোগ : 0423 031 546

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper I সত্যের সাথে সব সময়

Multicultural Mawlid Concert 2022

Continued from page 8

Senator Shaoquett Moselmane, MLC; Mr Jihad Dib MP Shadow Minister for Emergency Services, His Excellency Dr Basim Hattab Habash Al tumma Ambassador of Iraq, Mr Mohamed Mohamed Khalil Consul-General of Egypt, Mr. Mohammad Ashraf Consul General of Pakistan; Mr. Mayer Dabbagh ***Continue on page 10***

Multicultural Mawlid Concert 2022

Continued from page 9

Honary Consul of Syria; Mr. Neville Tomkins OAM NSW Chief Commissioner; Superintendent commander Martin fileman representing deputy commissioner of NSW Police Commander Anthony Cooke ,Adam Johnson Commander of Bankstown Police Area Command; Dr Sheikh Ghanem Jaloul; Clr Bilal El Hayek Deputy Mayor City of Canterbury Bankstown; Clr Khodr (Karl) Saleh OAM Canterbury Bankstown Council, Clr George Zakhia Canterbury Bankstown Council; Clr Suman Saha Cumberland Council; Clr Mohamad Hussein Cumberland Council; Community Leaders and Organisations; Media Representatives; Businesspeople and Dignified guests. Suprovat Sydney, the only Bangladeshi Community Newspaper in Australia (www.suprovatsydney.com.au), attended to cover the novel event.

Her excellency Margaret Beasely, spoke of the Islamic significance to the Australian fabric of society opening her speech in the language of the Gadigal People. As Mr David Hurley, His excellency highlighted in his letter , "Australia's great strength is our diversity." With the Prophet's mercy (Peace be upon him), extended throughout History, patience and peace are the core of Australian values in a society recovering from a global pandemic. Mr. Wissam Saad highlighted this, "Hardworking people bring success to such a beautiful event." And the Mawlid of 2022, post the covid challenges, was nothing less of a grand successful event.

The Grand Mawlid began with Dr. Sheikh Ibrahim El Shafie with an entourage of Sheikhs holding the relics of Prophet Muhammad (Peace be upon him).

The packed Olympic Stadium shook to the rhythm of the drumming of amazing children as the audience watched in awe anticipating the beginning of the celebration of the birth of Prophet Muhammad (Peace be upon him).

A spectacular blend of colour emerged from the dimmed lights, neon lights and the phone devices swaying in the air recording, shadows of moons on the walls alternating with the green balloons that filled the amphitheatre as the full stadium in unison chanted the salutations upon Prophet Muhammad (Peace be upon him). A grand introduction in the celebration of the best of all creations!

A spectacular way of life at that, the 13th Annual Multicultural Event organised under the patronage of Darulfatwa showcased the post-covid resilience of Australians and Muslims from all around the world. As Mr. Mohamad Mehio, President of Islamic Charity Projects Association (ICPA) addressed the invited distinguished guests in the VIP function, "ICPA is the forefront of moderation teachings, binding the community, bridging gaps to protect society from extremist ideologies." The VIP's MC Mr. Wissam Saad, Principal of Salamah College, welcomed dignified Sheikhs, Imams and Religious leaders,

The event's MC Mohab Saydawi began with a heart-warming welcome rich with metaphors emphasising the compassion of the Prophet (Peace be upon him). The Life story of Prophet Muhammad – A way of Life.

Sheikh Ahmad El Kheir subdued the excitement to a spiritual cleansing in his Qur'anic Recitation before children took to the stage in red, white, and green. "The Guide was born" echoed through the stadium in a heart stopping performance that made a full stadium chant in unison – A way of life. And the full stadium chanting in unison did not stop there, the audience were in-sync with Dr. Sheikh Ibrahim Elshafie as the magnificent crowd commemorated the birth of the Prophet (peace be upon him). "A surge of light piercing the darkness of time," the Muslim fabric of the Australian society showcased the teachings in the way of life that assisted all Australian Muslims in their resilience and recovery from a global pandemic.

One of the many highlights included 'The International Chanting Band. Malay began the performances, mesmerising the crowd with the purity in their voces "The noble and best of all creations" echoed through the stadium. The Bosnians chanted the name of "Allah" in a harmonious voice capturing a spiritual silence in the audience. The Australian band followed opening in a euphonious voice "He gave us all our identities." The crowd cheered loudly and passionately to "Let Him Lead" capturing the full Quay Centre audience in their love for the Prophet's way of life.

The Indonesian band followed in colours of red and white, against a backdrop of landscapes and greenery, brought the Indonesian Australians to their feet in "Poets are powerless to portray."
The Pakistani band ignited the whole stadium into a rhythmic beat in "How beloved is the one who took care of me."

The African band clapping rhythmically moving across the stage in the richness of the African culture captured the in-sync clapping of an energetic crowd shaking the stadium. Once the Sudanese entered on stage, "Diversity is Australia's greatest strength", came to life as the Australian Sudanese group start performing on the stage rejoicing their love for the Prophet and in the diversity of Australia's identity.

Iraq, the final performance of the international band left the audience clapping and swaying together engulfed in their spirituality to the purity of a clear voice chanting "Taha the best of all creations, love and obedience to gain his intercession." The International Band brought to the forefront the Way of Life of Prophet Muhammad (Peace be upon Him) uniting the Muslims from all parts of the world.

Dr Sheikh Ghanem Jaloul greets the Muslim community on this blessed occasion and he asks "Allah to return this blessed occasion upon our community while its state of affairs has advanced and prospered".

He said on the 12th of Rabi^ ul-'Awwal of every year, an honoured and glorified memory shines over the whole world, and is commemorated by the entire Muslim world. They celebrate the birth of the best human, our Master Muhammad (Peace be upon Him).

The Australian Islamic Chanting Band with world vocalist Mohammad Al Kheir soon entered the stage mesmerising the crowd. Phones recording swaying in the air, balloons floating high, arms in unison either swaying or clapping, a spectacular backdrop of mosques, the name of Prophet Muhammad (Peace be upon Him) echoing off the walls of the stadium, smoke and sparks filling the sides of the stage with beating drums shaking the stadium to its feet, a full crowd of strangers became one, under the umbrella of the Prophet's way of life. A mesmerising moment in time, full of joy, happiness, and new formed friendships in a love of the best of all creations.

Darulfatwa extends its appreciation to all community organisations contributing to the success of the evening,
The Grand Mawlid was a success, and it could not have been described better than Mr. Wissam Saad in is opening address, "You can go home and say WoW! That was Great!"

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

TWO NATIONAL CHAMPIONS CROWNED AT AMRS SMP RACE MEETING

National Champions were crowned in two categories at Round 5 of the Australian Motor Racing Series (AMRS), held at Sydney Motorsport Park on the weekend.

A clean sweep for Noah Sands in the Australian Formula 3 Championship was enough for the Gilmour Racing driver to open up an unassailable points advantage over his nearest rival, Trent Grubel and secure the title with one round remaining.

After qualifying on pole position, Sands spun on the first lap of Race 1 after being caught out by oil on the circuit, but fought his way back to the front of the field.

In Race 2, Sands slipped back to third at the start, but recaptured the lead with a breathtaking move around the outside of both Grubel and Ryan Astley into Turn 2. Race 3 was a similar story, Sands initially slotting into second behind Mitch Neilson before executing another pass around the outside at Turn 2.

"It's good to wrap up the championship a round early; we can go to the final round and just enjoy driving without any pressure," Sands said.

"Full credit to all the crew at Gilmour Racing – the car has been amazing all year. For me to get in a rookie and do this is amazing."

West Australian Grant Johnson won his third Australian Saloon Car title with a dominant victory in Sunday's 20-minute feature race, after winning three of the four heat races aboard his VT Commodore.

In the heat race Johnson didn't win, he started from pit lane due to a fuel pump problem but charged through the field to finish second behind Queenslander Brandon Madden (AU Falcon).

Madden finished runner-up in the final ahead of South Australian Scott Dornan (VY Commodore).

"It's been a big couple of weeks for us in the lead-up," an elated Johnson said.

"A big thank you to all the crew from Western Australia who helped us make the trip over this weekend, it's been a huge effort for us all to make the journey across."

Zac Loscialpo won a dramatic TA2 Muscle Car Series round, his maiden overall victory in the series.

Loscialpo did not win any of the three races but his trio of top-three finishes, combined with DNFs for Josh Haynes and Jett Johnson, were enough for Loscialpo to win the weekend overall.

It was a particularly costly weekend for the series leader Jett Johnson, who started the opening race at the rear of the field after an off-track excursion in qualifying and failed to finish Race 1 due to another mishap at Turn 1; Johnson recovered to finish Race 2 in fifth and won the last race despite a tangle with Race 1 and 2 winner Josh Haynes while the pair were fighting for the lead.

The weekend's third TA2 race was red-flagged and ultimately abandoned after a multi-car pileup that was created when Aaron Tebb was carted into a spin and collected head-on by several vehicles including Anthony Tenkate, Hayden Jackson and Michael Rowell.

Lachlan Ward won the first four Legend Car races for the weekend but some driveshaft damage ruled him out of Race 5, allowing Will Newell to take the win; however, problems earlier in the weekend for Newell compromised his points haul, allowing the consistent Scott Melville to take his maiden Legend Cars Australia round win from Ryan Pring and Shane Tate.

In the combined Stock Cars/Thunder Sports field, Brett Mitchell (OzTruck) and Scott Nind (ex-Xfinity Series Stock Car) each achieved two race victories in the Stock Cars class; the Thunder Sports race wins were shared between Jeremy Davidson (Mazda RX7), Peter Ryder (Nissan Silvia) and Josh Dowell (Ford Falcon).

The AMRS race meeting concluded with a 90 minute Series X3 NSW endurance race, which was won by Matthew Mosse-Robinson and Dion Scott, ahead of Connor Cooper and the father-and-son combination of Tony/Calvin Gardiner.

After a frenetic start to the race that saw multiple positional changes among the top six cars, Tony Gardiner was eventually able to build a buffer over his pursuers, but his father Calvin was not quite able to maintain his son's pace in the closing stint and was chased down by a fast-finishing Mosee-Robinson, who took over the car in a handy position after a solid opening stint from Scott.

The sixth and final round of the 2022 AMRS will be held at Winton Raceway, 19-20 November.

COPS ARE TOPS REPORT

Campsie Police visited the Lebanese Muslim Association (LMA)

Campsie Police Area Command has welcomed two probationary Constables to the Command. The officers attested from Class 355 at the NSW Police Academy, Goulburn on Friday 14th October 2022.

The officers will undertake 12 months of on-the-job training and complete the Associate Degree in Policing Practice by distance education with Charles Sturt University before being confirmed to the rank of Constable.

Wanted!

Police are appealing for public assistance to locate a male wanted on an outstanding warrant. Abdullah JAMA aged 24, is wanted by virtue of an outstanding warrant.

Officers from Campsie Police Area Command have been conducting inquiries into his whereabouts and are now appealing for public assistance.

The public is urged not to approach the male but if he is seen, please contact Triple Zero (000) immediately.

Anyone with information as to his whereabouts is urged to contact Campsie Police at 97849399 or Crime Stoppers: at 1800 333 000 or https://nsw.crimestoppers.com.au.

All information will be treated in strict confidence.

The public is reminded not to report crime via NSW Police social media pages. Please refrain from making derogatory and disparaging remarks.

A wanted man, Mark Horne!

NSW Police are re-appealing to the community for further information, as inquiries expand to include points of international departure to locate a man wanted for breaching his bail.

The 32-year-old was last known to have been on Coorabin Place, Riverwood, at about 6.15 am on Friday (21 October 2022), where it's believed he entered an unknown vehicle which was last seen heading westbound on the M5 Motorway.

Detectives from the Criminal Groups Squad, assisted by interstate and Commonwealth law enforcement partners, are conducting extensive searches and inquiries at airports and ports, as well as other transportation routes across NSW and Australia.

Their inquiries suggest Mark may be attempting to travel to Queensland to flee to Southeast Asia – and most likely by sea.

Anyone who sights Mark, or who has information about his whereabouts, is urged not to approach him, and to call Triple Zero (000) immediately.

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

সীরাতুন্নবীঃ সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ আদর্শ মুহাম্মদ (স.)

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউসুফ আলী

যদি প্রশ্ন করা হয়, পৃথিবীতে এমন একজনের নাম বলুন যার ভিতর রয়েছে সকল প্রকার ভাল গুণের সমাহার! যার প্রকাশ্য দিবালোকে করা এবং রাতের অন্ধকারে করা আমলের অনুসরণ করা যায়। অনেকেই বিশ্বে অনেক দিক দিয়ে খ্যাতি লাভ করেছেন। কিন্ত কেউ কি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন, আমার সবকিছুকে অনুসরণ করো? বিশ্বের নামী দামী ব্যক্তি যাদেরকে মানুষ রোল মডেল হিসেবে গ্রহণ করে থাকে, তাদের জনসম্মুখের কর্ম ও রাতের আধারে করা কর্ম এক নয়। আসমান-জমিন ফারাক। বিশ্বে একজনই ছিলেন যার সব কিছুকেই অনুসরণ করা যায়। তিনি হলেন বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ (স.)। শুধু মুসলমান নয়, অন্যান্য ধর্মের লোকেরাও এই স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছে।

মহানবী (স.)-এর উন্নত চরিত্র সারা বিশ্বে মানুষের কাছে দিবালোকের মতো পরিষ্কার। তার জীবনের সর্বত্রই রয়েছে অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় আদর্শ। তার চরিত্রের প্রশংসা করে স্বয়ং মহান আল্লাহপাক প্রবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন, নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রসুলের জীবনেই রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ (আল কুরআন)। অন্য জায়গায় আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, ইন্নাকা লাআলা খুলুক্বিন আজিম, অর্থাৎ নিশ্চয়ই আপনি মহান ও উন্নত চরিত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত (সূরা কলম: ৪)। খোঁজ নিলে দেখা যাবে বিশ্বের প্রায় প্রত্যেক মানুষই তার জীবনে কোন না কোন মানুষকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে। আমার একটা ছোট্ট প্রশ্ন হলো, মহানবী (স.) ছাড়া পৃথিবীতে এমন একটি মানুষও কি কেউ দেখাতে পারবেন যিনি জীবন চলার সব বিষয়ে পান্ডিত্য অর্জন করেছেন অথবা দিকনের্দেশনা দিয়েছেন? এর উত্তর কেউই দিতে পারবেন না। কারণ, কোন মানুষই আজ পর্যন্ত নিজেকে সার্বিক বিষয়ে মডেল বা আদর্শ দাবি করতে সক্ষম হননি। অথচ মহান আল্লাহ তায়ালা তাকে মডেল বা আদর্শ হিসেবে বিশ্ববাসীর কাছে পেশ করেছেন। আর তিনি কেয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানুষের জন্য মডেল বা অনুকরণীয় নমুনা। কোন কোন সাহাবী (যেমন আবু হুরায়রা রা.) এমন ছিলেন যারা হুজুর (স.)-এর পবিত্র মুখনিঃসৃত কথাগুলো সাথে সাথে লিখে রাখতেন অথবা মুখস্ত করে ফেলতেন। এতে অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম (রা.) কিছুটা আপত্তি করেন যে, তোমরা সব কথা লিখে রেখো না কারণ অনেক সময় মহানবী (স.) রাগের মাথায় অনেক কিছু বলে থাকতে পারেন। এতে মহানবী (স.) উত্তর দিলেন, না তোমরা সব কথায় লিখে রাখতে পারো, কারণ আমি রাগের বশবর্তি হয়ে কিছু বলি না, যা বলি মহান আল্লা'র পক্ষ থেকেই বলি। মহানবীর (স.) ব্যক্তিগত রাতের জীবন অর্থাৎ তিনি কিভাবে স্ত্রীদের সাথে ব্যবহার করেছেন সেটাও আমাদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ বা সুন্নত। জীবনের এমন কোন দিক নেই যে বিষয়ে তিনি দিক নির্দেশনা দেননি। হাতের নখ কাটা, মাথার চুল কাটা থেকে রাষ্ট্র চালানো পর্যন্ত সব বিষয়েই তিনি শুধু দিক নির্দেশনা দেননি, বরং তিনি তার জীবদ্দশায় তা বাস্তবায়ন

করে দেখিয়ে দিয়েছেন। তিনি একই সঙ্গে আদর্শ যুবক, আদর্শ শিক্ষক, আদর্শ পিতা, আদর্শ স্বামী, আদর্শ সমাজ সংস্কারক, আদর্শ রাষ্ট্র নায়ক; এক কথায় সর্ব দিক দিয়েই আদর্শ। তিনি জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সকল মানুষের শান্তি, নিরাপত্তা ও সুন্দরভাবে বাঁচার নিশ্চয়তা বিধান করেছে। এমনকি যদি কোন অমুসলিমের প্রতি জুলুম করা হয়, তাহলে স্বয়ং রহমাতুল্লিল আলামীন হুজুর (স.) জালেমদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে অভিযোগ করবেন বলে হাদিসে বর্ণিত আছে।

হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমি আমার ৮ বছর বয়স থেকে দীর্ঘ ১০ বছর যাবৎ মহানবী (স.)-এর খেদমত করেছি। এর মধ্যে আমি অনেক অন্যায় করেছি। কিন্তু দয়ার নবী কোন দিন এ কথা বলেননি, এ কাজ তুমি কেন করেছো অথবা একাজ তুমি কেন করোনি? তার পবিত্র বাণী বা হাদিস আজও আমাদের হৃদয়কে আন্দোলিত না করে পারে না। মানবতার মূর্তপ্রতিক, সর্বযুগের, সর্বকালের, সর্বশ্রেষ্ঠ মহা মানব হুজুর (স.) হতদরিদ্র ও নিঃস্ব মানুষের পাশে দাঁড়ানোর প্রতি উৎসাহ প্রদান করতে গিয়ে এরশাদ করেন, যদি কোন ব্যক্তি কোন বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান করবে আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাতের সবুজ বস্ত্র পরাবেন। যদি কেউ কোন ক্ষুধার্তকে খানা খাওয়ায় আল্লাহপাক তাকে জান্নাতের ফল খাওয়াবেন। আর যদি কেউ কোন পিপাসিতকে পানি পান করাবে মহান আল্লাহপাক তাকে জান্নাতের মোহরযুক্ত পানীয় পান করাবেন (আবু দাউদ, তিরমিজী)। গরীবদের প্রতি নবীর শিক্ষা, করো না ভিক্ষা; মেহনত করো সবে। তিনি এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ছোটদের স্নেহ করেনা, বড়দের সম্মান করে না এবং আলেম বা জ্ঞানী ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা করে না সে আমার উম্মতভুক্ত নয় (তারগীব: আহমাদ, হাকিম))। পিতামাতার অধিকার বর্ণনা করতে গিয়ে কড়া তাগিদ দিয়ে তিনি এরশাদ করেন, ওই ব্যক্তির নাক ধুলো-মলিন হোক, ওই ব্যক্তির নাক ধুলো-মলিন হোক, ওই ব্যক্তির নাক ধুলো-মলিন হোক, (আর এক হাদিসে মতে ধ্বংস হোক) যে তার মাতাপিতা অথবা উভয়ের একজনকে বার্ধক্যে পেল আর সে তাদের খেদমত করে নিজেকে জান্নাতে পৌঁছাইতে পারল না (মুসলিম) । আল্লাহর রসুল (স.) হুকুম দিয়েছেন, তোমরা শ্রমিকের মজুরি দিয়ে দাও তার গায়ের ঘাম শুকানোর আগেই। এটাই ইসলাম। এটাই নবীর শিক্ষা। এভাবেই কায়েম হতে পারে সমাজে শান্তি। অন্য কোন মতাদর্শে শান্তি আসতেই পারে না। মহানবীর (স.) জীবনের শেষ কথা ছিল এরকম: নামাজ, নামাজ। আর তোমাদের অধীনস্থদের (চাকর-নকর, কর্মচারী, খাদেম, কাজের লোক ইত্যাদি) ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো (আবু দাউদ)। এক হাদিসে তিনি বলেন, তোমরা পরস্পরের প্রতি হিংসাপোষণ করো না, নকল ক্রেতা সেজে আসল ক্রেতাকে ধোঁকা দিও না, ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ করো না, পরস্পর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না, একজনের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর অন্যজন ক্রয়-বিক্রয় করো না। আল্লাহর বান্দাগণ, তোমরা ভাই ভাই হয়ে থাক। মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তাকে জুলুম করতে পারে না, হীন জ্ঞান করতে পারে না এবং অপমান-অপদস্থও করতে পারে না। তাকওয়া এখানে থাকে। একথা তিনি তিনবার বলেন এবং বক্ষের দিকে ইশারা করেন। কোন ব্যক্তি খারাপ প্রমানিত হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলমান ভাইকে ঘৃণা করে, হীন মনে করে। বস্তুত প্রত্যেক মুসলমানের রক্ত (জীবন), ধন-সম্পদ, মান-সম্মান অন্য সব মুসলমানের জন্য হারাম (মুসলিম)।

আজকের এই সংকটময় সময়ে যখন সারা বিশ্বে শান্তি নিয়ে হাহাকার, তখন সর্বকালের, সর্বযুগের, সর্বশ্রেষ্ঠ মানব, কালজয়ী এক পুরুষ মহানবী (স.)-এর পবিত্র জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ আমাদের জন্য শ্রেষ্ঠ মডেল। তাই আসুন, আমরা সীরাতুন্নবীর এই দিনে দৃপ্ত শপথ নিই, নিজেকে নবীর রঙ্গে রঙ্গিন করি এবং সমাজের সর্বস্তরে তার আদর্শকে ছড়িয়ে দিই।

লেখক পরিচিতি

মৎস্য-বিজ্ঞানী ও অধ্যাপক, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, ভিজিটিং ফেলো ইউনিভার্সিটি অব নিউ সাউথ ওয়েলস, সিডনী প্রফেসর হিসাবে যোগদান: ২০১৩ সালে তিনি পূর্ণাঙ্গ প্রফেসর হন। অদ্যবধি।

পিএইচডি ডিগ্রি: ২০১৭ সালে তিনি অষ্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ড ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজিতে থেকে ফিস মলিকুলার জেনেটিক্স বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

মাস্টার্স ডিগ্রি: ২০০৯ সালে তিনি নেদারল্যান্ডের ওয়েগিনজেন, ফ্রান্সের এগ্রো প্যারিস টেক এবং নরওয়ের ইউনিভার্সিটি অব লাইফ সাইন্স থেকে যৌথভাবে ফিস ব্রিডিং এন্ড জেনেটিক্স বিষয়ে মাষ্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান: ২০০২ সালে প্রফেসর ইউসুফ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিশারিজ এন্ড মেরিণ রিসোর্স টেকনোলজী ডিসিপ্লিন থেকে অনার্স শেষ করার পর ওই একই ডিসিপ্লিনে প্রভাষক হিসাবে তার শিক্ষকতা জীবন শুরু করেন। অনার্স এবং মাষ্টার্স উভয় কোর্সেই তিনি প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।

*এ পর্যন্ত তার ৪০ টিরও বেশি গবেষণাপত্র বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

*অধ্যাপনার পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নাল এবং পত্র-পত্রিকাতে নিয়মিত প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখে থাকেন। বাংলাদেশ বেতারেও তিনি শিক্ষামূলক প্রোগ্রাম করে থাকেন।

* ইতোপূর্বে তার তিনশরও বেশি প্রবন্ধ স্থানীয় ও জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে।

অর্থনীতির গতি কোন দিকে?

৪-এর পৃষ্ঠার পর

গৃহায়ণ সেবাখাতেও অস্ট্রেলিয়ান সরকার এক উচ্চাভিলাসী পরিকল্পনা করেছে। শিক্ষাখাতে সরকারের বরাদ্দ এবার বিশেষভাবে বিশ্লেষকদের নজর কেড়েছে। আগামী পাঁচ বছর সময়কালে টেইফের মাধ্যমে ৪৮০,০০০ শিক্ষার্থীর কারিগরী শিক্ষার জন্য সর্বমোট ৮,৭২১.৭ মিলিয়ন ডলার খরচ করবে সরকার। এর মাধ্যমে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ পাবে বিপুল পরিমাণ জনগোষ্ঠী। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও আগামী বছরে ৪৮৫.৫ মিলিয়ন ডলার অনুদানের মাধ্যমে অতিরিক্ত ২০,০০০ শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষার সুযোগ করে দেয়ার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। ২০০ মিলিয়ন ডলার খরচ করা হবে দেশব্যাপী স্কুলপর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মানসিক সেবা, ভ্রমণ, ক্রীড়া ও সামাজিক অংশগ্রহণমূলক কর্মকান্ডের জন্য। স্কুলগুলোর অবকাঠামো উন্নয়নের জন্যও বাড়তি খরচ বরাদ্দ দেয়া হবে উল্লেখ করা হয়েছে এই বাজেটে।

অন্যদিকে মুদ্রাস্ফীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে নানা ক্ষেত্রে জরিমানার পরিমাণ বাড়ানোর ঘোষণা দেয়া হয়েছে। বর্তমান প্রতি পেনাল্টি ইউনিটের পরিমাণ ২২২ ডলার থেকে বাড়িয়ে করা হবে ২৭৫ ডলার, যার ফলে বৃদ্ধি পাবে সড়ক, কর সহ নানা ক্ষেত্রে প্রদেয় জরিমানার পরিমাণ। অস্ট্রেলিয়ান ট্যাক্সেশন অফিসকে এই বাজেটে বাড়তি ফান্ড বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যেন তারা কর ফাঁকি দেয়া ব্যক্তি ও সংস্থাগুলোকে চিহ্নিত করার কাজে বাড়তি ভূমিকা রাখতে পারে। ট্রেজারার আশা প্রকাশ করেছেন আগামী চার বছরে কর ফাঁকি চিহ্নিত করে বাড়তি ২.৮ বিলিয়ন ডলার আদায় করতে সক্ষম হবে দেশটির কর বিভাগ। বাজেটের সামগ্রিক পর্যালোচনায় নিয়মিত বেতন গ্রহণ করা অর্থ্যাৎ কোন না কোন কর্মসংস্থানে নিয়োজিত ব্যাক্তিদের জন্য খুব বেশি আশার কিংবা বাড়তি সুযোগের তেমন কিছু নেই বলে মন্তব্য করছেন অর্থনৈতিক বিশ্লেষকরা। যদিও সম্প্রতি সরকার সর্বনিম্ন বেতনের পরিমাণ কিছুটা বাড়িয়েছে, কিন্তু সবমিলে মুদ্রাস্ফীতি ও ক্রমবর্ধমান জীবনযাত্রার ব্যয়ের বিপরীতে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। চলতি বছরের ডিসেম্বরে যেখানে মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ শতকরা ৭.৭৫ শতাংশে পৌছবে বলে ধারণা করা হচ্ছে, গড়পড়তা বেতনের পরিমাণ একই সময়ে সমানহারে বাড়ছে না। বাজেটে পুর্বানুমান করা হয়েছে যখন মুদ্রাস্ফীতির হার কমে আসবে, ২০২৪ সালে তখন বেতনের পরিমাণ বাড়তে শুরু করবে।

সবমিলে বাজেট বক্তৃতায় ট্রেজারার সামগ্রিক অর্থনীতির জন্য খুব বেশি ইতিবাচক ও বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কথা বলেননি। বরং বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার প্রেক্ষিতে তিনি জিডিপি বৃদ্ধির হার এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধির হার কিছুটা ধীর থাকার কথা উল্লেখ করেছেন। তবে এই সংকটের মাঝেও লেবার সরকার তাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ও দীর্ঘমেয়াদী সামাজিক পরিকল্পনার প্রতি সংকল্পবদ্ধ থাকার প্রমাণ রেখেছে চলতি বছরের বাজেট পরিকল্পনায়। এখন দেখার বিষয় হলো এই বছরটিতে দেশটির সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে কিভাবে জীবনযাপন করতে যাচ্ছে সাধারণ জনগণ এবং বিশেষভাবে বাংলাদেশী প্রবাসীদের মতো অভিবাসী জনগোষ্ঠী।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper। সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, November-2022
Year-14

HEALTH

ABOUT BREASTFEEDING

Many mothers who breastfeed have some ups and downs at the start, and sometimes even after they get going. Don't give up unless you really want to; there is plenty of help available and most problems can be overcome.

Breastfeeding can be a special time for both mother and baby and it is good for the health of babies. Breast milk meets all the baby's nutritional requirements from birth to around 6 months. It is specially made for the baby and there are many nutrients in breast milk that are good for the baby but that are not found in formula milk.

Benefits

Breast milk is safe for babies, and easily digested.
It contains all the food and drink a baby needs for the first 6 months of life.
Together with other foods, it is very good for the next 6 months and into the second year.
It is always ready when the baby needs it.
A breastfed baby is less likely to get infections, allergies and many other diseases.
Breastfeeding helps with development of the jaw.
The baby may grow and develop better.
Breastfeeding reduces the risk of obesity in later life.

Breastfeeding is good for you too

It does not cost anything and does not take time to prepare.
It may be a way you and your baby can feel close to each other and help you develop a bond with your baby.
It helps your body return to normal more quickly after the birth.
It may give protection against some diseases (such as cancer of the breast or ovaries).

Breastfeeding help and support

Breastfeeding support and advice can be sought from other mothers and from a range of health professionals, including midwives, baby health nurses, Australian Breastfeeding Association counsellors, lactation consultants and doctors.

Australian Breastfeeding Association (ABA)

The Australian Breastfeeding Association offers mother-to-mother support and encouragement to breastfeed. The association also provides counselling from trained ABA counsellors, a newsletter, a library and other activities. ABA support is available in all states and territories of Australia.

The Australian Breastfeeding Association website is a good source of useful hints and information. One feature is information for fathers. It provides an email counselling service and links to other breastfeeding sites.

You can get more information from:

- Pregnancy, Birth and Baby on 1800 882 436.
- The Australian Breastfeeding Association's National Breastfeeding Helpline on 1800 686 268.
- Child and family health services provided by your state or territory's government.
- Parent helplines in your state or territory.
- Chat to a Tresilian nurse online.

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

এমাস্ট (AMUST) ব্যবস্থাপনা সম্পাদক জিয়া আহমেদের কন্যার বিবাহ-উত্তর সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

অস্ট্রেলিয়ার সুপরিচিত মুসলিম কমিউনিটি পত্রিকা অস্ট্রেলেশিয়ান মুসলিম টাইমস (এমাস্ট) এর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক জিয়া আহমেদের কন্যা মুবিনা আহমেদের সাথে ওয়াসিম আহমেদের বিবাহউত্তর সংবর্ধনা সম্প্রতি সিডনির একটি ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ৩ অক্টোবর ২০২২, রবিবার সন্ধ্যায় সিডনির এনসর পার্ক এলাকার ইডেন ভেন্যুর এ অনষ্ঠানে অস্ট্রেলিয়ান মুসলিম কমিউনিটির প্রথিতযশা ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

পাকিস্তানী বংশোদ্ভুত বর ওয়াসিম আহমেদ বর্তমানে পরিবেশ বিজ্ঞানে পিএইচডি গবেষণা করছেন। কনে মুবিনা আহমেদ বর্তমানে কৃতিত্বের সাথে মাস্টার্স শেষ করে ইসলাম ও সোশ্যাল মিডিয়া বিষয়ে উচ্চতর গবেষণার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এর পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন সামাজিক উদ্যোগে সক্রিয় অংশগ্রহণের কারণে সিডনির মুসলিম কমিউনিটিতে বেশ পরিচিত মুখ।

কনের পিতামহ মরহুম ড. কাজী আশফাক আহমেদ একজন বিদ্যোৎসাহী জ্ঞানসাধক হিসেবে অস্ট্রেলিয়ান মুসলিম কমিউনিটিতে দীর্ঘদিন ভূমিকা রেখেছিলেন। কৃতী এই মানুষটির পরিবারের সব সদস্যই নানাভাবে মুসলিম কমিউনিটির সেবায় কাজ করে যাচ্ছে। এর ফলে রবিবারের বিবাহ-উত্তর সংবর্ধনাটি হয়ে উঠেছিলো নানা দেশ, ধর্ম ও বৈচিত্র্যের প্রেক্ষাপট থেকে আসা অসংখ্য মানুষের বর্ণাঢ্য এক মিলনমেলা।

এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে অংশগ্রহণ করেন অস্ট্রেলিয়ার একমাত্র বাংলাভাষী পত্রিকা সুপ্রভাত সিডনির শুভাকাঙ্ক্ষী ও চার্লস স্টার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শিবলী সোহায়েল, প্রধান সম্পাদক আবদুল্লাহ ইউসুফ শামীম ও সম্পাদক ড. ফারুক আমিন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে টার্কিশ, উর্দু, হিন্দি, তামিল, নেপালী, বসনিয়ান, ইটালিয়ান, গ্রীকসহ বিভিন্ন ভাষার কমিউনিটি পত্রিকার প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন।

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হওয়া অনুষ্ঠানে বরের মাতা, কনের পিতামাতা এবং ভাইবোনদের শুভেচ্ছা বক্তব্য উপস্থিত বিপুল সুধীবৃন্দকে আনন্দিত করেছে। এছাড়াও অনুষ্ঠানে অভ্যাগতদের জন্য রাতের খাবার পরিবেশনের পর সকলের সম্মিলিত শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে এই বিবাহ-উত্তর সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper। সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, November-2022
Year-14

সিডনির ল্যাকেম্বা মোসল্লার

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

গত ১ অক্টোবর ২০২২ শনিবার ল্যাকেম্বা মুসল্লার ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা এক ব্যতিক্রম ধর্মী বনভোজনের আয়োজন করেন। সিডনির অদূরে নেপিয়ান ড্যামে এক নয়নাভিরাম পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয় এ বনভোজন। সকাল থেকে নির্ধারিত মুসল্লিরা তাদের পরিবার নিয়ে উপস্থিতি ছিলো উল্লেখযোগ্য।
সকালের নাস্তা ছিল অত্যন্ত মজাদায়ক ঘরে তৈরি চিকেন রোল এবং স্পেশাল চা। এরপর শুরু হয় ছেলে মেয়েদের পবিত্র কোরআন প্রতিযোগিতা, কুইজ, দৌঁড় ও হরিবঙ্গ। মহিলাদের জন্য ছিল মহিলা দ্বারা পরিচালিত মিউজিক্যাল চেয়ার ও বালিশ খেলা। পুরুষদের জন্য বাস্কেটবল। দিনভর এ আনন্দময় খেলাধূলায় বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত ছেলে মেয়ে অংশ নেয়।

Group: A - Sahil Tahmid, Jubayer Abdullah, Mohammed Ak, Abdullah Amin, Jayan Rahman, Abrar, Muaz Ahmed.

Group: B-Afia khandokar, Amina khandokar, Noushia, Ayesha siddika, Aayat, Aayat yousuf, Adeeva, Hajera, Maliha, Sara, Maryam Ferdous, Maryam Maimuna.

Group: C-Zarif, Zaber, Zarir, Abu Bakar, Abdullah, Muhammad khan, Muadh.

Group: D-Aisha Sharif, Afifat Rahman, Arshia, Hiba, Umara, Mahjooba yousuf, Farwa Haque.

Group: Mini-Yousuf khan, Yousuf Hasan, Omar, Azwad, Tazreem, UmayerUmayer, Abuzor, Abdullah Sharif, Safira, Mustaqeem, Mariem Amin, Tazreen, Mahdi Haque.

প্রতিটি দলের প্রতিটি প্রতিযোগির ভিতর ছিল অনেক স্বত:স্ফূর্তটা, আনন্দে সকলের চোখ ছিল জলজল। শরীয় গন্ডির ভিতর থেকে পর্যাপ্ত আনন্দ করে সকলেই অত্যন্ত খুশি। পর্দানশীল সম্ভ্রান্ত মহিলা মা বোন কারো আমোদের কমতি ছিল না। নামাজের পর খাবার, তার পর শুরু হয় পুরস্কার বিতরণী। বয়স, গ্রুপ ও ইভেন্টস ভেদে সুন্দর এবং আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রত্যেক বিজয়ীর হাতে তুলে দেন আয়োজকরা।

দুপুরের খাবার ছিল অসাধারণ। অত্যান্ত সুস্বাদু চিকেন রোস্ট, বীফ রেজালা, সালাদ ও পোলাউ। তারপর মিষ্টান্ন ছিল রানী ভোগ মিষ্টি ও চমচম, রকমারি কোমল পানীয়। চিকেন রোস্ট ও বীফ রেজালা ছিলো অসম্ভব প্রফেশনাল। খাবারের প্রশংসায় আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই ছিল পঞ্চমুখ।

দারুন টিম ওয়ার্ক, সহযোগিতা ও আন্তরিকতায় ছিল এ ধরনের একটি সফল ও পরিচ্ছন্ন বনভোজনের কারণ। পিকনিক বা বনভোজনে যেয়েও শরীয়তের সকল হুকুম আহকাম মেনে পুরো আমোদ বা ফুর্তি করা যায়, এটা আবারও প্রমাণিত হলো এ বনভোজনের উদ্দেগে।

বিশিষ্ট ইসলামী গবেষক ও লক্ষ মানুষের চোখের মনি জনাব এ বি এম শাহাবুদ্দিন (শাহাবুদ্দিন ভাই) 'র আশু রোগ মুক্তি কামনা করে দো'য়া পরিচালনা করেন প্রফেসর ইউসুফ।

আয়োজকদের মধ্যে ছিলেন অনেকেই। তার মধ্যে যাদের নাম উল্লেখযোগ্য -তার মধ্যে প্রধান হচ্ছেন : আরিফ খান। তার সাথে ছিলন জহিরুল ইসলাম, আবুল হাসনাত নাঈম, ডক্টর রাশেদুল হাসান, এনামুল হোসেইন, আব্দুল করিম প্রমুখ। ভবিষ্যতে আরো চমৎকার পরিকল্পনা নিয়ে বাস্তবায়নের চিন্তা ফিকির আছে বলে জানিয়েছেন উক্ত সফল পিকনিকের প্রধান টীম লিডার আরিফ খান।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper I সত্যের সাথে সব সময়

এক ব্যতিক্রমধর্মী বনভোজন

আরো ছবি পৃষ্ঠা-১৮

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper। সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, November-2022
Year-14

শহীদ পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন অস্ট্রেলিয়া বিএনপি নেতা হাবিবুর রহমান (হাবিব) প্রকৌশলী

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট :

গত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ বিএনপির গুলশান কার্যালয়ে সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠানে ৩১ জুলাই ২০২২ তারিখে ভোলায় পুলিশের গুলিতে শহীদ নূরে আলম ও শহীদ আব্দুর রহিমের পরিবারকে বিএনপির চেয়ারপার্সনের ব্যক্তিগত তহবিল ও দলীয় তহবিল থেকে ২০ লক্ষ টাকা এবং সাবেক ছাত্রনেতা ও অস্ট্রেলিয়া বিএনপি নেতা হাবিবুর রহমান (হাবিব) প্রকৌশল।

সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে স্কাইপে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মহাসচিব জনাব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

দেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনের অংশ হিসাবে, বিদ্যুৎ ও তেলের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে বিনপির শান্তিপূর্ণ সমাবেশে গত ৩১ জুলাই পুলিশের গুলিতে গুলিবিদ্ধ হয়ে, মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে তিনদিন পর ৩ আগস্ট কমফোর্ট হাসপাতালে শহীদ হন ভোলা জেলা ছাত্রদলের সভাপতি নুরে আলম এবং সেচ্ছাসেবক দলের নেতা আব্দুর রহিম পুলিশের গুলিতে ওই সমাবেশেই শহীদ হন। তাৎক্ষণিক ভাবে ওই শহীদ পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান দেশ নায়ক তারেক রহমান। তারেক রহমান তার ব্যক্তিগত তহবিল থেকে ১০ লক্ষ টাকা এবং বিএনপির ত্রাণ তহবিল থেকে আরো ১০ লক্ষ টাকা এবং হাবিবুর রহমান (হাবিব) ইঞ্জিনিয়ারের পক্ষ থেকে ২ লক্ষ টাকা বিএনপির গুলশান কার্যালয়ে শহীদ পরিবারের হাতে তুলে দেন বিএনপির সম্মানিত মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

সুপ্রভাত সিডনির সাথে হাবিব (ইঞ্জিনিয়ার) বলেন- "এই আন্দোলন দেশ রক্ষার আন্দোলন, এই আন্দোলন স্বাধীনতা- স্বার্বভৌমত্ব রক্ষার আন্দোলন। ১৯৭১ সালে আমরা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করেছিলাম, আজ স্বাধীনতার ৫০ বছর পর সেই গণতন্ত্র বিলুপ্ত হতে চলেছে। লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা অর্জন করেছি সেই স্বাধীনতা বিকিয়ে দিয়েছে এই নয়া লেন্দুপ দর্জি। সুতরাং, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল- "দেশ বাঁচাও মানুষ বাঁচাও" প্রতিপাদ্য নিয়ে যে আন্দোলনের ডাক দিয়েছে, সেই আন্দোলনে শরিক হওয়া দল মত নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের নৈতিক দায়িত্ব। সেই দায়িত্ববোধ থেকেই এই শহীদ পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর আমার ছোট্র প্রয়াস। আমি জানি এই অল্প ক'টি টাকায় তাদের কিছুই হবেনা, ফিরে পাবে না তাদের সেই হারানো মানুষ। শহীদদের আত্মা সেই দিনই শান্তি পাবে, যেদিন এই আন্দোলন সফল হবে; গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা পাবে।"

এছাড়াও পুলিশের গুলিতে নারায়ণগঞ্জ জেলা যুবদল নেতা জনাব শাওন প্রধান, মুন্সীগঞ্জ জেলা যুবদল নেতা জনাব শহিদুল ইসলাম শাওন ও বেনাপোল পৌরসভার ৩৭ নং ওয়ার্ড বিএনপি নেতা জনাব আব্দুল আলিমের পরিবারকে ৫০ হাজার টাকা করে অনুদান হাবিব বিএনপির ত্রাণ তহবিলে পৌছিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন- এই আন্দোলনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে কেন্দ্রের মাধ্যমে আমার সামর্থ অনুযায়ী আন্দোলনের শেষ দিন পর্যন্ত পাশে থাকার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করছি।

দেশে-বিদেশে যে যেখানেই থাকিনা কেন, প্রত্যেকের অবস্থান থেকে যদি আমরা এই আন্দোলনে শরিক হই বিজয় আমাদের সুনিশ্চিত ইনশাআল্লাহ।

সিডনির ল্যাকেম্বা মোসল্লার এক ব্যতিক্রমধর্মী বনভোজন

১৭ পৃষ্ঠার পর

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

একটি মৃত্যু ও অপ্রিয় সত্যি কথা

এম এ ইউসুফ শামীম

মহান স্রষ্টা আল্লাহ সুবনাহানাহু ওয়া তাআলা সকল প্রাণি বা জীবের মরণের ফায়সালা করে রেখেছেন। কে কোথায়, কিভাবে মারা যাবেন, সবই আমাদের রবের ইলমে নিহিত আছে। "সকল প্রাণিকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে" এটাই দল মত, ধর্ম ভেদে সকলেরই বিশ্বাস। আমার আপনার জীবন একটি আমানত , নির্দিষ্ট সময়মত সকলকেই এ আমানত ফেরত দিতে হবে। আল্লাহ পাকের দেয়া জীবনের পাই পাই হিসেবে দিতে হবে। এজন্য প্রতিটি মানুষকে সাবধানে চলাফেরা করার জন্য হুকুমও আছে। মন চায় চলাফেরা যেমন নিষেধ, ঠিক তদ্রুপ হুকুম মেনে চলার ভিতর খায়ের ও বরকত আছে। খায়ের আর বরকত অনেক সময় পাশ কাটিয়ে মন চায় জিন্দেগীতে শয়তানের ফাঁদে পড়ে সর্বস্ব হারায়।

ইদানিং আমাদের অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশী কমিউনিটিতে অকাল মৃত্যুর হার বেড়ে যাচ্ছে। বিগত পাঁচ বছরে যত অকাল মৃত্যু হয়েছে, বিগত ত্রিশ বছরে তা চোখে পড়েনি। কিন্তু কেন এ অপমৃত্যু ? কেন একের পর এক আমাদের কলিজার টুকরা সন্তানেরা জীবন হারাচ্ছে ? কেউ কি এ বিষয় নিয়ে ভেবে দেখেছি ? এ নিয়ে এখনই আলাপ, আলোচনা বা সেমিনার করার গুরুত্ব যেমনি অনেক, তেমনি আমাদের পিতা মাতাকেও আরেকটু সতর্ক হতে হবে। যদিও অনেক সময় বেড়ে উঠা ছেলে মেয়ে বাবা মায়ের কথা শুনতে চায়না, তবুও চেষ্টা করতে হবে। সঠিক কথাগুলো তাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করাতে হবে।

সম্প্রতি সিডনিতে এক বাংলাদেশী হাফেজ (১২) এর মৃত্যুতে গোটা কমিউনিটি স্তব্দ ! বাবা সিডনিতে প্রায় দুইযুগ ধরে আইটির একটি কোম্পানি পরিচালনা করেন। এক ছেলে ও এক মেয়ের সুখী সংসার। গ্র্যানভিলের মসজিদে নূরে হাফেজ হন ছেলেটি। স্কুল হলিডেতে ব্যাটসম্যান বে বেড়াতে যান আরো প্রায় আটটি দেশি পরিবারসহ। সমুদ্রের প্রচন্ড ঢেউ এসে সেই হাফেজকে মুহূর্তে টেনে নিয়ে যায়। অনেকেই মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে যার যার ছোট ছোট ছেলে মেয়েদেরকে তীরে উঠাতে পেরেছে। অনেকের মতে, সে এলাকা রেড জোন ছিল, হয়তো বেশি আবেগে পতাকা খেয়াল করা হয়নি।

অস্ট্রেলিয়ার বাংলাদেশী কমিউনিটির এ এক বিশাল ক্ষতি। একজন হাফেজ বানাতে বাবা মায়ের অনেক অনেক কষ্ট। হোম স্কুলিং করে হাফেজ বানানো হয়। স্থানীয় স্কুলের পড়া ও পাশাপাশি পড়তে হয়। অসম্ভব প্রতিভা বা ট্যালেন্ট না হলে এদেশে কেউ হাফেজ বা হাফেজা হতে পারেনা। গত ১১ অক্টোবর ২০২২ মঙ্গলবার মসজিদে নূরে জানাজার পর রকউড কবরস্থানে দাফন করা হয়। হাজারো মানুষের উপচে পড়া ভিড় শহীদের জানাজায় অংশ নিতে। শহীদের অনেক ক্লাস মেট ও তাদের বাবা উপস্থিত ছিলেন। যারা সাথে গিয়েছেন ব্যাটসম্যানবে, অনেকেই তাদেরকে দোষারপ করছেন শতভাগ গাফিলতির জন্যে। তবে আমরা বলবো, দায়িত্ব বা অসাবধানতার অভিযোগ নয় বরং আরেকটু সতর্কতা অবলম্বন করা আমাদের সকলের দায়িত্ব বলে মনে করি।

বাংলাদেশে মানবাধিকার চরম ভুলন্ঠিত নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার সহকারী প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর উদ্বেগ

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট:

অস্ট্রেলিয়ার সহকারী প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, অ্যাসিস্ট্যান্ট মিনিস্টার ফর ভেটেরান্স' অ্যাফেয়ার্স, এন্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট মিনিস্টার ফর রিপাবলিক ম্যাট থিসলেথওয়েট এমপি গুম, নির্যাতন ও রাজনৈতিক কর্মসূচিতে বাধা দেয়ার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনবারের প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মুক্তি এবং একটি সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের জন্য অস্ট্রেলিয়ার সরকারের ভূমিকা পালনের আশ্বাস দিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার ২০ অক্টোবর ২০২২ সিডনি শহরের মারুব্রাস্থ অফিসে বিএনপির একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে ম্যাট থিসলেথওয়েটের অনুষ্ঠিত বৈঠকে তিনি এ আশ্বাস দেন। বিএনপি নেতারা এসময় স্মারক লিপি পেশ করেন।

বিএনপি প্রতিনিধি দলে ছিলেন বিএনপি অস্ট্রেলিয়ার নেতা মোঃ মোসলেহ উদ্দিন হাওলাদার আরিফ, মোঃ কুদরত উল্লাহ লিটন, মোঃ মোবারক হোসেন, জুবাইল হক, স্বেচ্ছাসেবক দল সভাপতি এএনএম মাসুম, কামরুল ইসলাম শামীম (ইন্জিনিয়ার) , যুবদলের সভাপতি খাইরুল কবির পিন্টু, মৌহাইমেন খান চৌধুরী মিশু, মোহাম্মদ কামরুজ্জামান এবং স্বেচ্ছাসেবক বিষয়ক সম্পাদক পবিত্র বড়ুয়া। বিএনপি নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপট গুলো তুলে ধরে দলের পক্ষ থেকে একটি স্মারকলিপি হস্তান্তর করেন। স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের চেয়ারপার্সন তিন বারের নির্বাচিত সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম জিয়া সরকারের হিংসার শিকার হয়ে মিথ্যা ও বিদ্বেষমূলক মামলার মাধ্যমে হয়রানির শিকার হয়েছেন। জামিনযোগ্য মামলায়ও বিচার বিভাগ তার জামিন মন্জুর করেনি। একই সঙ্গে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান এবং তার স্ত্রীও এই স্বৈরাচারী আওয়ামী সরকারের নির্যাতন এবং মিথ্যা মামলার শিকার।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper। সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, November-2022
Year-14

কুনাই দারুসসালাম থেকে

ডা. ইমাম হোসাইন

খাদীজা বিনতু খুওয়াইলিদ (রা)

পূর্ব প্রকাশের পর

সেই সাথে বাড়তে থাকে খাদীজার দুশ্চিন্তা। তিনি ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে সব প্রতিকূল অবস্থার মুকাবিলা করেন। আল-ইসতিয়াব গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, 'মুশরিকদের প্রত্যাখান ও অবিশ্বাসের কারণে রাসূল (সা) যে ব্যথা অনুভব করতেন, খাদীজার কাছে এলে তা দূর হয়ে যেত । কারণ, তিনি রাসূলকে (সা) সান্ত্বনা দিতেন, সাহস ও উৎসাহ যোগাতেন। তাঁর সব কথাই তিনি বিনা দ্বিধায় বিশ্বাস করতেন। মুশরিকদের সকল অমার্জিত আচরণ তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে অত্যন্ত হালকা ও তুচ্ছভাবে তুলে ধরতেন।' (তাবাকাত-৩/৭৪০)

নবুওয়াতের সপ্তম বছর মুহাররম মাসে কুরাইশরা মুসলমানদের বয়কট করে। তাঁরা 'শিয়াবে আবু তালিবে' আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে খাদীজাও সেখানে অন্তরীণ হন। প্রায় তিনটি বছর বনী হাশিম দারুণ দুর্ভিক্ষের মাঝে অতিবাহিত করে। গাছের পাতা ছাড়া জীবন ধারণের আর কোন ব্যবস্থা তাদের ছিল না। স্বামীর সাথে খাদীজাও হাসি মুখে সে কষ্ট সহ্য করেন। এমন দুর্দিনে হযরত খাদীজা (রা) নিজের প্রভাব খাটিয়ে বিভিন্ন উপায়ে কিছু খাদ্য খাবারের ব্যবস্থা মাঝে মাঝে করতেন। তাঁর তিন ভাতিজা- হাকীম ইবন হিযাম, আবুল বুখতারী ও যুমুয়া ইবনুল আসওয়াদ— তাঁরা সকলে ছিলেন কুরাইশ নেতৃবর্গের অন্যতম। অমুসলিম হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা ভিন্নভাবে মুসলমানদের কাছে খাদ্যশস্য পাঠানোর ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন । একদিন হাকীম ইবন হিযাম তাঁর চাকরের মাধ্যমে ফুফু খাদীজার (রা) কাছে কিছু গম পাঠাচ্ছিলেন। পথে আবু জাহল বাধা দেয়। হঠাৎ আবুল বুখতারী সেখানে উপস্থিত হন।

তিনি আবু জাহলকে বললেন, এক ব্যক্তি তাঁর ফুফুকে সামান্য খাদ্য পাঠাচ্ছে, তুমি তা বাধা দিচ্ছ? (সীরাতু ইবন হিশাম-১/১৯২) নামায ফরয হওয়ার হুকুম নাযিল হয়নি, হযরত খাদীজা (রা) ঘরের মধ্যে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সেই প্রথম থেকেই নামায আদায় করতেন। (তাবাকাত-৮/১০) ইবন ইসহাক উল্লেখ করেছেন, একদিন আলী (রা) দেখতে পেলেন, তাঁরা দু'জন অর্থাৎ নবী (সা) ও খাদীজা (রা) নামায আদায় করছেন। আলী (রা) জিজ্ঞেস করলেন : মুহাম্মাদ, এ কি? রাসূল (সা) তখন নতুন দ্বীনের দাওয়াত আলীর কাছে পেশ করলেন এবং একথা কাউকে বলতে নিষেধ করলেন। (হায়াতুস সাহাবা-১/৭০) এ বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, উম্মাতে মুহাম্মাদীর (সা) মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত খাদীজা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে নামায আদায়ের গৌরব অর্জন করেন। আফীফ আল-কিন্দী নামক এক ব্যক্তি কিছু কেনাকাটার জন্য মক্কায় এসেছিলেন। হযরত আব্বাসের (রা) বাড়ীতে অবস্থান করছিলেন তিনি। একদিন সকালে লক্ষ্য করলেন, এক যুবক কাবার কাছে এসে আসমানের দিকে তাকালো। তারপর কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ালো। একজন কিশোর এসে তার পাশে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর এলো এক মহিলা। সেও তাদের দু'জনের পেছনে দাঁড়ালো। তারা নামায শেষ করে চলে গেল। দৃশ্যটি আফীফ কিন্দী দেখলেন। আব্বাসকে তিনি বললেন : 'বড় রকমের একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে।' আব্বাস বললেন : 'হ্যাঁ' তিনি আরো বললেন : 'এ নওজোয়ান আমার ভাতিজা মুহাম্মাদ ।' কিশোরটি আমার আরেক ভাতিজা আলী এবং মহিলাটি মুহাম্মাদের স্ত্রী।.... আমার জানামতে দুনিয়ায় তারা তিনজনই মাত্র এই নতুন ধর্মের অনুসারী।' (তাবাকাতঃ ৮/১০-১১)

ইবনুল আসীর বলেন, এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মার ইজমা হয়েছে যে, হযরত খাদীজা রাসূলুল্লাহর (সা) ওপর সর্বপ্রথম ঈমান আনেন। ইসলাম গ্রহণের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল পঞ্চাশ বছর । তাঁর ইসলাম গ্রহণের প্রভাব তাঁর পিতৃকুলের লোকদের ওপরও পড়ে । ইসলামের আবির্ভাবের সময় পিতৃকুল বনু আসাদ ইবন আবদিল উয্যার পনের জন বিখ্যাত ব্যক্তি জীবিত ছিলেন। তাঁদের দশজনই ইসলাম গ্রহণ করেন। অন্য পাঁচজন কাফির অবস্থায় বদর যুদ্ধে নিহত হন।

রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে পঁচিশ বছর দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করার পর নবুওয়াতের দশম বছরে দশই রামাদান পঁয়ষট্টি বছর বয়সে হযরত খাদীজা মক্কায় ইনতিকাল করেন। জানাযা নামাযের বিধান তখনো প্রচলিত হয়নি। সুতরাং বিনা জানাযায় তাঁকে মক্কার কবরস্তান জান্নাতুল মুয়াল্লায় দাফন করা হয়। হযরত নবী করীম (সা) নিজেই তাঁর লাশ কবরে নামান । (আল-ইসাবা : ৪/২৮৩)

হযরত খাদীজা (রা) ওয়াফাতের অল্পকিছুদিন পর রাসূলুল্লাহর (সা) বিশেষ হিতাকাঙ্খী চাচা আবু তালিব মারা যান। অবশ্য আল-ইসতিয়াবের একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, আবু তালিবের মৃত্যুর তিনদিন পর খাদীজা ইনতিকাল করেন। বিপদে-আপদে এ চাচাই রাসূলুল্লাহকে (সা) নানাভাবে সাহায্য করতেন। রাসূলুল্লাহর (সা) দুই নিকটআত্মীয়ের ওয়াফাতের কারণে মুসলিম উম্মাহ্র নিকট এ. বছরটি 'আমুল হুযন' বা শোকের বছর, নামে অভিহিত হয়েছে।

হযরত খাদীজা (রা) ছিলেন বহু সন্তানের জননী। প্রথম স্বামী আবু হালার ঔরসে হালা ও হিন্দ নামে দু'ছেলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবী হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। হিন্দ বদর মতান্তরে উহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন প্রাঞ্জলভাষী বাগ্মী। উটের যুদ্ধে আলীর (রা) পক্ষে শাহাদাত বরণ করেন। দ্বিতীয় স্বামী 'আতীকের ঔরসে হিন্দা নাম্মী এক মেয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনিও ইসলাম গ্রহণ করে সাহাবী হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। (শারহুল মাওয়াকিব, আল-ইসতিয়াব, হাশিয়া, সীরাতু ইবন হিশাম-১/১৮৭)

অবশ্য অন্য একটি বর্ণনা মতে প্রথম পক্ষে তাঁর তিনটি সন্তান জন্মলাভ করেন। দুই ছেলে- হিন্দ ও হারিস। হারিসকে এক কাফির কাবার রুকনে ইয়ামনীর নিকট শহীদ করে ফেলে। এক কন্যা যয়নাব। আর দ্বিতীয় পক্ষের কন্যাটির কুনিয়াত ছিল উম্মু মুহাম্মাদ । (দাখিরা-ই-মা'রিফ-ই-ইসলামিয়া)

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) পবিত্র ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন তাঁর ছয় সন্তান। প্রথম সন্তান হযরত কাসিম। অল্প বয়সে মক্কা শরীফে ইনতিকাল করেন। তাঁর নাম অনুসারে রাসূলুল্লাহর (সা) কুনিয়াত হয় আবুল কাসিম। মৃত্যুর পূর্বে তিনি হাঁটি হাঁটি পা পা করে হাঁটা শিখেছিলেন । দ্বিতীয় সন্তান হযরত যয়নাব। তৃতীয় সন্তান হযরত আবদুল্লাহ। তিনি নবুওয়াত প্রাপ্তির পর জন্মলাভ করেছিলেন, তাই তাইয়্যেব ও তাহির' লকব লাভ করেন। অল্প বয়সে ইনতিকাল করেন। চতুর্থ সন্তান হযরত রুকাইয়া। পঞ্চম সন্তান হযরত উম্মু কুলসুম। ষষ্ঠ সন্তান হযরত ফাতিমা (রা)। উল্লেখ্য যে, ইবরাহীম ছিলেন হযরত মারিয়ার গর্ভজাত সন্তান ।

হযরত খাদীজা (রা) সন্তানদের খুব আদর করতেন। আর্থিক সচ্ছলতাও ছিল। উকবার দাসী সালামাকে মজুরীর বিনিময়ে সন্তানদের দেখাশোনার জন্য নিয়োজিত করেছিলেন। হযরত নবী কারীমের (সা) পবিত্র স্ত্রীগণের মধ্যে হযরত খাদীজার স্থান সর্বোচ্চে । তিনি প্রথম স্ত্রী, চল্লিশ বছর বয়সে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে বিয়ে হয়। তাঁর জীবদ্দশায় নবী করীম (সা) আর কোন বিয়ে করেননি। হযরত ইবরাহীম ছাড়া রাসূলুল্লাহর (সা) সব সন্তানই তার গর্ভে পয়দা হয়েছেন।

উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজার ফজীলত ও মর্যাদা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। আমরা অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করি, আরবের সেই ঘোর অন্ধকার দিনে কিভাবে এক "মহিলা- নিঃসঙ্কোচে রাসূলুল্লাহর (সা) নবুওয়াতে বিশ্বাস স্থাপন করছেন। তাঁর মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ও সংশয় নেই। সেই ওহী নাযিলের প্রথম দিনটি, ওয়ারাকার নিকট গমন এবং রাসূলুল্লাহর (সা) নবী হওয়া সম্পর্কে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা- সবকিছুই গভীরভাবে ভেবে দেখার বিষয়। রাসূলুল্লাহর (সা) নবুওয়াত লাভের পূর্ব থেকে খাদীজা যেন দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিলেন— তিনি নবী হবেন। তাই জিবরাঈলের আগমনের পর ক্ষণিকের জন্যও তার মনে কোন রকম ইতস্ততঃভাব দেখা দেয়নি। এতে তাঁর গভীর দূরদৃষ্টি ও তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নবুওয়াত লাভের পূর্বে ও পরে সর্বদাই তিনি রাসূলুল্লাহকে (সা) সম্মান করেছেন, তাঁর প্রতিটি কথা বিশ্বাস করেছেন। পঁচিশ বছরের দাম্পত্য জীবনে মুহূর্তের জন্যও তাঁর মনে কোন প্রকার সন্দেহ দানা বাঁধতে পারেনি। সেই জাহিলী যুগেও তিনি ছিলেন পূতঃপবিত্র । কখনো মূর্তিপূজা করেননি। নবী করীম (সা) একদিন তাঁকে বললেন : 'আমি কখনো লাত-উযযার ইবাদত করবো না।' খাদীজা বলেছিলেন: লাত-উয্যার কথা ছেড়ে দিন। তাদের প্রসঙ্গই উত্থাপন করবেন না। (মুসনাদে আহমাদ-৪/২২২)।

নবুওয়াতে মুহাম্মাদীর (সা) ওপর প্রথম বিশ্বাস স্থাপনকারী এবং তাঁর সাথে প্রথম সালাত আদায়কারীই শুধু তিনি নন। সেই ঘোর দুর্দিনে ইসলামের জন্য তিনি যে শক্তি যুগিয়েছেন চিরদিন তা অম্লান হয়ে থাকবে। ইসলামের সেই সূচনা লগ্নে প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) পরামর্শ দাত্রী। রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে বিয়ের পর সমস্ত সম্পদ তিনি স্বামীর হাতে তুলে দেন। যায়িদ বিন হারিসা ছিলেন তাঁর প্রিয় দাস। তাকেও তিনি স্বামীর হাতে তুলে দেন। রাসূলুল্লাহ (সা) যায়িদকে বেশী ভালোবাসতেন, তাই তাঁকে খুশী করার জন্য তাকে আযাদ করে দেন।

মক্কার একজন ধনবতী মহিলা হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজ হাতে স্বামীর সেবা করতেন । একবার তিনি বরতনে করে রাসূলুল্লাহর (সা) জন্য কিছু নিয়ে আসছিলেন। হযরত জিবরীল (আ) রাসূলকে (সা) বললেন, 'আপনি তাঁকে আল্লাহ তা'আলা ও আমার সালাম পৌঁছিয়ে দিন।' (বুখারী)

হযরত রাসূলে করীম (সা) প্রিয়তমা স্ত্রী খাদীজার (রা) স্মৃতি তাঁর মৃত্যুর পরও ভোলেননি । তাঁর মৃত্যুর পর বাড়ীতে যখনই কোন পশু জবেহ হতো, তিনি তালাশ করে তাঁর বান্ধবীদের ঘরে ঘরে গোশত পাঠিয়ে দিতেন। হযরত আয়িশা বলেন: যদিও আমি খাদীজাকে (রা) দেখিনি, তবুও তাঁর প্রতি আমার ইর্ষা হতো। অন্য কারো বেলায় কিন্তু এমনটি হতো না। কারণ, নবী কারীম (সা) সবসময় তাঁর কথা স্মরণ করতেন।' মাঝে মাঝে হযরত আয়িশা (রা) রাসূলুল্লাহকে (সা) রাগিয়ে তুলতেন। রাসূল (সা) বলতেন : 'আল্লাহ আমার অন্তরে তাঁর ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন ।'

হযরত খাদীজার (রা) ওয়াফাতের পর তাঁর বোন হালা একবার রাসূলে কারীমের (সা) সাথে সাক্ষাৎ করতে আসলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর কণ্ঠস্বর শুনেই বলে উঠলেন 'হালা এসেছো'? রাসূলুল্লাহর (সা) মানসপটে তখন খাদীজার স্মৃতি ভেসে উঠেছিল । আয়িশা (রা) বলে ফেললেন, 'আপনি একজন বৃদ্ধার কথা মনে করছেন যিনি মারা গেছেন।

আল্লাহ তার চেয়ে অনেক উত্তম স্ত্রী আপনাকে দান করেছেন।' জবাবে নবী কারীম (সা) বললেন : 'কক্ষনো না। মানুষ যখন আমাকে মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছে, সে তখন আমাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে। সবাই যখন কাফির ছিল, তখন সে মুসলমান। কেউ যখন আমার সাহায্যে এগিয়ে আসেনি, তখন সে আমাকে সাহায্য করেছে। তাঁর গর্ভেই আমার সন্তান হয়েছে।' আমরা মনে করি হযরত খাদীজার মূল্যায়ন এর চেয়ে আর বেশী কিছু হতে পারে না।

হযরত খাদীজার ফজীলাত সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে এসেছে : ধরাপৃষ্ঠের সর্বোত্তম নারী মরিয়ম বিনতু ইমরান ও খাদীজা বিনতু খুওয়াইলিদ। হযরত জিবরাঈল (আ) বসে আছেন রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে। এমন সময় খাদীজা আসলেন। জিবরাইল (আ) রাসূলুল্লাহকে (সা) বললেন, 'তাঁকে মণি-মুক্তার তৈরী একটি বেহেশতী মহলের সুসংবাদ দিন। (বুখারী)

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

অস্ট্রেলিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় তিন বাংলাদেশী নিহত

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

ক্যানবেরার পশ্চিমাঞ্চলে কপিনস ক্রসিং রোড ক্রসিং দুর্ঘটনায় ১৬ অক্টোবর রবিবার ২০২২ বিকেলে তিন বাংলাদেশি পর্যটক নিহত হয়েছেন। নিহতরা হলেন , শহীদ (৬১) এবং খান (৫৪) রনি (২১)। আহত চালক আইসিউতে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। নিহত তিনজনই ট্যুরিস্ট ভিসায় অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশি নাগরিক। হতাহত তিনজন হল একটি লাল টয়োটা হ্যাচব্যাকের যাত্রী এবং হ্যাচব্যাকের চালক এবং একটি সাদা টয়োটা চালককে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ।

তদন্ত চলছে, এবং করোনার জন্য একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হচ্ছে। ২০২২ সালের জন্য ACT রোডে মৃত্যুর সংখ্যা ১৭ এ নিয়ে আসে। যে কেউ ড্যাশক্যাম ফুটেজ আছে বা রবিবার দুপুর ২.৪৫টার আগে হুইটলাম এলাকায় রবিবারের দুর্ঘটনায় জড়িত দুটি গাড়ির যে কোনো একটিকে প্রত্যক্ষ করেছেন তাদের ক্রাইম স্টপারদের ১৮০০ ৩৩৩ ০০০ নম্বরে বা ক্রাইম স্টপারস ACT ওয়েবসাইটের মাধ্যমে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

পুলিশ নিশ্চিত করেছে যে দুর্ঘটনায় নিহত তিনজন পর্যটক ভিসায় অস্ট্রেলিয়ায় থাকা বাংলাদেশি নাগরিক। উভয় চালক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন, গাড়ির চালকের অবস্থা আশঙ্কাজনক। গাড়ি থেকে চারজন প্রাপ্তবয়স্ককে সরাতে "jaws of life" ব্যবহার করতে হয়েছিল। চালক, রাশেদ (২০)কে ক্যানবেরা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে তিনি গুরুতর অবস্থায় আইসিইউতে রয়েছেন।

'কিছু মৃত্যু অগ্রহণযোগ্য। হঠাৎ কিছু অপ্রস্তুত খবরে সবকিছু থেমে যায়। আমার খালাতো বোন রনিসহ আমার শ্যালক মারা গেছেন এবং বড় ভাই ডাঃ রাশেদ আইসিইউতে আছেন তার জন্য দোয়া করবেন যাতে আল্লাহ তাকে রক্ষা করেন,' একজন আত্মীয় ফেসবুকে পোস্ট করেছেন।আল্লাহ সবাইকে বেহেশত নসীব করুন।'

আরেকজন আত্মীয় আবদুল্লাহ সরকার বলেন, তার চাচা শহীদ তার দোকানে একজন নিয়মিত গ্রাহক ছিলেন এবং ডেইলি টেলিগ্রাফকে বলেন, খবরটি পুরো পরিবারের জন্য একটি 'বিশাল ধাক্কা'। টয়োটা ভ্যানের চালককেও গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

'এটি একটি চলমান তদন্ত, আমরা এই পর্যায়ে অনুমান করব না, তবে কম গতির মানে হল মানুষ রাস্তায় নিরাপদ,' গোয়েন্দা সুপারিনটেনডেন্ট মিক ক্যালাটজিস বলেছেন।

কপিনস ক্রসিং রোড একটি 'পরিচিত ক্র্যাশ স্পট' স্থানীয়দের মতে যারা অন্তত এক দশক ধরে রাস্তাটি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

ওয়েস্টন ক্রিক কমিউনিটি কাউন্সিলের বিল গ্রেমেল সংবাদ সংস্থা এবিসিকে বলেছেন যে জায়গায় সংঘর্ষটি ঘটেছে, সাইনেজটি অস্পষ্ট, এটি একটি নির্মাণ ট্র্যাক প্রায় একটি ধমনী রাস্তা হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।'ওডেন, ওয়েস্টন ক্রিক, মোলংলো থেকে বেলকনেনের পশ্চিম অংশে যাওয়ার মধ্যে এটি প্রধান সংযোগ সড়ক, এতে বেশ কিছু ট্র্যাফিক রয়েছে।

আইপিডিসি বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

গত ৮ অক্টোবর ২০২২ শনিবার সকালে অস্ট্রেলিয়ায় ইসলামিক প্র্যাকটিস এন্ড দাওয়াহ সার্কেল (আইপিডিসি) এর বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ভিক্টোরিয়া স্টেটের রাজধানী মেলবোর্নের পশ্চিম অঞ্চলের টোটেনহাম এলাকায় অস্ট্রেলিয়া লাইট ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

সকাল দশটায় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে উদ্বোধনী সভার সূচনা হয়। ব্রিসবেনের স্ল্যাকস ক্রিক মসজিদের ইমাম শায়খ আকরাম বকস এ সময় সুরা ক্বাফ থেকে তেলাওয়াত করেন। আইপিডিসির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের উপস্থাপনা ও পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অধিবেশনের সুচনা করেন সংগঠনটির কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. রফিকুল উসলাম।

অনুষ্ঠানে আরো ভিডিও বক্তব্য প্রদান করেন ফেডারেল মিনিস্টার ফর আর্লি চাইল্ডহুড এডুকেশন ড. এন আলী এমপি, ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার সিনেটর ফাতিমা প্যামেন, নিউ সাউথ ওয়েলসের সিনেটর ডেভিড শুব্রিজ এবং এনএসডব্লিউ বিরোধী দলীয় নেতা ক্রিস্টোফার মিনস এমপি ।

ক্তব্য রাখেন ফেডারেল মিনিস্টার ফর আর্লি চাইল্ডহুড এডুকেশন ড. এন আলী এমপি, ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার সিনেটর ফাতিমা প্যামেন, নিউ সাউথ ওয়েলসের সিনেটর ডেভিড শুব্রিজ, ভিক্টোরিয়ান লেজিসলেটিভ এসেম্বলির সদস্য সারা কনোলি এমপি, অস্ট্রেলিয়ার গ্র্যান্ড মুফতি ড. ইবরাহিম আবু মোহাম্মদ, ভিক্টোরিয়ান মাল্টিকালচারাল কমিশনের চেয়ার ভিভ নুয়েন এএম, সিনেটর জেনেট রাইসের প্রতিনিধি এবং অস্ট্রেলিয়ান গ্রিনস নেতা বার্নাডেট টমাস। এছাড়া অনুষ্ঠানে ভিডিও বার্তা পাঠিয়ে শুভেচ্ছা জানান ভিক্টোরিয়ার মাল্টিকালচারাল এফেয়ার্স মিনিস্টার রস স্পেন্স এমপি এবং প্রাক্তণ সিনেটর লী রিয়ানন।

এছাড়াও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইমাম কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট শায়খ শাদী আল সুলাইমান, এমসিসিএ চেয়ারম্যান ড. আকতার কালাম, বোর্ড অফ ইমামস ভিক্টোরিয়ার প্রতিনিধি ইমাম নাওয়াজ সালিম এবং ইমাম মোস্তফা সারাকিবি, ইসলামিক কাউন্সিল অফ ভিক্টোরিয়ার প্রেসিডেন্ট আদিল সালমান, টার্নেইট এলাকার লেবার পার্টি নেতা ডাইলান উইট প্রমুখ।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper। সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, November-2022
Year-14
22

সিডনি থেকে নিয়মিত ইসলামিক লেখা

লেখক: মাওলানা মুহাম্মদ নজরুল-ইসলাম আলফারুক

ঈমান ও মুমিন এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ:

الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله ، أما بعد:

ইবনে-মাজাহ # 65 এ বর্নিত রাসুলুল্লাহ সাঃ এর নিম্নোক্ত হাদীছে এবং রাসুলের প্রদত্ত "ঈমান" এর সজ্ঞা বা অর্থ অনুযায়ী: ঈমান অর্থ "বিশ্বাস" নয় এবং কোনো "অন্ধ-বিশ্বাস" তো একেবারেই নয়। "বিশ্বাস" এর আরবী শব্দ হচ্ছে "আক্বীদা" বা "এতেক্বাদ"; আরবী শব্দ "ঈমান" এর বাংলা শাব্দিক অর্থ হচ্ছে "নিরাপদ করা"। ঈমান এর সজ্ঞায় রাসুলুল্লাহ সাঃ এর নিম্নোক্ত হাদীছে ইহা স্পষ্ট যে: "পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সত্যমিথ্যায় জড়িত বিভিন্ন ও বিপরীতমুখী তথ্য/ইনফরমেশন আহরণ করে, মস্তিষ্কে জমা করে, হৃদয়ের-বিবেক (قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا :Hazz/22: 46) দিয়ে তা তুলনামূলক বিশ্লেষণ এর মাধ্যমে সত্যকে/সঠিকটাকে জানা, বুঝা ও নির্ধারণ করার মাধ্যমে বিশ্বাস করা" হচ্ছে "ঈমান" এর তিনটি অংশের/স্তরের একটি বা প্রথম অংশ/স্তর মাত্র।

কেননা, রাসুলুল্লাহ সাঃ "ঈমানের" সজ্ঞায় বলেছেন:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْإِيمَانُ مَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ، وَقَوْلٌ بِاللِّسَانِ، وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ». -{إبن ماجة # 65 ؛ باب\9: في الإيمان ؛ معجم إبن الأعرابي (المتوفى: 340هـ) # 1576 ، باب الدال ؛ المعجم الأوسط للطبراني (المتوفى: 360هـ) # 6254 ، باب من اسمه: محمد}.

রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন: "ঈমান হলো: ক্বলব (অন্তর বা হৃদয়) দ্বারা জানা এবং (/এর অবস্থা হচ্ছে সর্বাত্ত্বক-সাধ্যানুযায়ী) জিহ্বা দ্বারা বলা এবং (/এর অবস্থা হচ্ছে সর্বাত্ত্বক-সাধ্যানুযায়ী) বিধিবিধান দ্বারা আমল করা" -(ইবনে মাজাহ # 65, আধ্যায়/9: ঈমান)।

নিম্নে বর্ণিত ঈমান/إيمان শব্দের শাব্দিক অর্থ অনুযায়ী এবং কোরআন-হাদীছে বর্ণিত ঈমানের ব্যখ্যা অনুযায়ী ও এ হাদীছের স্পষ্ট অর্থ অনুযায়ী, এ হাদীছে "এবং/واو" সম্মন্ধ-সূচক অব্যয়টি প্রকৃতপক্ষে পুর্ববর্তী "ঈমান/ايمان" শব্দের "অবস্থা/حَالِيَة" সম্পর্কে বর্ণনা করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। যেমনিভাবে, পবিত্র কোরআনের অনেক আয়াতে আল্লাহ বলেছেন: ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ... "যারা ঈমান এনেছে এবং (/এর অবস্থা হচ্ছে) আমলে-ছালেহ (অর্থাৎ কল্যানকর-কাজ) করেছে" -(আছর/103: 3; বাকারা/2: 25, 82, 277; ইত্যাদি), ঐ সকল আয়াতেও "এবং/واو" সম্মন্ধ-সূচক অব্যয়টিও প্রকৃতপক্ষে পুর্ববর্তী "আমানু/آمَنُوا অর্থাৎ ঈমান/ايمان" শব্দের "অবস্থা/حَالِيَة" সম্পর্কে বর্ণনা করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং ঐ সকল আয়াতের সঠিক অর্থ হচ্ছে: "যারা ঈমান-এনেছে -{অর্থাৎ যারা (নিজেদেরকে ও অন্যান্যদেরকে, দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় অকল্যাণ হতে) নিরাপদ (করতে চেষ্টা) করেছে}-, তাঁদের প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে, তাঁরা (সর্বদা) আমলে-ছালেহ (অর্থাৎ কল্যানকর-কাজ) করেছে"।

অতএব, উল্লেখ্য এ হাদীছের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা হচ্ছে, রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন: "ঈমান (অর্থাৎ নিরাপদ-করা) হচ্ছে: ক্বালব (অর্থাৎ হৃদয় বা অন্তর এর আক্বল অর্থাৎ বিবেক) দ্বারা জানা -{অর্থাৎ হৃদয় এর বিবেক/আকল (intellect) কে ব্যবহার করে ইসলামী আকীদা/বিশ্বাস ও বিধি-বিধান সমূহকে জানা; অর্থাৎ পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সত্যমিথ্যায় বিজড়িত বিভিন্ন ও বিপরীতমুখী-দন্ধময় তথ্য/ইনফরমেশন আহরণ করে মস্তিষ্কে জমা করে, হৃদয়ের বিবেক অর্থাৎ আক্বল দ্বারা (قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا : হজ্ব/22: 46) ইহাকে (অর্থাৎ মস্তিষ্কে জমাকৃত তথ্য বা ইনফরমেশন কে) তুলনামূলক বিশ্লেষণ এর মাধ্যমে সত্যিকার বিষয়কে জেনে-বুঝে হৃদয়ঙ্গম/বিবেকময় বা আক্বলময় করে সে বিষয়কে বিশ্বাস করা, (কোনো প্রকারের অন্ধ বিশ্বাস দ্বারা নয়)}- এবং এর {(অর্থাৎ এ সত্যিকার-বিষয়কে জানা ও বিশ্বাস এর) বাহ্যিক ও বাস্তব)} অবস্থা হচ্ছে (সর্বাত্মক সাধ্যানুযায়ী) জিহ্বা (বা মুখ) দ্বারা (এ ইসলামী সত্যিকার আক্বীদা/বিশ্বাস ও বিধি-বিধান সমূহকে) বলা, এবং এর {(অর্থাৎ এ ইসলামী বিধিবিধান কে মুখ দ্বারা বলা এর) প্রকৃত বা সঠিক) অবস্থা হচ্ছে (সর্বাত্ত্বক-সাধ্যানুযায়ী) এ (ইসলামী) বিধি-বিধান সমুহ দ্বারা কাজ করা -{এর মাধ্যমে নিজেকে ও অন্যদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় অকল্যাণ হতে (যথাসাধ্য) নিরাপদ-করার জন্য চেষ্টা করা; কেননা রাসুলুল্লাহ সাঃ মুমিনের সজ্ঞায় বলেছেন: وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ মুমিন হচ্ছে সে যার থেকে মানুষদের জান-মাল নিরাপদ থাকে -নাসায়ী # 4995; মাসনাদে-আহমাদ # 8931}-"। -(ইবনে মাজাহ # 65, আধ্যায়/9: ঈমান)।

ঈমানের সজ্ঞায় রাসুলুল্লাহ সাঃ এর এ হাদীছে (ইবনে-মাজাহ # 65) উল্লেখিত ক্বালব বা হৃদয় সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেন: قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا "তারা ক্বালব অর্থাৎ হৃদয় সমুহের দ্বারা আক্বল বা বিবেক খাটিয়ে (সত্য/সঠিক-বিষয়কে) জানে ও বুঝে (বা জানা-বুঝার চেষ্টা করে)" -সুরা হজ্ব/22: 46।

এ আয়াত অনুযায়ী, ক্বালব, অন্তর বা হৃদয় এর অপর নাম হচ্ছে আক্বল বা বিবেক যার কাজ হচ্ছে: পঞ্চ-ইন্দ্রিয় (অর্থাৎ চক্ষু, কর্ন, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক) এর মাধ্যমে সংগৃহীত সত্যমিথ্যায় জড়িত বিভিন্ন ও বিপরীতমুখী-দন্ধময় তথ্য/ইনফরমেশন যা মস্তিষ্কে (অর্থাৎ brain এ) জমা করা হয়, মস্তিষ্কের সেই সত্যমিথ্যায় জড়িত বিভিন্ন তথ্য/ইনফরমেশ কে হৃদয়/ক্বালব (অর্থাৎ heart) দিয়ে গভীর ধ্যানের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে সত্য/সঠিক-বিষয়কে জানা, বুঝা ও নির্ধারণ করা।

কারণ যখন সত্যমিথ্যায় জড়িত বিভিন্ন ও বিপরীতমুখী-দন্ধময় জ্ঞানকে বিশ্লেষণ করে সত্য/সঠিক-বিষয়কে জানা, বুঝা ও নির্ধারণ করার চেষ্টা করা হয়, তখন হৃদয়ের অর্থাৎ হার্টের রক্তপ্রবাহের কাজ বেড়ে যায়।

এজন্যই অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেছেন: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا "তারা কি কোরআনকে গবেষণা করবে না? না তাদের অন্তর/ক্বালব বা হার্ট সমুহ তালাবদ্ধ?" -(সুরা মুহাম্মদ/47: 24)।

এ আয়াতও প্রমান করে, সত্য/সঠিক-বিষয়কে জানা, বুঝা ও নির্ধারণ করার জন্য অন্তর/ক্বালব বা হৃদয় এর কাজ হচ্ছে: "পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সংগৃহীত মস্তিষ্কের সত্যমিথ্যায় জড়িত বিভিন্ন তথ্য/ইনফরমেশন কে গবেষণা ও বিশ্লেষণ করে সত্য সঠিক-বিষয়কে জেনেবুঝে নির্ধারণ করা " ; অন্যথায় হৃদয়ের অর্থাৎ হার্টের রক্তপ্রবাহের সঠিক-কাজকে না করার জন্য সেই হার্টকে/হৃদয়কে বা বিবেককে তালাবদ্ধ হিসেবে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন।

তাই, আল্লাহর অন্য আয়াত অনুযায়ী তখন সে হয় অসুস্পুর্ন-বিবেকী বা বিবেকহীন পশুদের মতো; কেননা আল্লাহ বলেন: أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا "আপনি কি মনে করেন যে, তাদের অধিকাংশ -(দন্ধমুলক বিষয়ে সত্যকে বুঝা ও নির্ধারণ করার জন্য জীবনের সার্বিক ক্ষেত্রে বিশেষ করে দীনী/প্রাকৃতিক বিষয়ে, নয় শুধু দুনিয়াবি/বস্তু-সম্পৃক্ত বিষয়ে)- শোনে অথবা আক্বল অর্থাৎ বিবেক খাটায় ? (না, বরং) তারা তো চতুস্পদ জন্তুর মত; বরং আরও পথভ্রান্ত" -(সুরা ফোরকান/25: 44)।

আরবি শব্দ আক্বল/عقل এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে: মুক্ততা থেকে কোনো কিছুকে (যেমন উটকে রশি দিয়ে) "বাঁধা/ربط" (binding/tying)। তাই, ক্বালব বা হৃদয়ের "বিবেক/intellect" কে আক্বল বলার কারণ হচ্ছে: হৃদয়/ক্বালব দিয়ে মস্তিষ্ক/brain এর সত্য মিথ্যায় বিজড়িত বিভিন্ন তথ্য (information/خبر) কে (বিশেষ করে দন্ধমুলক তথ্যকে/বিষয়কে) গভীর ধ্যান, গবেষণা ও বিশ্লেষণ এর মাধ্যমে সত্য-সঠিকটিকে বুঝে নির্ধারণ করা বা "বাঁধা" (binding/ربط)।

ঈমানের সজ্ঞায় রাসুলুল্লাহ সাঃ এর উপরোল্লেখিত হাদীছ (ইবনে মাজাহ # 65) এ শুধুমাত্র অন্তরের দ্বারা জানা বা বিশ্বাস এর নাম যে ঈমান নয়, এর সমর্থনে নিম্নোক্ত হাদীছে ওয়াকী রহঃ বলেন:

أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبَّاسٌ - الْوَرَّاقُ، قَالَ: سَمِعْتُ وَكِيعًا، يَقُولُ: " الْجَهْمِيَّةُ تَقُولُ: الْإِيمَانُ مَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ، فَمَنْ قَالَ: الْإِيمَانُ مَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ يُسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابَ، وَإِلَّا ضُرِبَتْ عُنُقُهُ ". -{ السنة : لأبي بكر بن الخَلّال البغدادي الحنبلي (المتوفى: 311هـ) # 1773 ؛ باب ذكر الجَهمية ومقالاتهم، أعداء الله الكفار}.

"জাহমীয়াহ গ্রুপ বলে "ঈমান হলো (শুধুমাত্র) হৃদয়ের বা অন্তরের দ্বারা জানা -(অর্থাৎ, অন্তরের বিশ্বাস"; কিন্তু ইবনে মাজাহ # 65 তে বর্নিত রাসুলুল্লাহ সাঃ এর উপরোল্লেখিত হাদীছ অনুযায়ী জাহমীয়াহ্দের ঈমান সম্পর্কে এ সজ্ঞা বা ব্যাখ্যা সম্পুর্ন ভুল)-; তাই, যে কেউই বলবে: ঈমান হলো, (শুধু) অন্তরের দ্বারা জানা বা বিশ্বাস, তাকে তাওবা করতে বলা হবে; অতঃপর যদি সে তাওবা না করে, তাহলে তাকে হত্যা করা হবে। -(কেননা সে মুসলিম পরিচয় দিয়ে, ইসলামের মৌলিক বিষয়ের বিকৃত ব্যাখ্যা করে ইসলামকে বিকৃত করছে ; যেথায় শুধুমাত্র অন্তরের বিশ্বাসকে ঈমান নাম দেয়ায় মানব সমাজে অন্যায়, অত্যাচার ও অশ্লীলতায় উৎসাহ দিয়ে মানবসমাজকে শয়তানি-সমাজে প্রতিষ্ঠিত করায় উৎসাহিত করছে। কারণ শয়তানের অন্তরের বিশ্বাস/আকীদা ১০০% সঠিক, কিন্তু আমল খারাপ হওয়ায় নিজে শয়তান হয়ে অন্যদেরকেও শয়তানি কাজে উৎসাহিত করছে!!)-।" -{আস-সুন্নাহ: আবু বকর ইবনে খাল্লাল বাগদাদি (মৃত্যু: 311 হিজরী) # 1773; অধ্যায়: আল্লাহর দুশমন কাফের জাহমীয়া সম্প্রদায় ও তাদের রচনাবলী}।

অতএব, ইবনে-মাজাহ # 65 এ রাসুলুল্লাহ সাঃ এর উপরোল্লেখিত হাদীছে, রাসুলের প্রদত্ত "ঈমান" এর সজ্ঞা বা অর্থ অনুযায়ী, ঈমান অর্থ বিশ্বাস নয় এবং কোনো অন্ধ-বিশ্বাস তো একেবারেই নয়। বরং পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সত্যমিথ্যায় জড়িত বিভিন্ন ও বিপরীতমুখী তথ্য/ইনফরমেশন আহরণ করে মস্তিষ্কে জমা করে, হৃদয়ের-বিবেক (قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا :Hazz/22: 46) দিয়ে তা তুলনামূলক বিশ্লেষণ এর মাধ্যমে সত্যকে/সঠিকটাকে জানা, বুঝা ও নির্ধারণ করার মাধ্যমে বিশ্বাস করা হলো ঈমান এর তিনটি অংশের/স্তরের একটি বা প্রথম অংশ/স্তর মাত্র।

"ঈমান/إيمان" শব্দের কর্তা-বাচক বিশেষ্য হচ্ছে (present-participle إسم فاعِل) "মুমীন/مؤمن"; এবং "ইসলাম/إسلام" শব্দের কর্তা-বাচক বিশেষ্য হচ্ছে "মুসলিম/مسلم" ।

"মুমীন/مؤمن" ও "মুসলিম/مسلم" এর পরিচয় বর্ননায় রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন:

«الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ (يشمل في الناس الشخص بنفسه) مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ (يشمل في الناس الشخص بنفسه) عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ». -(النسائي # 4995 ؛ مسند أحمد # 8931).

"মুসলিম/مسلم হচ্ছে সেই ব্যক্তি যার জিহ্বা (কথা) ও হাত (কাজ) হতে মানুষেরা (যার মধ্যে রয়েছে সে নিজেও) শান্তিতে-থাকে; এবং মুমীন/مؤمن হচ্ছে সেই ব্যক্তি যার হতে ***২৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন***

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

ঈমান ও মুমিন এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ:

২২ পৃষ্ঠার পর

মানুষেরা (যার মধ্যে রয়েছে সে নিজেও) নিরাপদ-থাকে তাদের রক্ত-সমুহ (অর্থাৎ জীবন-সমুহ) ও সম্পদ-সমুহ; -(নাসায়ী # 4995 ; মাসনাদে-আহমাদ # 8931)।

মুমিন/مؤمن এর সঙ্ঘায় নাসায়ী # 4995 তে বর্নিত রাসুলুল্লাহ সাঃ এর এ হাদীছ, এবং ঈমান/إيمان এর সঙ্ঘায় ইবনে-মাজাহ # 65 তে বর্নিত রাসুলুল্লাহ সাঃ এর উপরোল্লেখিত হাদীছ, এবং কোরআনে (আরাফ/7: 97) বর্ণিত ঈমানের/إيمان মুল শব্দ "আম্ন/آمن" এর অর্থ "নিরাপদ-হওয়া", এবং নিম্নে বর্ণিত "ঈমান/إيمان" এর শাব্দিক অর্থ অনুযায়ী "ঈমান" (إيمان) অর্থ হচ্ছে: "নিরাপদ করা securing" এবং "মুমীন" (مُؤمِن) অর্থ হচ্ছে: "নিরাপদকারী securer" ।

কারণ, "মুমীন/مُؤمِن" শব্দ, ঈমান/إيمان শব্দের কর্তা-বাচক বিশেষ্য (present-participle إسم فاعِل); তাই "মুমীন" অর্থ: -{আল্লাহকে আনুগত্য বা মান্য (إطاعة) করা দ্বারা (الإيمان بالله), তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে (لِلّه), ইসলামের জন্য (للإسلام) অর্থাৎ শান্তি-রক্ষার জন্য/লক্ষ্যে, নিজেকে ও অন্যদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় অকল্যাণ হতে (যথাসাধ্য)}- "নিরাপদকারী/securer"; এবিষয়টিকে আরবিতে বলা হয়:

الإيْمَان/المُؤمِن بِالله لِلإسْلام لِله এবং الإسْلام/المُسلِم لِلهِ بِالإيْمَان بِالله }.

কেননা, আরবি শব্দ ঈমান/إيمان , আমন/أمْن হতে নির্গত।

আমন/أمْن হচ্ছে অকর্মক-ক্রিয়া (intransitive-verb فِعْل لازِم) আমেনা/أمِنَ এর মুল-ক্রিয়া (infinitive-mood صِيْغَة المَصْدَر), যার অর্থ: "নিরাপদ-হওয়া" {become-secure / كون في الأمن (الشيء)}।

এ অর্থেই আল্লাহ বলেন: أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى "জনপদের (অর্থাৎ পৃথিবীর) অধিবাসীরা কি নিরাপদ হয়েছে ...."? -(আরাফ/7: 97)।

ঈমান/إيمان হচ্ছে সকর্মক-ক্রিয়া (transitive-verb فِعْل مُتَعَدِّي) আমানা/آمَنَ এর মুল-ক্রিয়া (infinitive-mood صِيْغَة المَصْدَر); সুতরাং ঈমান/إيمان অর্থ "নিরাপদ-করা" {make-secure or securing / جعل (الشئ) في الأمن}। তাই আরবী শব্দ "ঈমান/إيمان" অর্থ "বিশ্বাস" নয় (not "belief"); কেননা "বিশ্বাস" এর আরবি শব্দ হচ্ছে: "এ'তেকাদ/اعتقاد বা আক্বীদা/عقيدة"।

মুমীন/مؤمن শব্দ হলো ঈমান/إيمان শব্দের কর্তা-বাচক বিশেষ্য {(إسم فاعل) present-participle or subject}, সুতরাং মুমীন/مؤمن অর্থ "নিরাপদকারী" {securer/ (جاعل (الشيء في الأمن }। তাই মুমীন/مؤمن অর্থ "বিশ্বাসী" নয় (not "believer"); "বিশ্বাসী/believer" এর আরবি শব্দ হচ্ছে: "মু'তাকিদ/مُعتَقِد" ।

এখানে উল্লেখ্য, ঈমান/إيمان (অর্থ নিরাপদ-করা) এর নিকটবর্তী আরবি শব্দ হলো তাছদীক/تصديق -{অর্থ সত্যায়ীত-করা (অর্থাৎ হৃদয়ের বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা (বা ব্যবহার-করে), কথা ও কাজের মাধ্যম সত্যায়ীত করা (أي بالقلب التصديق بالجِنان والإقرار باللسان والعمل بالأركان. - واو هنا ليست عاطفة بل واو حالية للتصديق بالجنان)}-; তাই, ঈমান/إيمان অর্থ (কোনো-প্রকারেই) বিশ্বাস/এতেকাদ (إعتقاد) নয়, অর্থাৎ ঈমান এর নিকটবর্তী অর্থও বিশ্বাস নয়।

এজন্যই, ইসলামী যাবতীয়-বিষয়ে শয়তানের বিশ্বাস বা এতেকাদ 100% সঠিক হওয়া সত্ত্বেও তার ঈমান নেই, এবং সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী। শয়তান ইচ্ছাকৃত ভাবে আল্লাহর একটি মাত্র আদেশের আনুগত্য না করে নিজের মনের (মিথ্যা-ধারনার) আনুগত্য বা অনুসরণ করার কারণে শিরকী করায় এবং এর পরে ইস্তেগফার ও তাওবা না করার কারণে চিরস্থায়ী জাহান্নামি, যদিও শয়তানের ইসলামী সকল আকীদা, এতেক্বাদ/إعتقاد বা বিশ্বাস ১০০% সঠিক আছে, এবং পবিত্র মক্কার মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ যে সর্বশেষ নবী ও রাসূল এ সম্পর্কেও তার কোনো সন্দেহ নেই।

এমনিভাবে কোরআনের ভাষায় মক্কার কাফির-মুশরিকদের এক আল্লাহকে ও আল্লাহর অনেক ছিফাতে/গুনাবলীতে বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও তারা মুমিন ছিল না (আল-কোরআন: 29:61-63; 31:25; 39:38; 43:9; 10:31; 34:24)। এমনকি তারা রাসূলুল্লাহ সাঃ কেও রাসূল হিসেবে অন্তরে বিশ্বাস করত, কিন্তু তা গোপন করে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলুল্লাহ সাঃ কে অমান্য করার কারণে তারা কাফির অর্থাৎ সত্য-গোপনকারী (বা ছাতের/ساتر) ছিল!!

হড়পা বানে মানবিকতার নজির সৃষ্টি করল মুসলিম যুবকরা

বটু কৃষ্ণ হালদার

বিগত দুই তিন বছর অতি মারি অদৃশ্য ভাইরাসের দাপটে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিল জনসমাজ। বাঙালি জাতির সবথেকে বড় উৎসব দুর্গাপূজা হয়েছিল নম নম করে। তবে বিশ্বাস ছিল কালো মেঘের ভ্রুকুটি কেটে গিয়ে সোনালী আলোর পরশে জনগণের উচ্ছ্বাস ঠিক নামবে। শরতের কাশফুলের মত আমরা সবাই আবার মিলিত হব। উৎসবে গান বাজনা গল্পের আসরে মেতে উঠবো। ঠিক তাই হলো। ২০২২ সালে শরতের আগমনীতে সেজে উঠেছিল সমগ্র বাংলা। পুরানো উৎসবের মেজাজ ঘোলে নয় এ বছর দুধেই মেটানো হলো। যুগের পর যুগ চলে আসা প্রাচীন ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনা হলো বিভিন্ন মন্ডপে। কোটি কোটি টাকায় প্যান্ডেলের সঙ্গে নানান আলোর রোশনাইতে প্রাণ খুলে উৎসবে মাতলো সাধারণ জনগণ। মহালয়ার পর থেকে শুরু করে দশমী পর্যন্ত সব কিছু ঠিকঠাক চলেছিল।

দশমীর দিন মন ভারাক্রান্ত সবার, ঘরের মেয়ে তোমাকে বিদায় দেওয়ার পালা। মন না চাইলেও এটাই রীতি রেওয়াজ। সিঁদুর খেলা, মিষ্টি মুখ সবই হল কিন্তু চোখের জলে মেয়ে উনাকে বিদায় দিতে অনেকের কষ্ট হয়েছে। ঘরের মেয়ে উমা ফিরে যাবে বাড়িতে, এমনিতেই মন খারাপ, তার থেকে আরো মর্মান্তিক খবর হলো জলপাইগুড়ির মালনদীর হড়পা বানে কয়েকটি তরতাজা প্রাণ কেড়ে নিল।

গত বুধবার রাত ৮.৩০ - ৯.০০ নাগাদ মাল নদীর তীরে প্রতিমা নিরঞ্জনের জন্য প্রশাসনের তরফে থেকে চূড়ান্ত ব্যাবস্থাপনা চলছিল। প্রতিমা বিসর্জনের যে স্থানটি নির্বাচন করা হয়েছিল সেখানে নদীটি মাঝখানে চড়া তৈরী করে ডান ও বাম খাতে প্রবাহিত হচ্ছিল। নদীর মূল ধারাটি কিন্তু ডান খাত বরাবর বয়ে যাচ্ছিল। তুলনায় বাম খাতটি ছিল জলধারা ক্ষীণ ছিল। প্রশাসন সেখানে বাম দিকের ক্ষীণ ধারাটি ভঙ্গুর বালি পাথর দ্বারা বন্ধ করে সমস্ত জলধারাকে ডানদিকে প্রবাহিত করার চেষ্টা করেছিল। সেক্ষেত্রে প্রতিমাবাহী সমস্ত গাড়ীকে ব্রীজ পার করে বা দিক দিয়ে নদীতে প্রবেশ পথ তৈরী করা হচ্ছিল। যদিও মূলধারাটি ডান দিকে ছিল এবং প্রতিমাগুলোকে ক্ষীণ ধারাটি অতিক্রম করে ডান দিকে মূল ধারায় প্রতিমা বিসর্জন করতে যাওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। এক্ষেত্রে প্রশাসনের কি উচিত ছিল, সরাসরি ডান দিকে গাড়ী ঢুকিয়ে প্রতিমা বিসর্জনের ব্যাবস্থা করা। যেহেতু প্রতিমাবাহী গাড়ীগুলো সব মাল নদীর দিক থেকে আসছিল এবং মূলধারাটিও মাল শহরের দিকেই অবস্থান করছিল। এক্ষেত্রে যদি নদীর বা দিকের ক্ষীণ ধারাটি অতিক্রম করে ডানদিকে প্রতিমা বিসর্জনের ব্যবস্থা না করা হতো তবে নদীর চড়ে শত শত লোকের জমায়েত হতো না এবং এতো গুলো লোকের অকাল বিসর্জন হতোনা।

মাল নদীটি আসলে কোন নদী নয়। উপর পাহাড়ের অসংখ্য ঝোড়ার সমষ্ঠি মাত্র। ফলে সারা বছর নদীতে জল না থাকলে ও বর্ষার মওসুমে পাহাড়ে অতিরিক্ত বৃষ্ঠিপাত হলে অসংখ্য ঝোড়ার জল প্রবল বেগে এই নদীর মাধ্যমে ধেয়ে আসে এবং মাঝে মাঝে হড়পা বানের সৃষ্টি করে। এই সাধারণ তথ্যটি প্রশাসনের নিশ্চিত জানা ছিল। তা সত্ত্বেও প্রশাসন কিন্তু যথোপযুক্ত ব্যাবস্থা গ্রহণ করেনি। শুধু তাই নয়, হড়পা বান প্রবনযুক্ত এই নদীতে প্রতিমা বিসর্জনের ব্যাবস্থাপনায় মাত্র ১২ জন সিভিল ডিফেন্সের জওয়ানকে রাখা হয়েছিল। যেখানে হাজার হাজার লোকের সমাগম। জওয়ানদের সংখ্যা বেশী হলে আরও কিছু জীবনহানি কমানো যেত, তাছাড়া এই জওয়ানদের সঙ্গে দড়ি ছাড়া অন্যকোন প্রকার Life Saving উপকরণ ছিল না। আর কেনই বা যথেষ্ট পরিমাণে N.D.R.F. বা S.D.R.F রাখার ব্যাবস্থা করা হয়নি সেটাও কিন্তু বোধগম্য নয়?

মাল নদীতে যে ঘটনা ঘটেছে তা কখনোই কাম্য নয়। বানের জলে মৃত্যু পথযাত্রীরা যখন চিৎকার করছে উপরে দাঁড়িয়ে বহু মানুষ ভিডিও করতে ব্যস্ত ছিলেন। এই করুন দৃশ্য দেখে কয়েকজন মুসলমান যুবক ঝাঁপিয়ে পড়েন নিজেদের জীবনকে বাজি রেখে।রতাদের মধ্যে অন্যতম হলো জলপাইগুড়ি জেলার তেসিমিলা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা মহম্মদ মাণিক। বন্ধুদের সাথে এসেছিলেন প্রতিমা নিরঞ্জন দেখতে।

প্রাণ বাঁচাতে পড়িমড়ি করে ছুটলো লোকজন নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। নিজের মোবাইল ফোনে ছবি তোলেনি, বন্ধুদের হাতে দিয়ে প্রায় বিশ বাইশ ফুট উঁচু পাড় থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন নদীর জলে। খালি হাতেই নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করলেন দশজন নারী পুরুষকে। দুহাতে তখন দশহাতের শক্তি নিয়ে শুধু দশটা মানুষকে নয়, আরও দশটি পরিবারের প্রাণ ভোমরাকে বাঁচিয়ে তোলেন। এমন মহৎ কাজ করার পরও শেষ বেলায় আক্ষেপ নিয়ে বিষণ্ন সুরে বলতে থাকেন যদি আরও কয়েকজন তার মতন সাঁতার জানা মানুষ থাকতো তাহলে হয়তো আটটা প্রাণও এইভাবে অকালে হারাতে হতো না। হয়তো যখন কোলকাতার রাস্তা বিসর্জনের কার্নিভালে মেতে থাকবে তখন উপেক্ষিত উত্তরের কোন এক মফঃস্বলে স্বজন হারানোর যন্ত্রণার বিষাদে শেষ হবে এবারের পুজো।

মালবাজারের মর্মান্তিক দুর্ঘটনার আরও দুই সত্যিকারের হিরো। মাথাচুলকা শালবাড়ি নেয়ার ক্রান্তি মোড় এর দুইজন, মামা ভাগনা। লোকের কষ্ট ও ভেসে যাওয়া দেখতে না পেরে। হাতের টাকা মোবাইল অন্যের হাতে দিয়ে বাচ্চাদের দিকে লাফ দিয়ে দেয় নদীর প্রচন্ড স্রোতে। তারা ওর আট থেকে দশ জন কে বাঁচান। এতে তাদের পায়ে চোট লাগে, তাতে কি। বিষাদের মধ্যেও অনেক পরিবারের মুখে হাসি ফুটিয়েছেন, মোহাম্মদ তরিফুল ইসলাম ও মোহাম্মদ ফরিদুল ইসলাম নামক বছর বাইশ এর দুই যুবক। তারা এই মানুষগুলো নয় দেবদূত বলা ভালো, তাদের মত প্রচারের আলোর বাইরে যে সব স্থানীয় মানুষ নিজেদের জীবন বিপন্ন করে উদ্ধারে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তাদের জন্য কোথাও হয়তো থেকে যাবে চিরকালীন শ্রদ্ধা। দেব দর্শনের থেকে কম ছিল কি উপস্থিত জনতার কাছে? এই উত্তর উপস্থিত জনগণ দেবে। একদিকে যখন সাম্প্রদায়িকতার বেড়াজাল আষ্টেপৃষ্ঠে সমাজ ব্যবস্থাকে যখন গিলে ফেলছে, তখন ঐ মুসলিম যুবকগুলো ভারতের সম্প্রীতির সম্পর্ককে বিশ্বাস রেখেছে। নিজেদের জীবন বাজি রাখতে গিয়ে কখনোই প্রশ্ন করেনি যারা মৃত্যুর পায়ে ধরে কাঁদছে তারা হিন্দু না মুসলমান। তারা বস্তা পঁচা ধ্যান ধারণার চোখে আঙ্গুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে, মানবিকতা কি। বুঝিয়ে দিয়েছে ধর্ম, নয় "সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই"। তারা আরো বুঝিয়ে দিয়েছেন, "ধর্ম যার যার নিজস্ব, কিন্তু উৎসব সবার"। ধর্ম নয়, জয় হোক মানবিকতার।

তবে এটাই ভারতের প্রকৃত সংস্কৃতি। স্বাধীনতা আন্দোলনে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জাত ধর্ম নির্বিশেষে লড়াই করেছিল। তার ফল স্বরূপ এসেছিল স্বাধীনতা। দেশ ভাগ হলেও বহু মুসলমান রয়ে গেছে ভারতে। যুগের পর যুগ ভারতের সংস্কৃতি বুকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে রয়েছে, পিতৃ পুরুষের স্মৃতি আঁকড়ে। হিন্দু-মুসলমান উভয় শ্রেণী একই পাড়াতে বসবাস করছে। হিন্দু বন্ধুর বিপদে মুসলিম বন্ধু এগিয়ে আসে কিংবা মুসলিম বন্ধুর জানাযা তে হিন্দু বন্ধু লুকিয়ে চোখের জল ফেলার দৃশ্য ভারতে নতুন কিছু নয়। আজও বিশ্বাস করি, ভিন্ন ধর্ম হলেও আমরা এই ভারতে একই আত্মা, একই প্রাণ। তবে এই বিশ্বাস, মেলবন্ধন-এ কু নজর পড়েছে কিছু রাজনৈতিক দলের। তবে মনে রাখা দরকার, রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ধর্মটাকে বাজারের আলু, পটলের মত ব্যবহার করে ভেদাভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করে। আমাদের ধর্ম, সম্প্রীতি, ভালবাসা কি এতই ঠুনকো যে কাঁচের মত ভেঙে যাবে? তবে রাজনীতির মিথ্যা প্ররোচনার ফাঁদে পা না দিয়ে অটুট বন্ধনের বিশ্বাস টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব আমাদের।

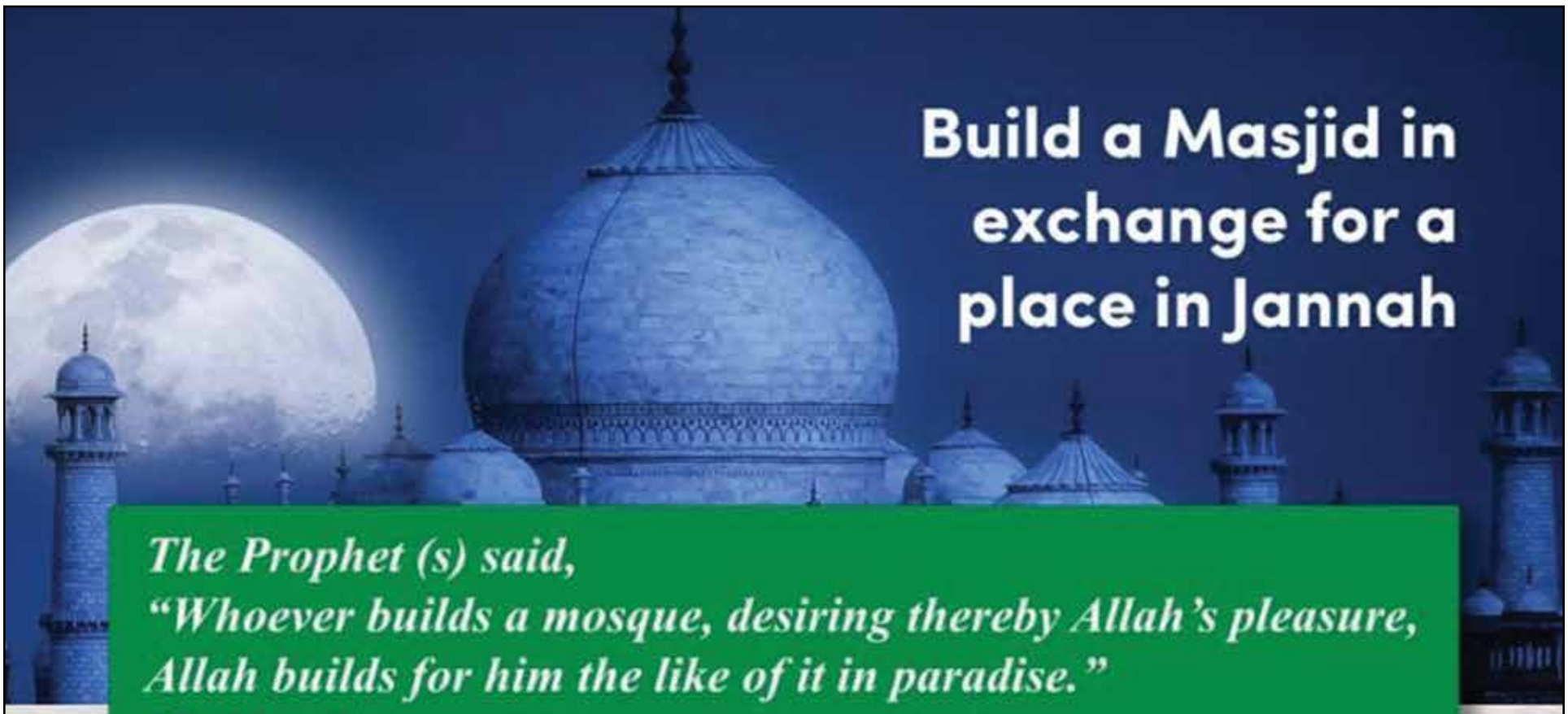

The Prophet (s) said,
"Whoever builds a mosque, desiring thereby Allah's pleasure, Allah builds for him the like of it in paradise."
[Bukhari]

- **"And the Masjids are for Allah"** (Surat: Jinn, Ayaat: 18)
- **1500 Sujood spots**
- **Readily available for the prayer right after the payment**

Project Cost 5.5 Million

Masjid Al Arqam
Belconnen ACT
ABN: 78 657 771 616

Account Name: **Al Arqam**
BSB: **082 902**
Account #: **412 038 902**

Phone : **0434 710 521**
Email : **alarqam.canberra@gmail.com**

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper I সত্যের সাথে সব সময়

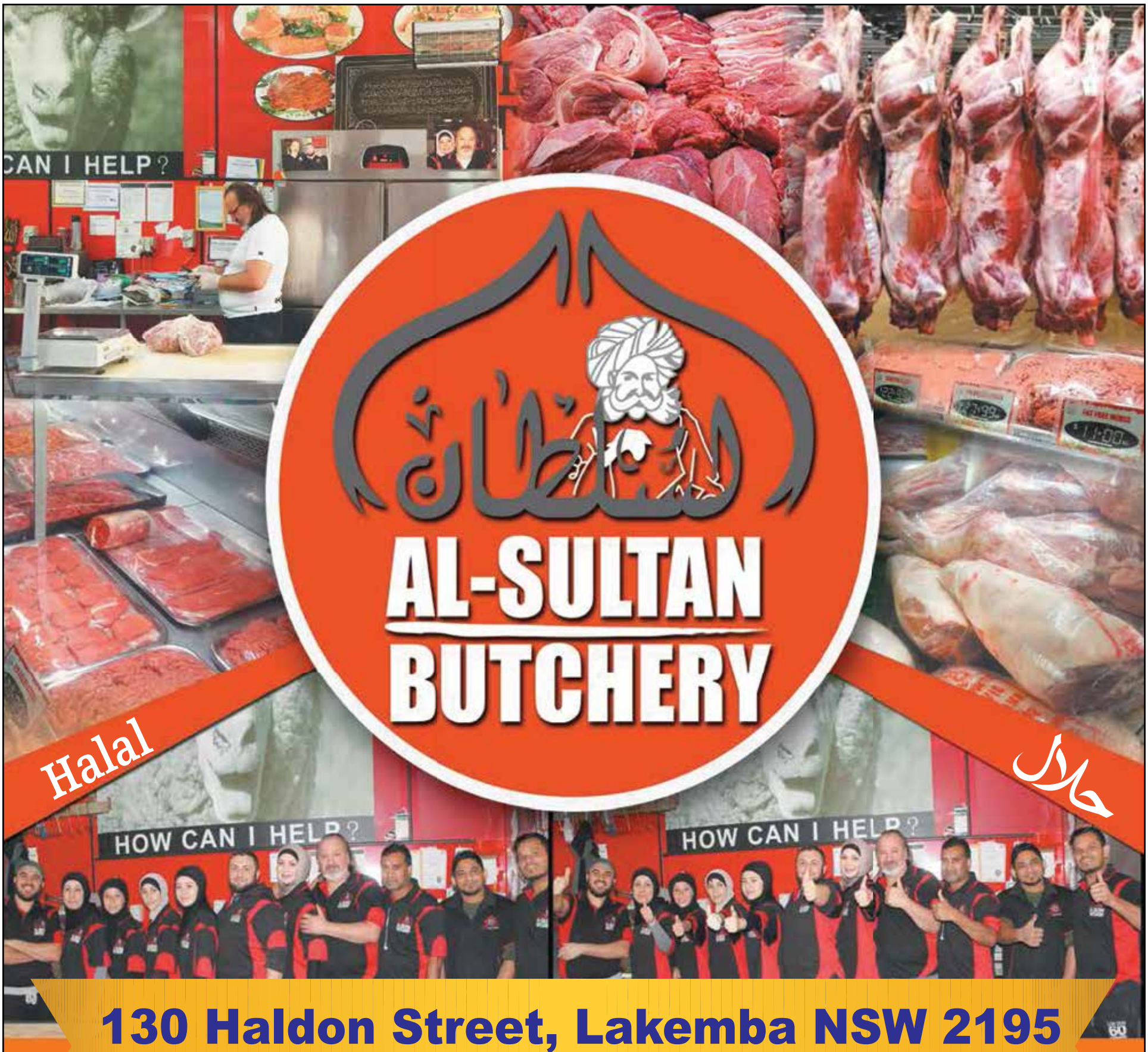

130 Haldon Street, Lakemba NSW 2195
Ph: (02) 9750 4290

- Fresh meat daily (Lamb, Beef, Goat)
- Fresh chicken Daily
- Fish & seafood
- Frozen vegetables
- Free delivery
- Competitive prices
- We don't have any other branches

Suprovat Sydney
Copy Right Protected

Haitham Morabi
Manager
0402 016 210

Mahmoud
0416 874 859

Supplier of Finest Quality Meat

DASH (DIETARY APPROACHES TO STOP HYPERTENSION) DIET

Columnist Nozaina

High blood pressure is known as hypertension. It's a big problem for men and women. One in every three adults has hypertension. Blood pressure increase with age. The possibility of blood pressure starts to climb at the age of 45 years. It may occur in young people. Hypertension is dangerous because people may have it for many years without knowing. Hypertension has four stages:

Normal: systolic blood pressure (SBP) less than 120 mm Hg and diastolic blood pressure (DBP) less than 80 mm Hg.

Elevated: SBP between 120-129 mm Hg and DBP less than 80 mm Hg.

Hypertension stage 1: SBP between 130-139 mm Hg or DBP between 80-89 mm Hg.

Hypertension stage 2: SBP at least 140 mm Hg or DBP at least 90 mm Hg.

Many factors can lead to hypertension; especially diet plays a significant role.

Too much sodium and too much consumption of alcohol increase the possibility of hypertension. Less physical activity and too much stress also increase the risk of hypertension. Hypertension can lead to severe problems such as heart attack, stroke, kidney failure, and heart failure.

A healthy diet can prevent hypertension. DASH (Dietary approaches to stop hypertension) diet is recommended to treat or prevent hypertension and lower the risk of heart disease. The DASH diet focuses on lean meat, whole grains, vegetables, and fruits. The prevalence of hypertension is less in people who follow a plant-based diet. The DASH diet encourages no more than one teaspoon (2300mg) of sodium daily. The less salt form suggested no more than ¾ teaspoon (1500 mg) of sodium per day.

DASH Diet Guidelines

The DASH diet emphasizes food that is low in sodium and high in potassium, calcium, and magnesium.

- Use vegetable oil for cooking
- Choose low-fat or fat-free dairy products
- Use whole-grain cereals
- Eat more fruits and vegetables
- Limit the intake of food high in added sugar
- Limit the intake of food high in saturated fat
- Eat lean protein sources (fish, beans, and poultry)

DASH Eating Plan

There are the following food groups are included in the DASH diet. It recommends specific servings of food groups. The number of servings varies from person to person based on the number of calories consumed. Below is an example of food servings for 1800 calories per day.

Fruit: 4-5 servings per day: Fruits are a great source of magnesium, fiber, and potassium.

Vegetables: 4-5 servings per day: Vegetables are sources of potassium, fiber, and magnesium.

Poultry, fish, and lean meat: 6 servings or less per day: Poultry, fish, and lean meat are sources of protein and magnesium.

Whole grains: 6-8 servings per day: Whole grains are sources of magnesium and fiber.

No-Fat or low fat dairy foods: 2-3 servings per day: Dairy foods are sources of calcium and protein.

Nuts, dry beans, and seeds: 4-5 servings per week: Nuts, dry beans, and seeds are sources of protein, magnesium, fiber, and energy.

Fats and Oils: 2-3 servings per day: Fats and oil are sources of vitamin E and energy.

What Foods are Allowed?

The DASH diet is simple. Eat less food high in salt, and eat more vegetables and fruits.

- Choose low-fat dairy products like Greek yogurt instead of sweetened yogurt
- Choose whole grain cereals
- Eat salad for lunch instead of fries and a burger
- Eat snacks such as raw veggie sticks, fruits, and bean-based spread

What Foods are not Allowed?

Avoid food high in salt, fat, and sugar, such as chips, salted nuts, cookies, candy, sugary beverages, sodas, snacks, pastries, meat dishes, cheese, salad dressings, pizza, soup, sandwiches, sauces, gravies, bread, and rolls.

Health Benefits of the DASH Diet

Along with hypertension DASH diet also reduce the risk of many other diseases, such as

- The DASH diet reduces blood pressure. In just 15 days' blood pressure dropped to a few points. Systolic blood pressure can decrease by eight to fourteen points.
- A high intake of frozen or fresh vegetables and fruits lowers cancer risk.
- Increased calcium intake from green leafy vegetables and dairy products improves bone strength and prevents osteoporosis.
- The DASH diet also reduces the risk of metabolic disorders (diabetes and cardiovascular diseases).

Life Style Interventions as a Part of the DASH Diet

Along DASH diet, lifestyle interventions also help in lowering blood pressure.

Physical activity: It is healthy to be active physically everyday. A physically active person's body receives more benefits. When we exercise our muscles demand oxygen. For Blood pressure, physical activity must include swimming, dancing, regular walking, and cycling.

Stress management: Stress increases blood pressure even if you follow the DASH diet. Things that lead to stress are out of our control. We cannot change them. Stress management techniques decrease the impact of stress, such as weight gain and blood pressure. Mindfulness-based stress reduction and transcendental meditation lower blood pressure. They also increase stress resiliency and peace of mind. Tai chi and yoga are mind-relaxing activities that help to decline blood pressure.

Sleep: Poor sleep habits increase blood pressure. The possibility of hypertension is very high in people with sleep apnea. A person should have to take at least 7-8 hours of sleep at night.

Alcohol consumption:

Too much alcohol consumption increases blood pressure to an unhealthy level.

Weight management: Obesity increase the risk of many diseases. Weight loss is difficult for some people. It improves cardiovascular risk factors and decreases the risk of dementia, diabetes, and cancer.

Is It Easy to Follow DASH Diet?

DASH diet ranked 6 in easy to follow diet list. No doubt, it's challenging to give up your favorite sugary, salty, and fatty food, but the DASH diet does not restrict all food groups. It's convenient to follow the DASH diet because recipe options are boundless. The DASH diet emphasizes lean protein and fiber-filled veggies and fruits, which provide a feeling of fullness. If you love salt, you have to struggle to enjoy the DASH diet at first. Then your taste buds eventually are adjusted to a low-salt diet. The DASH diet also decreases the risk of many other diseases.

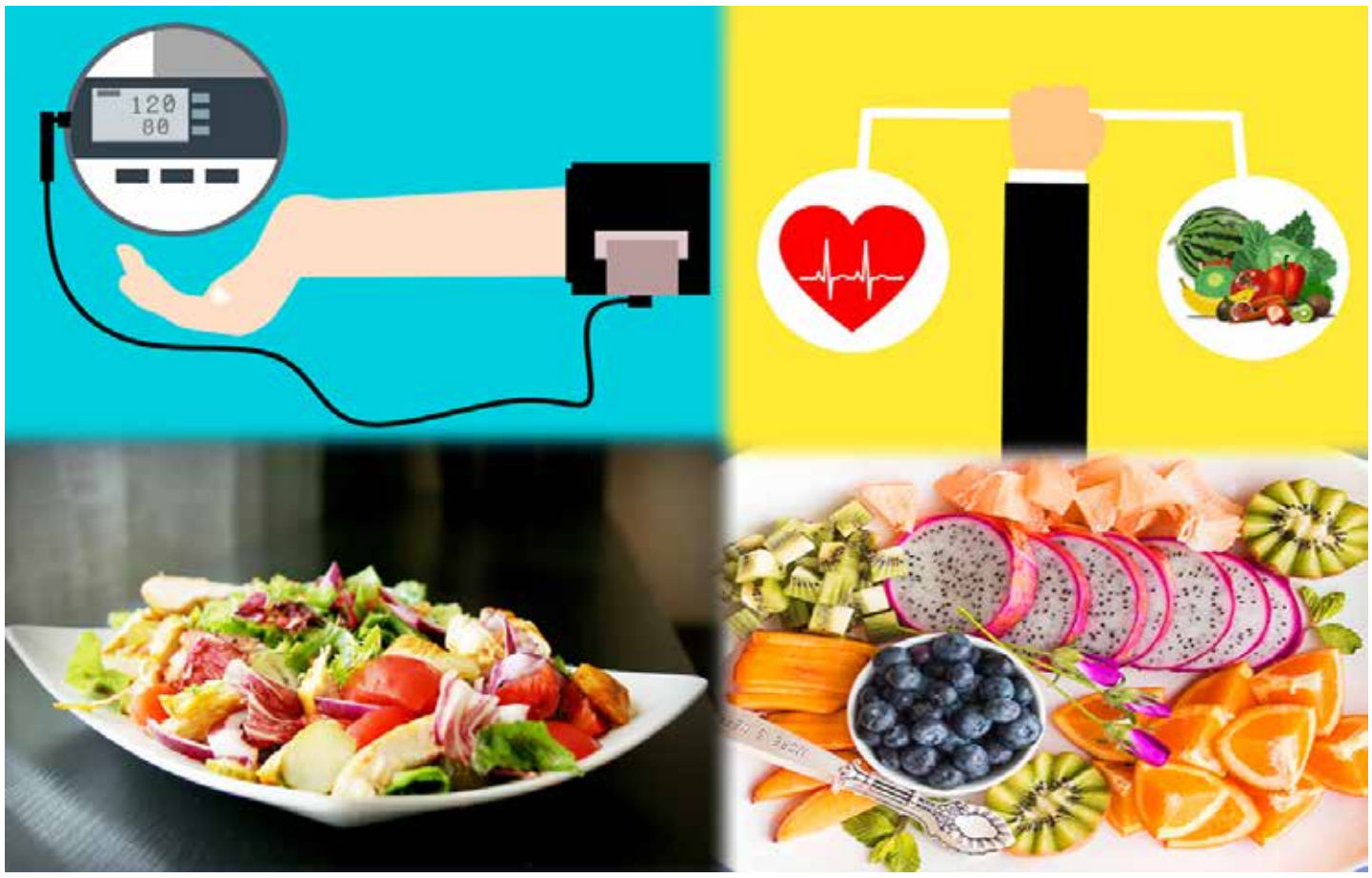

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

ইদানিং
আবদুল বাতেন

ইদানিং বড়ো রেগে থাকি সারাবেলা নিজের উপর
নিরীহ নাগরিকের প্রতি যেমন ক্ষেপে থাকে বিনা ভোটের সরকার
নিজেকে পায়ের তলায় পিষে ফেলার ঝোঁক উঠে মাঝে মাঝে
মানুষের মিছিলে যেমন চড়াও হয় দাঙ্গা পুলিশ, গুন্ডা বাহিনী
আর জল কামান, রাবার বুলেট, লাঠি চার্জে পণ্ড করে জনতার জেগে উঠা

বড়ো কষ্ট হয় ইদানিং নিজের জন্য, হুটহাট বহু বোকামির জন্য
সহজে রঙ্গিন মুখোশ ও মিথ্যাচার ধরতে না পারার জন্য
জাদুকরের চালাকি এবং চোরাবালিতে ডুবে যেতে যেতে আমি
চাতকের পিপাসা নিয়ে মরুর রুক্ষতায় শৈশব স্মৃতির মতো ঝাপসা হতে থাকি

ইদানিং যখন তখন বান ডাকে নয়ন নদীতে, ডুবে যায় গালের গ্রাম
বড়ো খাঁ খাঁ লাগে, মা না- থাকার শূন্যতার মতো, জীর্ণ রাজপ্রাসাদের মতো
আর ঘন ঘন ব্যথা বজ্রপাতে, কী নিরুপায়
ঘরে আগুন লাগা পঙ্গু মানুষের মতো খালি আর্তনাদ করে উঠি

রাজনীতির আঙিনায় দ্রৌপদী ও ভানুমতী
আশীষ কুমার বিশ্বাস

রমণী জীবন কত বৈচিত্রময়!
অর্জুনের লক্ষ্যভেদ, পাঞ্চালি লাভ
তবুও হলো না, দ্রৌপদীর সুখের ঘর বাঁধা!

অপরদিকে কলিঙ্গ কন্যা
রাজকুমারী ভানুমতী- দুর্যোধনের মোহিয়শী।
ক্ষত বিক্ষত দুর্যোধনের দেহ, ধুলায় লুটায়!

অন্ধর মহল, নিষ্প্রভ রাজসভা
অভিমানে প্রবল দ্বন্দ্ব
পারস্পরিক ঈষায় ভরপুর।

দ্রৌপদী ও ভানুমতীর মনে
অহংকারের তীব্র আগুন,
কেউ-ই কম যায় না।

হস্তিনাপুর আর কুরুক্ষেত্র তখন-
ভারতের ইতিহাস, রমনীদের বৈচিত্র কাহিনী,
গান্ধারী চলে যাবে বনে!
যুদ্ধের আঙিনায় দ্রৌপদী ও ভানুমতী।

ক্ষুরধার বুদ্ধি ও সাহসে উভয়ই নিপুনা,
বিষাক্ত জ্বলন অনুভব করে, মনের মধ্যে রেষারেষি।

দুঃখ একটাই- ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ, ব্যাকুলতা তাঁর মনে!

প্রত্যাশার অপমৃত্যু
আয়শা সাথী

অধিকারগুলো একদিন হারিয়ে যায়
হারায় দুর্দান্ত ভালবাসা!
প্রবাহমান তীরভাঙা স্রোতে
একদিন নীড়ভাঙা উদ্বাস্তু হতে হয়,
ভবঘুরে যাযাবর অতৃপ্ত কাম্য প্রত্যাশা।

কালক্রমে পরিবর্তিত প্রিয়-অপ্রিয়
কালজয়ী প্রিয়তম নিন্দিত কোন ক্ষণে,
অপ্রিয় গরল দ্বিধাহীন চিত্তে
সুধাসম পানে নীলমনি জ্যোতিময়,
অজান্তেই প্রত্যাশার গোরবাস নিভৃতে-নির্জনে।

বুকভাঙা কাতরতা বুকে চেপেই
'প্রত্যাশাহীন প্রিয়'তে পরিবর্তিত হয়,
ভালবাসার সমাপ্তি শুধুমাত্র ভালবাসাই,
এর বেশি বিন্দুমাত্র প্রত্যাশাও
নিশ্চিত চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্ব ব্যতীত কিছুই নয়!

অবহেলার অপঘাতে অপমৃত্যু প্রত্যাশার
তবু আশায় বুক বাঁধে....
কোন সুদিনে আবির্ভাব হয় যদি ভালবাসার!

পাঠাও তোমার মুত্যু দূত, আমি প্রস্তুত
বেলাল মাসুদ হায়দার

নিথর নীরব নিস্তব্ধ
ঘুমে আচ্ছন্ন পৃথিবী।
আলোহীন কালো
কবরের অন্ধকার-
জীবনের সব খেলা সাঙ্গ করে
মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।
মনে পড়ে যাবে-
ফেলে আসা দিনগুলো।

যৌবন দীপ্ত বলিষ্ঠ পদক্ষেপে বিচরণ
কম্পমান সেই পৃথিবী-
চুরমার করে সব বাধা
অস্তিত্ব প্রকাশের
অদম্য সেই ইচ্ছা।

সব হারিয়ে মন না চাইলেও
মেনে নিচ্ছে তা।
এটাই চিরন্তন বাস্তবতা।

নিজেকে সঁপে দিতে আমি প্রস্তুত
পাঠাও তোমার মৃত্যুর দুত।

নাট্যাভিনয়
হাফিজুর রহমান

অভিনয়ের মধ্যেও অভিনয় থাকে
নিজেকে আড়ালে রেখে, এগিয়ে যাওয়ার বাসনা থাকে
একেক সময় একেক রূপের অভিনয়ে- সফল হতে।
কৃত্রিম মঞ্চে যেমন নাটকের মধ্যেও নাটক থাকে
জীবনের নাট্যমঞ্চেও তাই, কে করে না অভিনয়?

পেটে তীব্র ক্ষুধার যন্ত্রণা নিয়েও কেউ তৃপ্তির টেকুর তুলে
আবার কেউ ভরা পেটেও ক্ষুধার্তের ভাব নেয়!
একেকজন- একেরকম পরিস্থিতিতে।

পুরো পৃথিবীটাই একটি নাট্যমঞ্চ
এখানে অবিরাম চিত্রায়ণ হয়, অসংখ্য খণ্ডচিত্র!
মঞ্চের ভিতরে মঞ্চ, অভিনয়ের মধ্যে অভিনব অভিনয় করা
নিখুঁত অভিনয়ে পারদর্শীর, বিখ্যাত হওয়ার প্রতিযোগিতা।

নীরব কষ্ট হাতছানি দিয়ে ডাকে
ইলিয়াছ হোসেন

মনের অভিধানে সুখ নামের শব্দ খুঁজে পাওয়া দুরুহ
জীবনের চারপাশে হাওয়ায় ভাসে ব্যর্থতার ছবি
ভাবনার আকাশে স্থান পায় একফালি নিরেট আঁধার
প্রচ্ছন্ন বেদনায় ঢেকে যায় স্নিগ্ধ সকাল,
রহস্যে ঘেরা ভুবন হাত মেলায় নিবিড় শূণ্যতায়
রঙিন পেন্সিলে আঁকা স্বপ্নের প্রতিচ্ছবি চলে যায়
ব্যক্তিগত কারাগারে।
দৃশ্যপট পাল্টে বন্ধ দুয়ারে কড়া নাড়ে অদৃশ্য যৌবন
হাসি মুখে কষ্টকে বরণ করে নেয় বাক্যহীন সংলাপে,
প্রতীক্ষার প্রহর কোনদিন বুঝি শেষ হবার নয়
অনন্ত পথ চলায় নীরব কষ্ট হাতছানি দিয়ে ডাকে।

Need Tax Return?

Accounting & Tax should not be so difficult, visit us and see how we can make the difference...

TAX TIME AHEAD

QUALITY SERVICE ASSURED
AT LOWEST PRICE

FREE TAX RETURN ASSESSMENT

Taxation Solutions Partnership / Individuals / Company / Trust / Superfund
Business development and management **Bookkeeping** & Many more

CHARTERED ACCOUNTANTS
AUSTRALIA + NEW ZEALAND

bfsPARTNERS
SIMPLIFYING ACCOUNTING

OUR PARTNERS

Zaber Ahamed
Chartered Accountant
Registered Tax Agent
Registered SMSF Auditor
Justice of Peace in NSW

Tanvir Hasan
Chartered Accountant
Registered Tax Agent
Justice of Peace in NSW

Find us on Facebook

Level 5, 189 Kent Street Sydney 2000

www.bfspartners.com.au

TAX I SMSF I BUSINESS ADVISORY I BUSINESS ACCOUNTING

LOOKING TO SET UP AN SMSF?

Call 02 8041 7359

ONE STOP SOLUTION FOR YOUR BUSINESS

GROW WITH US

- TAX AND GST
- SELF MANAGED SUPER FUND
- BUSINESS ACCOUNTING
- BUSINESS ADVISORY
- NEW BUSINESS DET UP
ALL TYPES OF STATUTORY AND NON-STATUTORY REPORTING

GET
High Quality professional services with a competitive price!

Kinetic Partners
Chartered Accountants
132 Haldon Street Lakemba, NSW 2195
E: info@kineticpartners.com.au, www.kineticpartners.com.au

দারউইচ কোয়ালিটি মিটস
Darwich Quality Meats
We are specalized In Akika, Sadaqa Qurbani
Our Chicken, Lamb, Goat, Beef all hand Slaughtered.
রেষ্টুরেন্ট ও ক্যাটারিং এর জন্য স্পেসাল প্রাইজ

- Goat $300
- Lamb $270
- Beef $350
- Whole lamb 6 way cut $210

Custer parking available at rear via Gillies Lane.
We cater for all occasions.
We specialise in Akika, Sadaqa and Qurbani.
Free local delivery for all orders over $60.00

Phone Number: 9759 2603
শীঘ্রই যোগাযোগ করুন ঃ
New time table for our Business:
Monday to Saturday 07:00 AM-09:00 PM
Sunday 07:00-05:00 PM
Mohamed: 0414 687 786, A.C.N: 251 22 168 996 Tel: 02 9759 2603
Address: 77 Haldon St, (Opposite Commonwealth Bank) Lakemba, NSW 2195

- 2 KG Beef Curry $17
- 2 KG Lamb/Goat Curry $ 25
- 3 Chicken (size 9-10) $15
- 5 KG Nuggets/Burger $50

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper। সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, November-2022
Year-14
30

একটি চিত্রকর্ম ও অস্পষ্ট রহস্য

আহমদ রাজু

হঠাৎ এমন একটা কাণ্ড ঘটে গিয়েছিল, যা অনুমানও করতে পারেনি কেউ। রাতারাতি চারিদিকে চাউর হয়ে গিয়েছিল। আইন শৃঙ্খলা বাহিনী থেকে শুরু করে সরকারের উচ্চ মহলের ঘুম হারাম হয়ে যায় মুহূর্তে। সতেরো'শ শতকের আঁকা চিত্রকর্মটির গণিতিক মূল্য মাপকাঠিতে বিচার করা অসম্ভব। তবে তাতে যে দেশের সম্মান জড়িত রয়েছে! রাস্তার মোড়ে মোড়ে গাড়ি দাঁড় করিয়ে তল্লাসী চলে। নৌ বন্দর, স্থল বন্দর, বিমান বন্দরসহ সকল জায়গা ছিল কড়া নজরদারিতে।

কে করতে পারে এমন দুঃসাহসিক কাজ? কোনো আন্তর্জাতিক পাচারকারী চক্র এতে নিশ্চয় জড়িত ছিল। না হলে এমন একটা দুর্লভ চিত্রকর্ম কিছুতেই হাফিস করতে পারে না সাধারণ চোরেরা। জল রঙে আঁকা চিত্রকর্মটি কে এঁকেছিল তা নিয়ে চলছিল বিস্তর গবেষণা। শিল্পীর নাম জানা না গেলেও ছবিটা যে অতি প্রাচীণ তা দেখে সহজেই অনুমান করা যায়। বিরোধী দল থেকে শুরু পরিবেশবাদী সংগঠনসহ বিভিন্ন সামাজিক- রাজনৈতিক সংগঠন সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়ে উঠেছিল। টিভি খুললেই টকশো'তে বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দের রুক্ষ প্রতিক্রিয়া।

সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা করে চিত্রকর্মটি উদ্ধারের। খরগোশের পিঠে ভর করে এক মাস পেরিয়ে গেলেও কোন কুল কিনারা করতে পারে না। এই কারণে ছেঁচড়া চোর- ডাকাতদের অবস্থা ত্রাহি ত্রাহি; তাদের জীব উষ্ঠাগত। এ ক্রান্তিকাল সহজে কাটবে বলে বলে মনে হয় না। যতদিন পর্যন্ত চিত্রকর্মটি উদ্ধার না হবে ততদিন এ সমস্যা থেকে উত্তোরনের কোন উপায় তাদের জানা ছিল না।

পুলিশ শেষ পর্যন্ত একটা ক্লু পেয়েছিল। সে সূত্র জানান দেয় জয়তীর নাম। চুরির সাথে নাকি জয়তীও জড়িত! সকালে ক্যান্টিনে সংবাদপত্র দেখে আমি শুধু বিস্মিতই হইনি, হতবাকও হয়েছিলাম। কেন করলো জয়তী এমন কাজ? তাছাড়া তার সাথে আমার চেনা-জানা যথেষ্ঠ। অসম্ভব! একদম অসম্ভব! ও কখনও করতে পারেনা এমন বিশ্রী অপরাধ। আমার আবেগ- অনুভূতি রাষ্ট্রযন্ত্রের কাছে কোন কাজেই আসবে না। আইন তার নিজস্ব গতিতে চলবে। কাছের বন্ধু হবার সুবাদে পুলিশ আমাকে ধরে নিয়ে যত প্রকার নির্যাতন করার দরকার তা করেছিল! তারপর একদিন অর্ধমৃত অবস্থায় ছেড়েও দেয়। আমি যখন জানিই না তখন তাদের কী বলবো?

পুলিশ- রাষ্ট্রের সকল অভিযান ব্যর্থ। জয়তীকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। কোথায় গেল সে? হাওয়া হয়ে গেল নাতো? নাকি তাকে দিয়ে যারা এই কাজটি করিয়েছে তারা জয়তীর কোন ক্ষতি করেছে? বিভিন্ন প্রশ্ন এবং উত্তর সবার মনের মাঝে ঘুরপাক খেতে থাকে। আজ এখানে তো কাল সেখানে। সকল অভিযান ব্যর্থ।

এরই মাঝে কেটে যায় বহুদিন। কোন খোঁজ হয়নি চিত্রকর্মটির। আস্তে আস্তে পুরোনো গল্প অতীত হয়ে কালের গর্ভে হারিয়ে যায়।

জয়তীকে শেষবার যখন দেখা গিয়েছিল তখন ছিল শ্রাবণের শেষ। তুজো তুজো মেঘ-রোদ্দুরের খুনসুটি আর গুড়ি গুড়ি বৃষ্টিস্নাত সময়ের লুকোচুরিতে তার সাথে দেখা। চুরির বোঝা মাথায় নিয়ে আলো-আঁধারে কাটছিল তার দিন। অনাকাঙ্ক্ষিত সময়ে অন্ধকার হয়ে যাওয়া গোধূলী বিকেলে ল্যাম্পপোস্টের নিচে পাবলিক বাসের জন্যে অপেক্ষায় ছিলাম। হঠাৎ দেখি একটি রিক্সা এসে আমার পাশে দাঁড়ায়। সামনে টাঙানো পর্দা উঁছু করে বলে, "আকাশের অবস্থা ভীষণ খারাপ; এখানে দাঁড়িয়ে আছো যে?"

আমি জয়তীকে দেখতে মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না। বললাম, "জয়তী! কোথায় ছিলে এই কয়দিন? এদিকে তো কত কিছু ঘটে যাচ্ছে।"

নিজের কষ্ট আমাকে বুঝতে না দিয়ে বলল, "তোমাদের মাঝেইতো আছি।"

"তা ঠিক; তাই বলে...."

আমার কথা শেষ করতে না দিয়ে বলল, "চললাম, হয়তো কোন একদিন তোমার সাথে আবার দেখা হবে।"

"কোথায় যাচ্ছো তুমি?"

জয়তী ক্ষণেক নিশ্চুপ থেকে বলে, "কেউ কি তার নিজের ইচ্ছায় যেতে পারে? সময়ই তাকে নিয়ে যায় কালের গহ্বরে।"

সেদিন আর কী কথা হয়েছিল তা ঠিক মনে পড়ে না। তবে তার শেষ কথাটি আমার কানে বাজে, "শ্রাবণের অঝোর ধারায় আমাকে হারিয়ে ফেলো না"। কেন, কোন কথার পরিপ্রেক্ষিতে কথাটা বলেছিল তা আজ মনে নেই। বহু বছর পেছনে ফেলে আসলেও ভুলতে পারিনি এই কথাটি।

আমি তখন সবেমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগে ভর্তি হয়েছি। ঢাকা আমার কাছে একেবারে নতুন। একটু আধটু আঁকাআঁকির সুবাদে এবং ভালবাসার মোহে বলা চলে আমি এই বিভাগে সুযোগ পেয়েছিলাম। তাছাড়া এই বিভাগে খুব বেশি আবেদন জমা পড়ে না। এদিক দিয়ে আমাকে ভাগ্যবানই বলতে হয়। পরিবার থেকে যে সম্পূর্ণ সাপোর্ট ছিল তা বলবো না। বাবার ইচ্ছে আমি ইঞ্জিনিয়ার হবো আর মা চাইতেন প্রফেসর। অথচ সেই ছেলেবেলা থেকে আমার মনের মাঝে বসত করে শিল্পী সত্ত্বা। যে কারণে আমি পারিনি আমার আত্মস্থটাকে জলাঞ্জলি দিতে।

বরিশালে তিন দিনব্যাপী চিত্র প্রদর্শনী শেষে যখন ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দিই তখন রাত নয়টা। ভালভাবে গাড়ি চালালে বোধকরি পাঁচ/ছয় ঘন্টায় পৌঁছে যাবো এটা একপ্রকার নিশ্চিত। গাড়িতে আমি, হেলাল আর গাড়ির ড্রাইভার মজনু। হেলাল আমার সহকারী। সবসময় পেছন পেছন আঠার মতো লেগে থাকে। আর ড্রাইভার মজনু? সেতো বহুদিন থেকে আমার গাড়ি চালাচ্ছে। গাড়ির বয়স আর ওর ড্রাইভারীর বয়স একই। এই গাড়ি দিয়েই ড্রাইভারী শেখা। গাড়ি যেমন লক্কড়-ঝক্কড় মজনুর বাহ্যিক অবয়বটা ঠিক তেমনি। তবে মনটা একদম পরিষ্কার। তা হলে এত বছর এক জায়গায় থাকা সব সময় সহজ হয় না।

শ্রাবণ মাস। মেঘ-বৃষ্টির দোলাচলে বাংলার প্রকৃতি। ফর্সা আকাশ কখন যে মেঘে ঢেকে যায় কিছুই বলা যায় না। গাড়ি চলছে তার নিজস্ব গতিতে। নিয়মকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আকাশ অন্ধকারে ছেয়ে যায়। সড়কের দু'পাশের বাড়িগুলোর আলো মুহূর্তেই নিভে চারিপাশ অন্ধকার। ঝড় শুরু হয়েছে দেখে হেলাল বলল, "দাদা, আমার মনে হয় নিরাপদ জায়গা দেখে কোথাও একটু দাঁড়াই। বিপদ আসতে সময় লাগে না।"

আমি ওর কথায় গুরুত্ব না দিয়ে ড্রাইভারকে বললাম, "তুই সাবধানে সামনের দিকে অগ্রসর হ।"

ঝড়ের সাথে যুদ্ধ করে গাড়ি চলতে থাকে। কোন দিকে যাচ্ছি কিংবা সঠিক রাস্তায় যাচ্ছি কি না বুঝতে পারছি না। তাছাড়া গাড়ির ব্যাটারী শক্তি কমে গেছে অনেকদিন আগেই। ইচ্ছে করে ঠিক করিনি। এমনিতে গাড়ির অবস্থার সাথে একেবারে মানানসই আছে ব্যাটারীটা। আজকাল আলো ঠিকমতো তার গতি প্রয়োগ করতে পারে না। তবুও ড্রাইভার হন্তদন্ত হয়ে গাড়ি চালিয়েই যাচ্ছে; যেন আর কিছুক্ষণ হলে আমরা পৌঁছে যাবো বাড়িতে!

সামনে যে আমাদের জন্যে এক মহা বিপদ অপেক্ষায় ছিল তা ঘুণাক্ষরেও টের পাইনি। ঝড়ের তাণ্ডবে রাস্তার ওপরে অনেকগুলি গাছ ভেঙে পড়ে আছে। আমরাতো যারপরনাই হতাশ। সড়ক বিভাগ কাল দিনের বেলা গাছ না সরালে আমাদের যাবার সম্ভাবনা নেই। অনুষ্ঠানের কানণে মোবাইলে কারো চার্জ দেওয়া হয়নি। সে কারণে মোবাইলগুলো শক্তির অভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। কোথায় বর্তমানে অবস্থান করছি তা বোঝার উপায় নেই। না হলে গুগল ম্যাপই আমাদের সাহায্য করতো। হেলাল বলল, "দাদা, আমরা তখন যদি একটা জায়গায় দাঁড়াতাম তাহলে এই অবস্থার মুখোমুখি হতে হতো না।"

আমি ওর বোকামি ভরা কথার উত্তর না দিয়ে পারলাম না। বললাম, "তুইতো আসলেই পাগল আছিস। যদি সেখানে দাঁড়াতাম তাহলে এখানকার গাছগুলো কী ভাঙতো না?"

"তা ঠিক; তবে এই অজানা- অচেনা জঙ্গলের মধ্যে থাকতে হতো না। তাছাড়া...."

"তাছাড়া কী?" আমি বললাম।

"দাদা, আমি ঢাকা-বরিশাল অনেকবার গিয়েছি; আজ কেন জানি এই রাস্তা অচেনা মনে হচ্ছে।"

মজনু বলল, "হেলাল ভাই ঠিকই বলেছে স্যার; আমার কাছে কিন্তু নতুন ঠেকছে। আপনাকে নিয়েতো অনেকবার ঢাকা- বরিশাল করেছি।"

"দাদা, তুমি কি দেখেছো, এই রাস্তাটা সরু এক লেনের!" বলল হেলাল।

আমি বললাম, "আমি যে ভাবিনি তা নয়। মনে হয় আমরা ভুল পথে এসে পড়েছি।"

ঝড়ের তাণ্ডব থেমে গেছে গেলেও ছিঁটেফোটা বৃষ্টি তখনও পড়ছে। তবে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে সমানে। বললাম, "চল আমরা ফিরে যাই। মজনু গাড়ি পেছনের দিকে ঘোরা।"

আমার কথামতো মজনু গাড়ি পেছনে ঘুরিয়ে সামনে এগুতেই পনের/বিশ হাত দূরে মড়মড় করে বড় বড় তিনটি গাছ রাস্তার ওপর ভেঙে পড়ে। কী ভুতুড়ে কাণ্ডরে বাবা। ঝড়-বাতাস কিচ্ছু নেই অথচ গাছ ভেঙে পড়ে! হেলাল আর মজনু ভয়ে একেবারে অস্থির। তারা সমানে কাঁপতে থাকে। আমি যে ভয় পাইনি তা বলবো না। ভয়ে আমার অবস্থা খারাপ হলেও মুখে সেটা প্রকাশ করতে পারি না। পাছে ওরা আবার কী ভাবে!

এই ভুতুড়ে কাণ্ডকে কীভাবে মূল্যায়ন করবো বুঝতে পারছি না। নিশ্চয় ভুত আছে। না হলে এমন অবস্থা কেন হবে? এদিকে গাড়ির তেল ফুরিয়ে আসছে। ব্যাটারিটাও অপেক্ষাকৃত অনেক দুর্বল। চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। সব মিলিয়ে এক অন্যরকম সময় শুরু হয়েছে আমাদের জীবনে।

মাঝে মাঝে দু'পাশের জঙ্গল থেকে রাতজাগা পশুপাখির ডাক ভেসে আসছে। অজান্তেই আমার গায়ের পশম দাঁড়িয়ে গেছে। হেলাল বলল, "দাদা, আমি কি নেমে একটু আশপাশ দেখে আসবো, ধারের কাছে কোথাও কোন বসতি আছে কি না?"

"যাবি কীভাবে? অন্ধকার চারিদিক। কোথায় কী আছে না আছে...."

"আমার ব্যাগে ছোট্ট একটা টর্চ লাইট আছে।" হেলাল কথাটা শেষ করে ব্যাগ থেকে লাইটটা বের করে সামনে আলো ফেলতেই পিচ ঢালা রাস্তা চকচক করে ওঠে।

বললাম, "যা। মজনুকে সাথে নিয়ে যা। আমি গাড়ির ভেতরে বসলাম।"

হেলাল আর মজনু গাড়ি থেকে নেমে টর্চ মারতে মারতে সামনের দিকে অগ্রসর হয়। আমি গাড়ির ভেতরে বসে থাকি অজানা ভয়- অজানা শঙ্কায়।

অনেকক্ষণ পার হলেও মজনু আর হেলালের ফিরে আসার নাম নেই। একদিকে ভয়-শঙ্কা আর অন্যদিকে বাড়ি ফেরার তাগিদ। রাত জাগা পশুরা গাড়ির এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছে। কিছুক্ষণ আগে শেয়ালের মতো একটি প্রাণী এসে গাড়ির সামনে ক্ষণেক দাঁড়িয়ে থেকে আপন মনে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ে। সে আমাকে দেখেছিল কি না জানিনা। কী যেন একটা দৌঁড়ে এসে গাড়িতে ধাক্কা খেয়ে মুহূর্তে উঠে আবারো জঙ্গলের মধ্যে হাফিস হয়ে যায়। মিনিচ পাঁচেক পরে এক ঝাঁক কালো বিড়াল মৌন মিছিল করতে করতে রাস্তা পার হয়। তারা আমার কিংবা গাড়িটার দিকে ভ্রুক্ষেপও করে না।

ওদের আসার কোন লক্ষণ না দেখে বুকে সাহস নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে এদিক ওদিক তাকাতে থাকি। আকাশে তখনও বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। হঠাৎ সামনে একটি মনুষ্য ছায়া আসতে দেখে মনে সাহসের সঞ্চার হয়। সময়ের সাথে স্পষ্ট হয়ে উঠছে ছায়ামুর্তিটা। শুভ্র সাদা শাড়ি পরা একজন মহিলা আসছে এ পথ দিয়ে! ভূত-প্রেত বলে কিছু হয় না এমন অলীক বিশ্বাস আজীবন বুকের মাঝে পোষণ করলেও আজ সেই ভূত-প্রেতের ভয়ে আমার সমস্ত শরীর ভারী হয়ে আসে। নিজেকে এত ভারী আগে কোনদিন লাগেনি। নিঝুম রাতে জনমানবহীন এই পথে একজন মহিলা! আমি মনে মনে সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করতে থাকি। রাস্তার ওপর পড়ে থাকা গাছকে উপেক্ষা করে সে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ায়। আমার সমস্ত শরীর কাঁপতে থাকে। দাঁতে দাঁত চেপে কিছু একটা বলতে যেয়েও বলতে পারি না। মুখ ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে আসে। অনেক চেষ্টা করেও মুখ থেকে কোন শব্দ বের করতে পারি না। আমার অবস্থা বুঝতে পেরে মহিলাটি বলল, "আপনি নিশ্চয় কোন সমস্যায় পড়েছেন।"

আমি মুখ থেকে তখনও কোন শব্দ বের করতে পারছি না। তবে কেমন যেন এক অতি পরিচিত শব্দ প্রতিশব্দ হয়ে বারবার আমার কানে ফিরে আসছে।

এতক্ষণ নিচের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। কণ্ঠস্বর আমাকে তার মুখের দিকে তাকাতে অভয় দেয়। আকাশের বিদ্যুৎ চমকানি চলছে সমানে। আলোর ঝলকে চোখে চোখ পড়তেই চমকে উঠি। জয়তী! আমিতো বিস্ময়ে হতবাক। আমি কী সত্যিই জেগে আছি? নাকি....। ঘোর কাটতে সময় লাগে। সত্যিই তো এ জয়তী। কতবছর পর দেখলাম। অন্তত চল্লিশ বছরতো হবেই। বয়সের একটি ক্রান্তিলগ্নে এসে পড়েছি আমি। অথচ জয়তী! সেতো একই আছে। সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সময়ের মতো। শুধু পরনে আটপৌড়ে শাড়ির বদলে শুভ্র সাদা শাড়ি আর চোখে মুখে তার বিষণ□তার ফাগুন। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, কী ভাববো আর কী ভাববো না। যে জয়তীকে খুঁজতে আইনশৃংঙ্খলা বাহিনী, গোয়েন্দা তৎপরতা সব ব্যর্থ হয়েছিল সে সময়! যাকে খুঁজতে সমগ্র দেশের ভীতটাই নড়ে গিয়েছিল। সেই জয়তী আমার সামনে! জয়তী অন্তর্ধান রহস্য রহস্যই রয়ে গিয়েছিল! এ কী সেই জয়তী? নিজেকে বারবার প্রশ্ন করতে থাকি। আমি নির্বাক চেয়ে আছি তার দিকে। মুখ থেকে তখনও কোন শব্দ বের হয় না। তাছাড়া দেখে মনে হয় চল্লিশ বছর আগের জয়তীর বয়স সেই একই জায়গায় স্থির হয়ে আছে। সেটা কীভাবে? বয়য়ের ছাঁপ তার ওপর পড়েনি কেন? আমি সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে ভাবনার মাঝে ডুবে যাই। নীরবতা ভেঙে সে বলল, "আমি যদি ভুল না করি তাহলে তুমি অরিন্দম। রাইট?"

বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে বললাম, "হ্যা, কিন্তু...?"

মলিন মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটিয়ে বলল, "আমাকে চিনতে পারছো না?"

"না।"

"সত্যি?"

আমি সম্মতিসূচক মাথা ঝাঁকাই।

বলল, "আমি জানি তুমি আমাকে চিনতে পেরেছো। তারপরও যখন তোমার মনের সাথে টানাপোড়েন তখন বলছি, আমি জয়তী।"

"কিন্তু..."।

৩১-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

একটি চিত্রকর্ম ও অস্পষ্ট রহস্য

৩০ পৃষ্ঠার পর

"সব কিন্তুর হিসাব মেলে না অরিন্দম।"

এককালে জয়তীকে নিয়ে স্বপ্নের জাল বুনেছিলাম তা অস্বীকার করবো না। তবে তা শুধু হৃদয়ের গভীরে সীমাবদ্ধ ছিল। ও যে আমাকে ভালবাসতো না তা নয়; তবে আমরা ভালবেসে সংসারে থিতু হয় পড়বো এমনটি ভাবিনি কখনও। ভালবাসা মানেই সংসার, এমন অলীক বিশ্বাস আমাদের মনের ভেতরে ছিল না। সে কারণে জয়তীর প্রতি আমার ভালবাসা আজো আছে সেই আগের মতো। প্রতি ক্ষণে মনে পড়ে তার কথা- অসমাপ্ত সকল স্মৃতি। তবে আজ তাকে সাদা শাড়িতে দেখে বুকের ভেতরটা মোঁচড় দিয়ে ওঠে। তাহলে কী.....?

আমার ভাবনাকে থমকে দিয়ে জয়তী প্রশ্ন করলো, "তুমি এখানে এই অবস্থায় কেন?"

"ঝড় বৃষ্টিতে আটকে গেছি। সামনে-পেছনের গাছগুলো আমাদের সাথে খেলা খেলেছে।"

"তুমি এদিকে?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"আমার বাড়ি ঐ সামনে। চলো ঝড়ের রাতটুকু থেকে কাল সকালেই চলে যেও।"

"আমার সাথে আরো দু'জন লোক আছে; তারা গেছে আশপাশে লোকালয় আছে কিনা দেখতে। ওরা ফিরুক তারপর দেখছি।"

"তারা হয়তো আমাদের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছেছে ইতিমধ্যে। তুমি চলো, প্রয়োজনে রাস্তা থেকে তাদের সাথে নিয়ে যাবো।"

আমি আগে পাছে না ভেবে জয়তীর সাথে তার বাড়ির দিকে রওনা দিই। হঠাৎ কেন জানি মন থেকে সকল ভয় উবে গেল। ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত হলেও আকাশের এই খেয়ালিপনায় পথ চলতে মোটেও কষ্ট হয় না। জয়তী সামনে আমি তার পথ অনুসরণ করে পেছনে পেছনে চলেছি। এভাবে কতক্ষণ চলেছি জানি না। এই লম্বা সময়ে তার সাথে আমার খুব বেশি বাক্য বিনিময় হয় না। তাকে একটি প্রশ্ন করলে সে বার বার এড়িয়ে যায়। বলে "বাড়িতে চলো সব জানতে পারবে।" এক অজানা রহেস্যের অন্তর্জালে নিজেকে হারিয়ে ফেলছি। যাইহোক, উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা নিয়ে জয়তীর পেছন পেছন এক বিশাল রাজ প্রাসাদের সিংহ দরজার সামনে উপস্থিত হই। গেটের সামনে লেখা "স্বর্ণ কুঠির"। ইয়া গোঁফওয়ালা দুইজন দারোয়ান গেট খুলে দিয়ে লম্বা একটা সালাম ঠুকে দিলো। আমরা ভেতরে প্রবেশ করি। চারিদিকে ঝা চকচকে বাড়িটা দেখেই বোঝা যায়, বেশ পুরোনো। জঙ্গলের মধ্যে এমন একটা বাড়ি আছে তা অনুমান করা দুরূহ ব্যাপার।

জয়তী আমাকে একেবারে অন্দর মহলে নিয়ে যায়। এখানে জৌলুসের কোন কমতি নেই। ঝাড়বাতি, মার্বেল পাথরের কারুকাজ, দামি কার্পেট আর চকচকে সমস্ত আসবাবপত্রে মুগ্ধ না হয়ে পারার উপায় নেই।

রাজকীয় খাবারের টেবিলের সামনে আমাকে নিয়ে বসায়। কী নেই সেই টেবিলে! জয়তী লোভনীয় খাবারগুলো আমার পাতে তুলে দেয় পরম মমতায়। ক্ষণেক ফিরে যাই ফেলে আসা মরিচাধরা দিনগুলোতে। কোন পরিবর্তন নেই ওর মাঝে। আমি তৃপ্তি সহকারে খাওয়া শেষ করি।

এখানে কে কে থাকে? এমন প্রশ্ন ঠোঁটের আগায় আসলেও আমি অদৃশ্য কারণে তা চেপে যাই। তাছাড়া এত বড় প্রাসাদ; দাস দাসিতে পূর্ণ অথচ কারো ভেতরে তেমন হৃদ্যতা দেখতে পাই না। তাদের চেহারায় কেন যেন একটা অন্যরকম ভাব। যা স্বাভাবিক জীবনে লক্ষ্য করিনি কারো মাঝে। কেমন যেন একপ্রকার মলিনতা- বিষণ্নতায় ডুবে আছে তারা। হয়তো রাজ প্রাসাদের নিয়মই এমন; নিজেকে সান্তনা দিই।

আমি জয়তীকে বললাম, "এমন গহীন জঙ্গলের মাঝে এত বড় রাজপ্রাসাদ! এখানে কে কে থাকে? তুমি নিশ্চয়...."

আমার কথা শেষ না হতেই জয়তী বলল, "তোমাদের ওই সভ্য সমাজ থেকে দূরে থাকাটাই ভাল নয় কী? আর তোমার মনের মাঝে যে প্রশ্নগুলো বারবার উঁকি দিচ্ছে তা এক্ষুনি উন্মুক্ত করে দিচ্ছি। চলো আমার সাথে।" বলে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ায় জয়তী।

সামনের দিকে হাঁটতে শুরু করলে আমি তার পিছু নিই। বড় একটা হলরুমের সামনে যেয়ে দাঁড়ায়। "ভেতরে চলো।" বলে সে দরজা খুলে রুমের ভেতরে প্রবেশ করে। ভেতরে ঢুকেই আমার চক্ষু চড়কগাছ! এ যে একটা সত্যিকারের মিউজিয়াম! যার চারিপাশে দেওয়ালে টাঙানো শত শত দুর্লভ চিত্রকর্ম! আমি বিস্ময়ভরা চোখে চারিপাশ দেখতে দেখতে একটা ছবির দিকে আমার দৃষ্টি আটকে যায়। মনের অজান্তেই বলে উঠলাম- "এ তো সেই ছবি; যে ছবি আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে সারা দেশ কাঁপিয়ে দিয়েছিল! যার জন্যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর চোখের ঘুম হারাম হয়ে গিয়েছিল। যারা সন্দেহের তালিকায় ছিল তাদের সবাইকে খুন হতে হয়েছিল!"

সেই সিরিয়াল খুনের নেপথ্যে কে বা কারা ছিল তা আজও অজানা। এত বছর পেরিয়ে গেলেও কোন ক্লু বের করতে পারেনি পুলিশ। এক সময় কালের গহ্বরে হারিয়ে গেছে সেই দুর্লভ চিত্রকর্ম আর সিরিয়াল খুনের রহস্য।

আমি বিস্ময়ভরা চোখ নিয়ে এগিয়ে যাই সামনে। 'একটা শেয়াল মায়াভরা চোখে তাকিয়ে আছে অনেকগুলো মানুষের দিকে। আর সেই মানুষগুলোর চোখ আটকে আছে এক থলি আঙুরের সাথে।' একটা বিদঘুটে ছবি। কী তার মোহ! হঠাৎ করে শেয়ালটার চোখে মুখে আনন্দের ছাপ ফুটে ওঠে। আর মানুষগুলো বিষণ□তায় ডুবে যায়। মনে হয় ছবিটা বহুদিন আমার অপেক্ষায় ছিল।

আমার মুখের ভাব বুঝতে পেরে জয়তী বলল, "এই ছবিটার কথা ভাবছো তো?"

বললাম, "বলো কী ভাববো না! যে ছবি নিয়ে এতকিছু- এত হিস্টরি, এত নাটক, এত যবনিকা! আর সেই ছবিটা আমার সম্মুখে!"

"হ্যা তুমি ঠিকই বলেছো।"

"তাহলে সবার অনুমান ঠিক?"

"তুমিও আমাকে...।" জয়তীর চোখে- মুখে এক প্রকার হতাশা ফুটে ওঠে।

"তার মানে তুমি?" আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে জয়তী বলল, "দুনিয়ার সবাই বিশ্বাস করলেও তুমি বিশ্বাস করবে না এ বিশ্বাস আমার ছিল। কিন্তু আজ..."

"তুমি আমাকে ভুল বুঝো না। আমি কখনও বিশ্বাস করিনি, তুমি এমন কাজ করতে পারো।"

"তবে?"

"কেন তুমি সেদিন হারিয়ে গিয়েছিলে?"

"হারিয়ে গিয়েছিলাম! তুমি যথার্থই বলেছো।" অট্ট হাসিতে ফেটে পড়ে জয়তী। সে হাসি রাতের নিস্তব্ধতা কাটিয়ে দূর থেকে অলিক বিশ্বাসে ফিরে আসে।

নিজেকে বড় বোকা মনে হয়। বললাম, "আমি কী অযাচিত কিছু বলেছি?"

আমার প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে হেসেই চলেছে অনাবরত। বললাম, "আমার উৎকণ্ঠা আর বাড়িও না। দয়া করে খুলে বলো আসল সত্যিটা। সারা দেশবাসী জানে সেদিন পেইন্টিংটা তুমিই চুরি করেছিলে। তাছাড়া বেশ কয়েকটি সূত্র তোমার দিকেই ইঙ্গিত করেছিল।"

হাসি থামায় জয়তী। "ইশারা-ইঙ্গিত!"

"দেখো পৃথিবীতে মা-বাবার পর যদি কাউকে ভালবাসি সে হলো তুমি। সেই তোমার সম্পর্কে কেউ খারাপ বললে আমার সহ্য হবেনা এটাই স্বাভাবিক। আসলে তোমার নিরুদ্দেশ, পেইন্টিং চুরি, মিউজিয়ামের দরজায় তোমার হাতের ছাপ, সাত জন বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর করুণ মৃত্যু; সবকিছুই তোমার দিকেই ইঙ্গিত করেছিল সেদিন।"

"তোমার কী আমার ওপর বিশ্বাস নেই?"

"বিশ্বাস আর তোমাকে ভালবাসি বলে আমাকে পুলিশ ধরে নিয়ে বিভিন্ন মেয়াদে এক মাস রিমান্ডে রেখেছিল। পুলিশি ডিকশনারীর সকল অকথ্য অত্যাচার আমার ওপর করা হয়েছিল সেদিন।"

"আমি জানি।"

"তুমি জানো!" বিস্ময়ে হতবাক আমি।

"আমি সব জানি। কোন কিছুই আমার অজানা নয়।"

"তাহলে তুমি আমার সাথে দেখা করলে না কেন? অন্তত যে কোন মাধ্যমে আমাকে একটা সংবাদ দিতে পারতে।"

"ইচ্ছে করলেও সবকিছু সব সময় হয়ে ওঠে না।"

"তাই বলে এত বছর...!"

"তোমার কাছে হয়তো অনেকটা সময়।" বলল জয়তী।

আমি জয়তীকে প্রশ্ন করি, "আমার কাছে মানে? অবশ্য একদিক দিয়ে তুমি ঠিকই বলেছো, তোমার বয়সই বলে দিচ্ছে, সময় এখানে থমকে আছে।"

জয়তী কোন কথা বলে না। তার মুখ দেখে বোঝা যায় সে কি যেন ভাবছে। আমি নীরবতা ভাঙিয়ে বললাম, "এত বড় রাজ বাড়ি, অথচ তেমন কাউকেতো দেখছি না? তোমার স্বামী-সন্তান..."

আমার কথার উত্তর না দিয়ে বলল, "আসলে এখানে খুব বেশি লোক থাকে না। যে যার কাজে বাইরে আছে।"

"তোমার স্বামী-সন্তান এখানে থাকে নিশ্চয়।"

আমার কথার উত্তর না দিয়ে বলল, "তুমিতো চিরকুমারই রয়ে গেলে। সংসার করতে পারতে।"

"আমি শ্রাবণের অঝোর ধারায় তোমাকে হারাতে পারবো না বলে ও পথে আর হাঁটা হয়নি।"

"আমি অনুভব করি তোমার সমুদ্র সত্ত্বা। আমি যে নিরুপায়।" জয়তীর চোখে-মুখে বিষণ্নতার মাত্রা বেড়ে যায় মুহূর্তে।

এতক্ষণ ঘুরে ঘুরে ছবিগুলো দেখছিলাম। হলরুমের প্রত্যেকটি ছবি অসাধারণ। দক্ষিণ দেওয়ালে টাঙানো বেশ ক'টি সিরিজ চিত্রকর্মের দিকে নজর যায় আমার। ছবিগুলো জয়তীর আঁকানো। বললাম, "এই ছবিগুলো..।"

"কেন খারাপ হয়েছে?"

আমি কিছু না ভেবেই বললাম, "তুমি এগুলো কেন এঁকেছো?"

জয়তী তড়িৎ উত্তর দেয়। "ঐ যে, কথায় আছে- ছবি মনের কথা বলে- ছবি হৃদয়ের কথা বলে।"

"এ কথা আমি না বুঝলে আর কে বুঝবে।"

"তোমার প্রদর্শনীর খবর কী? ভালইতো সাড়া পেয়েছো তাই না? তাছাড়া তুমিতো নামকরা চিত্রশিল্পী। চারিদিকে তোমার নামডাক।"

আমিতো হতবাক। আমার চিত্র প্রদর্শনী চলছে, সেখানে গিয়েছিলাম এ খবরটা জয়তী জানলো কীভাবে? জানার অবশ্য অনেক মাধ্যম আছে। টেলিভিশন, ইন্টারনেট, মোবাইল আরো কত কী। কিন্তু এখানে আধুনিকতার তেমন কিছু চোখে পড়ছে না। রাজবাড়ির সামনে গাড়ির বদলে ঘোড়ার গাড়ি রাখা দেখলাম! ভাবনাকে জলাঞ্জলি দিয়ে বললাম, "ছবিগুলো দেখে আমার সত্যিই খারাপ লাগছে।"

"কোন ছবি?"

"এই যে, তোমার এই বিভৎসতার বহিঃপ্রকাশ।"

"শিল্পীদের মুখে এসব মানায় না। তারা সত্য, সুন্দর তুলে আনে তুলির ডগায়।"

এতক্ষণ ভুলে গিয়েছিলাম হেলাল আর মজনুর কথা। বললাম, "আমার সাথের দু'জন এখানে এসেছে কিনা জানা হলো না।"

জয়তী হরি কাকা বলে ডাক দিতেই বয়সের ভারে নুব্জ্য একজন বৃদ্ধ সামনে এসে দাঁড়ায়। বলল, "বল মা কিছু বলবে?"

"অচেনা কেউ কী এসেছে এখানে?"

"না তো মা।"

"দু'জন লোক আসতে পারে। তাদের অতিথিশালায় রেখে আমাকে খবর দিও।"

জয়তীর কথায় আমি ঠিক ভরসা পেলাম না। মনে হলো হয়তো তারা আমাকে খোঁজাখুজি শুরু করেছে ইতিমধ্যে। আমার সেখানে ফেরত যাওয়া দরকার। বললাম, "অনেকক্ষণতো হলো, এবার আমাকে গাড়ির ওখানে যেতে হবে। হেলাল আর মজনু হয়তো এতক্ষণ খুঁজতে শুরু করেছে।"

"এখুনি যাবে? রাতটা শেষ করে যেতে পারতে। তাছাড়া সকাল হলো বলে....।"

"থাক জয়তী। আমি যাই, তুমি ভাল থেকো। ও হ্যা, তুমি কিন্তু জানালে না পেইন্টিং রহস্য?"

জয়তী টেবিলের ওপর রাখা একটা পুরোনো খাম নিয়ে আমার হাতে দিয়ে বলল, "এটা রাখো। বাড়িতে যেয়ে নিরিবিলি পড়ে দেখো। আশাকরি এর ভেতরে সব উত্তর পাবে। আর হ্যাঁ, ঐ সতেরো'শ শতকের পেইন্টিং-এর সাথে আমার পেইন্টিংগুলো তুমি নিয়ে যাও, ওগুলো তোমার জন্যে।"

চল্লিশ বছর আগের হারানো দুর্লভ চিত্রকর্ম আমার হাতে তুলে দিতে চাওয়ায় আমি খুশি হই। সরকারের সম্পত্তি সরকারের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে সুনাগরিক হিসাবে অসামান্য অবদান রাখবো ভেবে গর্বে বুক ভরে ওঠে। নিজের জন্যে প্রিয় মানুষের আঁকা চিত্রকর্ম! আমি মনে মনে শিহরিত-পুলকিত। তবে ছবিগুলো সাইজে বড় হওয়ায় নিয়ে যাবার সমস্যা হবে ভেবে বললাম, "এতগুলো ছবি নেবো কিভাবে?"

"ও নিয়ে তুমি ভেবো না। স্বর্ণ কুঠিরের লোক তোমার গাড়িতে উঠিয়ে দিয়ে আসবে। তুমি শুধু ছবিগুলোর সঠিক মর্যাদা দিও। আর ঐ ছবিটা মিউজিয়ামে ফেরত দিও।"

"কিন্তু..."

"কিন্তুর শব্দ এখানে করো না। সব কিন্তুর উত্তর তুমি পেয়ে যাবে। ভালো থেকো।"

মন অনেক কিছু ভাবলেও বাস্তবতা মেনেই চলতে হয়। আমরা কেউই তার ব্যতিক্রম নই। মন আরো কিছুসময় প্রিয় মানুষের কাছে থাকার আকুতি জানালেও কখনও সখনও সম্ভব হয় না। মনের সাথে একপ্রকার যুদ্ধ করে জয়তীর থেকে বিদায় নিয়ে গাড়ির দিকে রওনা দিলাম। আমার সাথে কয়েকজন বাহক ছবিগুলো বহন করে নিয়ে চলেছে।

রাস্তায় এসে দেখি হেলাল আর মজনু গাড়ির ভেতরে ঘুমিয়ে। গাড়ির পেছনের ডালা খুলে আমি সাবধানে নিজ হাতে পেইন্টিংগুলো তার ভেতরে সাজিয়ে রাখলাম। চিত্রমর্ক বাহকেরা আমি হেলাল আর মজনুকে ডাক দিয়ে সামনে পেছনে তাকিয়ে দেখি রাস্তার ওপর ভাঙা গাছগুলো নেই! একদম পরিষ্কার। এখানে যে কিছুক্ষণ আগে বেশ কয়েকটি গাছ ভেঙে পড়েছিল তার চিহ্নমাত্র নেই! মজনু আর হেলাল তড়িঘড়ি উঠে পড়ে। আমাকে দেখে তারা যেন হাফ ছেড়ে বাঁচে। বললাম, "মজনু রাস্তা একদম ফাঁকা। গাড়ি স্ট্যাট দাও।" রাস্তার অবস্থা দেখে তারাও অবাক।

আমরা যখন ঢাকায় পৌঁছাই তখন সকাল দশটা। গোসল সেরে একটা সংক্ষিপ্ত ঘুম দিয়ে খামটা হাতে তুলে নিলাম। খামের ভেতর কী আছে তা এখনও পর্যন্ত জানি না। তবে বিশেষ কিছু যে আছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আমার আর তর সইছিল না। বাড়িতে পৌঁছেই খুলতে চেয়েছিলাম কিন্তু শরীর আমাকে একটুকুও সময় দেয় না। যে কারণে একটু ঘুমিয়ে নিতে হয়েছিল। যাইহোক, এক মোহনীয় মৌনতায় খামের মুখ ছিঁড়ে তার ভেতর থেকে কাগজটা বের করে সম্মুখে মেলে ধরলাম। তাতে লেখা-

"অরিন্দম,

যে কথাগুলোর উত্তর তুমি বারংবার আমার কাছে জানতে চেয়েছো সেটা তোমার কাছে স্বীকার না করে পারছি না। প্রথমেই বলে রাখি, আমি জানতাম তুমি এই ঝড়-বৃষ্টির রাতে এই পথ দিয়ে আসবে। যে কারণে আমিই তোমাকে আটকেছি।"

আমি ক্ষণেক থামলাম। আনমনে নিজেকে প্রশ্ন করলাম, আমার ঐ পথ দিয়ে যাবার কথা ও কীভাবে জানলো? তাছাড়া আমাকে আটকানো অর্থ কী? আর এটা লিখলোই বা কখন? আস্তে আস্তে আমার শরীরের পশমগুলো গতকাল রাতের মতো সোজা হয়ে উঠছে। অজানা আতঙ্কে কাঁপতে শুরু করে ইতিমধ্যে। মনে সাহস নিয়ে আবারো পড়া শুরু করলাম।

"এই দুর্লভ পেইন্টিং আমি চুরি করিনি- করতে পারি না। চুরির বিষয়টি আমি জেনে ফেলেছিলাম বলে, ওরা আমাকে এখানে এই বাড়িতে এনে অসম্ভব নির্যাতন করে। একসময় জীবনের কাছে হার মেনে নিজেকে সঁপে দিই মৃত্যুর মুখে।"

আমি আৎকে উঠি। ইতিমধ্যে চোখ জলে ভরে উঠেছে। চশমা খুলে রুমাল দিয়ে চোখ মুছি। চোখ আমার বাধ মানে না। সকল বাধা উপেক্ষা করে দু'ফোটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে চিঠির ওপর। কালক্ষেপন না করে নিস্তব্ধতা আমাকে ঘিরে ধরে অক্টোপাসের মতো।

"তোমাকে পুলিশ ধরে নিয়ে নির্যাতন করেছিল, আমি জানতাম। কিছুই করার ছিল না সেদিন। আমিতো ততদিন পরপারে। আর হ্যা, ঐ সাতজনকে আমিই মেরেছিলাম। যার জন্যে এতকিছু সেই দুর্লভ পেইন্টিংটা বিদেশীদের কাছে বিক্রির ষড়যন্ত্র চলছিল। আমি তা হতে দিইনি। নিজের কাছে এনে রেখেছিলাম। তোমার হাতে তুলে দেবো বলে আমি বহুবছর অপেক্ষায় ছিলাম। আজ তার অবসান হলো।"

আমি ভয়কে জয় করার আপ্রাণ চেষ্টা করছি এই ভেবে যে, জয়তী আমার ভাল বন্ধু। তাই বলে একটা অশরীরী আত্মা! যে কিনা গত চল্লিশ বছর ধরে অপেক্ষায় ছিল আমার! তার সাথে সময় কাটানো, খাওয়া দাওয়া, চোখাচোখি, বাক্য বিনিময়! মুহূর্তে আমার শরীর ভারী হয়ে উঠে। কথা বলার শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেলি। হেলালকে ডাকতে গিয়ে দেখি আমার মুখ থেকে স্বর বের হচ্ছে না।

আধুনিক পৃথিবীতে বসবাস করলেও কিছু প্রশ্নের উত্তর কখনও মেলে না। গত রাতে ঘটে যাওয়া ঘটনা কে বিশ্বাস করবে? না সমাজ- না রাষ্ট্র। নাকি আমি কোনদিন বিশ্বাস করাতে পারবো? এভাবেই হয়তো বিশ্বাস- অবিশ্বাসের দোলাচলে আমাদের বন্দী হয়ে কাটাতে হবে ভালবাসার চাঁদর জড়ানো অসমাপ্ত জীবন।

সুপ্রভাত সিডনি™
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Suprovat Sydney
Suprovat Sydney, November-2022, Volume-14, No-11 ISSN 2202-4573 www.suprovatsydney.com.au

AUS BEST
MECHANICAL & TYRE SERVICES
0404 365 172

স্থান পরিবর্তন
Relocated

Bashit: 0404 365 172

- BATTERIES
- BRAKES
- CLUTCHES
- FULL ENGINE SERVICES
- PINK SLIPS
- RADIATORS
- TYRES
- ROTATE & BALANCE TYRES
- WHEEL ALIGNMENT

Contact: 0404 365 172
442 Punchbowl Rd, Belmore (Inside Metro Patrol Station)

Suprovat Sydney Copy Right Protected

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
বাংলাদেশ জিন্দাবাদ

চেতনা জাগ্রত থাকুক....

ঐতিহাসিক
৭ ই নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও
সংহতি দিবস উপলক্ষে– আলোচনা সভা

ধানসিঁড়ি রেস্টুরেন্ট হল রুম।
রেলওয়ে প্যারেড ,ল্যাকেম্বা
তারিখ:-০৬ই নভেম্বর রোজ রবিবার ২০২২

ধন্যবাদান্তে,
মোঃ মোসলেহ উদ্দিন হাওলাদার আরিফ
সভাপতি ,বিএনপি অস্ট্রেলিয়া।

মোঃ কুদরত উল্লাহ লিটন
সাধারন সম্পাদক ,বিএনপি অস্ট্রেলিয়া।

আয়োজনেঃ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি অস্ট্রেলিয়া